Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৭তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জুলাই ২০১৪

মাসিক

আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০১৪

সূচীপত্র

বিশ্বকাপ না বিশ্বনাশ?

৮ জন নিরীহ শ্রমিকের লাশের উপর দাঁড়িয়ে ল্যাংটা মেয়েদের নাচানাচি ও আতশবাজির মধ্য দিয়ে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে ফুটবলের ২০তম বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে গত ১৩ই জুন'১৪ শুক্রবার থেকে। যা শেষ হবে আগামী ১৪ই জুলাই সোমবার। অর্থাৎ ১৫ই শা'বান থেকে ১৬ই রামাযান পর্যন্ত মাসাধিক কাল যাবৎ লেখাপড়া, ইবাদত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সমূহ চরমভাবে ব্যাহত হবে। ২২০টিরও বেশী দেশে এই ফুটবল খেলা দেখানো হচ্ছে। যা বাংলাদেশে রাত ১০টা থেকে সকাল ৬-টা পর্যন্ত চলে। ৩২টি দল যে সোনার ট্রফির জন্য লড়ছে, সেটি নকল ট্রফি। আসলে ব্যাপারটি অন্যখানে। এটি এখন খেলা নয়। বরং পুঁজিপতিদের বিশ্ববাণিজ্যের জন্য পাতানো ফাঁদ মাত্র। সার্কাসের হাতি-বানরগুলির মত এরা ভাড়াটে খেলোয়াড়দের কাজে লাগায় পয়সা উপার্জনের জন্য। সেকারণ বিশ্বকাপকে এখন বলা হয় 'মানি মেশিন' বা টাকা বানানোর যন্ত্র। অথচ বিশ্বের ৯৯ শতাংশ মানুষ এর মাধ্যমে কিছুই পায়না কেবল ক্ষতি ছাড়া। আর তাই খোদ ব্রাজিলেই চলছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও মিছিল-মিটিং। সেদেশের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য খ্যাতনামা ফুটবলার রোমারিও পর্যন্ত বিশ্বকাপ আয়োজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার খ্যাতনামা ক্রিকেটার অ্যালান ডোনাল্ড বিশ্বকাপ ক্রিকেট বন্ধ করে দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন কয়েক বছর আগে। কিন্তু কে শুনবে কার কথা? সর্বত্র বিবেকহীনদের জয়-জয়কার। নিষ্ঠুর পুঁজিপতিচক্র ও তাদের বশংবদ জাতীয় সরকার এবং মিডিয়ার মত আসুরিক শক্তি এর পিছনে কাজ করছে। সবকিছু ধ্বংস হৌক, তাদের চাই টাকা, কেবলি টাকা। আল্লাহ বলেন, অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও। কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে। অতঃপর কখনোই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে' *(তাকাছুর ১-৪)*।

ক্ষতিসমূহ :

১. সময়ের অপচয় : এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অথচ এটাই সবচেয়ে সস্তায় ব্যয় হয়। সময়ের মূল্য সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন। অস্ট্রেলিয়ার গবেষকদের হিসাব মতে একটানা টিভি দেখলে প্রতি ঘণ্টায় ২২ মিনিট আয়ু কমে যায়। এক্ষণে কেউ যদি দিবারাত্রি ক্রিকেট আর রাত জেগে টিভিতে ফুটবল খেলা দেখে,

যা প্রায় সারা বছর ধরেই চলে প্রায় সব দেশে, তাহ'লে মানুষের বিশেষ করে তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ কি? তাদের দ্বারা দেশ ও জাতি কি আশা করতে পারে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তুমি পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে গণীমত মনে কর। (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে (২) পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে' *(হাকেম হা/৭৮৪৬)*।

২. অর্থের অপচয় : প্রিয় দলের জার্সি ও সেদেশের পতাকা বানানো ও টাঙানো থেকে শুরু করে কত ধরনের যে অর্থের অপচয় হয়, তার হিসাব করা সম্ভব নয়। খেলা হচ্ছে ব্রাজিলে কিন্তু উন্মাদনায় কাঁপছে বাংলাদেশ। মনে হচ্ছে যেন দেশে কোন সমস্যাই নেই। সম্প্রতি ঝিনাইদহে ১০ কিলোমিটার ব্যাপী দীর্ঘ পতাকা ও তার পিছনে কয়েকশ' তরুণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে বিশ্বকে দেখিয়েছে যে, আমরা অমুক দলের সমর্থক। অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, এতে কোন ফায়েদা নেই। কেননা খেলায় হারজিত থাকবেই। এটা ভাগ্যের ব্যাপার। এ বছরের শুরুতে ঢাকায় আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট আয়োজনে আমাদের সরকার নাকি ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। যার সবটুকুই পানিতে গেছে। যে দেশের মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, সেদেশের সরকারের এই অপচয়ের শাস্তি জনগণ দিতে পারবে না। কিন্তু মহান বিচারক আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারবে কি? আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী যারা হজ্জ ও কুরবানী না করে সে পয়সা গরীবদের দিতে বলেন, তারা কিন্তু বিশ্বকাপের সর্বগ্রাসী অপচয়ের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেন না। সেই সাথে রয়েছে বাজিকরদের জুয়া। যাতে দৈনিক সর্বস্ব খোয়ায় হাযারো মানুষ।

৩. লেখাপড়ার ক্ষতি : বিশ্বকাপ উন্মাদনার বড় শিকার হ'ল তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজ। এরা লেখাপড়া ছেড়ে রাত জেগে খেলা দেখছে। আর নিজ হাতে নিজেদের লেখাপড়া ও স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে। সারা দিন হৈ হৈ আর শ্লোগান দিচ্ছে প্রিয় দলের নামে। ওঠায়-বসায়-খাওয়ায় একটাই আলোচনা 'বিশ্বকাপ'। এভাবে জাতির মেরুদণ্ড তরুণ সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার।

৪. নৈতিক স্খলন, পাপাচার ও হত্যাকাণ্ড : বিশ্বকাপের উন্মাদনায় পৃথিবীতে পাপাচারের সয়লাব বয়ে যায়। বিশেষ করে যেসব দেশে ধর্মীয় কালচার নেই বা থাকলেও শিথিল, সেসব দেশকে নৈতিক স্খলন ও পাপাচার বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত গ্রাস করে। ব্রাজিল হ'ল ফ্রি সেক্সের দেশ। তদুপরি বিশ্বকাপ মওসুমে সেদেশের হোটেলগুলিতে এখন দেহ ব্যবসা রমরমা। সেখানকার বিশ্বকাপ ভেন্যুগুলি এখন অঘোষিত পতিতাপল্লী। সেই সাথে রয়েছে প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে ছিনতাই, রাহাযানি ও হত্যাকাণ্ড। যার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে সেদেশের বিবেকবান মানুষ। গত ১৮ই জুন নাটোরে জনৈকা কৃষকবধূ (২২) তার রাত জেগে টিভিতে খেলা দেখা স্বামীকে (২৫) হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে নিজ ঘরেই হত্যা করেছে। কিন্তু তাতে কি বিবেক জেগেছে আমাদের?

আগামী ২০২২ সালের বিশ্বকাপ হবে কাতারে। ২০১২ সাল থেকেই শুরু হয়েছে তার প্রস্তুতি। কেবল অবকাঠামো নির্মাণে খরচ হবে ২০০ বিলিয়ন ডলার। খেলার পরে যা পড়ে থাকবে নষ্ট বর্জ্যের মত। তাহ'লে কেন এই অপচয়? অথচ আল্লাহ বলেন, অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ২৭)*। লণ্ডনের বিখ্যাত 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের প্রচণ্ড গরমে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে প্রয়োজনীয় পানি ও ন্যায্য পারিশ্রমিক বঞ্চিত হতভাগ্য শ্রমদাসদের অধিকাংশ নেপাল, ভারত ও শ্রীলংকার নাগরিক। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১২ জন শ্রমিক মারা যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বিশ্বকাপের পর্দা ওঠার আগেই সেখানে অন্ততঃ ৪০০০ শ্রমিক মারা যাবে। এদের অধিকাংশের বয়স ২০ বছরের নীচে। বর্তমানে সেখানে দৈনিক ১২ লাখ শ্রমিক কাজ করছে। আগামীতে আরও ১০ লাখ যোগ দেবে। ব্যাপক সমালোচনার জবাবে আয়োজক কমিটি ও সরকার মুখস্ত গৎ বলছেন, সবকিছু আইন মোতাবেক চলছে। কোন অসঙ্গতি থাকলে প্রমাণ সাপেক্ষে তারা ব্যবস্থা নেবেন'। অসহায় বিদেশী শ্রমিকরা হিংস্র সরকারী ঠিকাদার ও নিষ্ঠুর প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কিভাবে সেখানে প্রমাণ উপস্থাপন করবে? তাহ'লে কি মরু বালুকার বুক চিরে বেরিয়ে আসা আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারা তেলের টাকায় ফেঁপে ওঠা মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবেররা শ্রমিকদের রক্তে ভেজা মাটিতে বিশ্বকাপের জাহান্নামী আসর সাজাতে চায়?

পরিশেষে বলব, বিশ্বকাপ খেলা কখনো বিশ্বকে বাঁচায় না, বরং বিনাশ করে। তাই এসব সর্বনাশা প্রতিযোগিতা অবিলম্বে বন্ধ করুন। মুসলিম রাষ্ট্রনেতারা আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহিতার ভয় থেকে সর্বাগ্রে এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হৌন। তরুণ সমাজ এগুলি বয়কট কর। যদি তোমরা বাঁচতে চাও। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- *আমীন! (স.স.)*।

উত্তম পরিবার

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ- رواه أحمد-

অনুবাদ : সা'দ বিন আবী ওয়াককাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, চারটি বস্তু হ'ল সৌভাগ্যের নিদর্শন: পুণ্যবতী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ী, সৎ প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর চারটি বস্তু হ'ল দুর্ভাগ্যের নিদর্শন : মন্দ স্ত্রী, সংকীর্ণ বাড়ী, মন্দ প্রতিবেশী ও মন্দ বাহন।[১]

উক্ত হাদীছে একটি উত্তম পরিবারের জন্য আবশ্যিক বিষয়গুলি বিধৃত হয়েছে। যার মধ্যে ক্রমিকের হিসাবে পুণ্যবতী স্ত্রীকে প্রথমে আনা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সকল সম্পদের সেরা সম্পদ হ'ল পুণ্যবতী স্ত্রী। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'দুনিয়াটাই সম্পদ। যার সেরা সম্পদ হ'ল পুণ্যশীলা স্ত্রী'।[২] যার নমুনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ يَزُورُهُ فِي اللهِ فِي الْجَنَّةِ، وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى-

'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের বিষয়ে খবর দিব না? নবী জান্নাতী, ছিদ্দীক জান্নাতী, শহীদ জান্নাতী, ভূমিষ্ট সন্তান জান্নাতী, ঐ ব্যক্তি জান্নাতী যে স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য শহরের এক কোণে বসবাসকারী ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং ঐ স্ত্রী জান্নাতী, যে তার স্বামীর প্রতি সর্বাধিক প্রেমময়ী, অধিক সন্তান দায়িনী ও স্বামীর দিকে অধিক প্রত্যাবর্তনকারিনী। স্বামী অসন্তুষ্ট হ'লে সে দ্রুত ফিরে আসে ও স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আপনি খুশী না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমের স্বাদ নেব না।[৩]

অন্যদিকে উত্তম স্বামী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ 'পূর্ণ মুমিন সেই যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম'।[৪] অন্যত্র তিনি বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।[৫] বুঝা গেল যে, জান্নাতী হওয়ার জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য উভয়ের সাক্ষ্য প্রয়োজন।

এজন্য বিবাহের পূর্বে দ্বীনদার স্বামী ও স্ত্রী বাছাই করা একান্ত কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য সবকিছু ছাড় দিয়ে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬] তিনি বলেন, যখন এমন কোন ছেলে তোমাদের কাছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে, যার দ্বীন ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা খুশী হবে, তাহলে মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দাও। যদি তা না দাও, তাহলে পৃথিবীতে ফিৎনা ও বিশৃংখলা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে'।[৭] আল্লাহ বলেন, الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 'দুষ্টা নারী দুষ্ট পুরুষের জন্য ও দুষ্ট পুরুষ দুষ্টা নারীর জন্য এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষের জন্য ও পবিত্র পুরুষ পবিত্রা নারীর জন্য। লোকেরা যা বলে এরা সেসব থেকে মুক্ত। এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রূযী' *(নূর ২৪/২৬)*।

শ্রেষ্ঠ স্ত্রীর ব্যাখ্যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ تَراها فَتُعْجِبُكَ وَتَغِيبُ عَنْها فَتَأْمَنُها على نَفْسِها ومالِكَ 'পূণ্যশীলা স্ত্রী সেই, যাকে দেখলে তুমি খুশী হও। তোমার অসাক্ষাতে তুমি তার ব্যাপারেও তোমার মাল-সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাক।[৮]

২. বর্ণিত হাদীছে উত্তম পরিবারের জন্য দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে প্রশস্ত বাড়ী (وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ)। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'প্রশস্ত ও বহুবিধ সুবিধা সম্পন্ন বাড়ী' (الدَّارُ تَكُونُ واسِعَةً كَثِيرَةَ المَرافِقِ)।[৯] অর্থাৎ যে বাড়ীতে কিচেন, বাথরুম, টয়লেট, অতিথি কক্ষ, পাঠকক্ষ, খাবার কক্ষ, ইবাদত খানা, লাইব্রেরী, খোলা বারান্দা, বাগান-পুকুর, গাড়ী ঘর, কর্মচারী কক্ষ, হাস-মুরগীর ঘর, গরু-বকরীর গোয়াল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু রয়েছে, সর্বোপরি যে বাড়ীর চারদিকে খোলামেলা ও আলো-বাতাসে ভরা সেটাকে 'বহুবিধ সুবিধাসম্পন্ন বাড়ী' বলা চলে।

---

১. *আহমাদ হা/২৪৪৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৩২; ছহীহাহ হা/২৮২; ছহীহুল জামে' হা/৮৮৭।*
২. *মুসলিম হা/১৪৬৭, মিশকাত হা/৩০৮৩।*
৩. *বায়হাক্বী শু'আব হা/৮৩৫৮, ছহীহাহ হা/২৮৭।*
৪. *তিরমিযী হা/১১৬২; মিশকাত হা/৩২৬৪; ছহীহাহ হা/২৮৪।*
৫. *তিরমিযী হা/৩৮৯৫; মিশকাত হা/৩২৫২; ছহীহাহ হা/২৮৫।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮২।*
৭. *তিরমিযী হা/১০৮৪; মিশকাত হা/৩০৯০।*
৮. *হাকেম ৩/২৬২; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৬।*
৯. *হাকেম ৩/২৬২, ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৬।*

সেই সাথে এ যুগের আবিস্কৃত এসি, ফ্রিজ, কুকার, ওভেন, ফ্যান, লাইট, ওয়াশিং মেশিন, আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহ কোন বিলাস সামগ্রী নয়, বরং নিঃসন্দেহে অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলিকে তাক্বওয়া বিরোধী মনে করা ঠিক নয়। সামর্থ্য থাকলে এগুলি দ্বারা বাড়ীকে সর্বাধিক সুবিধা মণ্ডিত করা দোষণীয় নয়। যদি না সেখানে কোনরূপ বিলাসিতা ও অপচয় থাকে এবং গর্ব ও অহংকার প্রকাশ উদ্দেশ্য না হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দার উপরে তার নে'মতের নিদর্শন দেখতে ভালবাসেন'।[১০] তবে এগুলির জন্য ঋণ করা জায়েয নয়। কেননা ঋণগ্রস্তের জানাযা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পড়েননি। এমনকি শহীদের সবকিছু মাফ হলেও তার ঋণ মাফ হয় না।[১১]

উত্তম বাড়ীর জন্য কেবল ভৌতকাঠামোই যথেষ্ট নয়। বাড়ীটি হ'তে হবে আল্লাহ্র রহমতে পূর্ণ ও শয়তান হ'তে মুক্ত। এজন্য বাড়ীটিকে সর্বদা (১) আল্লাহ্র যিকরে পূর্ণ রাখতে হবে। বাড়ীতে প্রবেশকালে ও বের হবার সময় এবং ঘুমানোর সময় ছহীহ হাদীছের দো'আ সমূহ পাঠ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন কেউ গৃহে প্রবেশকালে এবং খাবার সময় বিসমিল্লাহ বলে, তখন শয়তান তার সাথীদের বলে, আজ তোমাদের এ বাড়ীতে থাকার ও খাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু যখন সে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে না, তখন শয়তান খুশী হয়ে বলে আজ তোমাদের এ বাড়ীতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল'।[১২] আর বের হওয়ার সময় দো'আ পড়লে শয়তান এক পাশে সরে যায় ও তার সাথী আরেক শয়তানকে বলে, লোকটি হেদায়াত প্রাপ্ত হ'ল এবং তার জন্য যথেষ্ট হ'ল ও সে বেঁচে গেল'।[১৩] এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করার পর প্রথমে মিসওয়াক করতেন।[১৪] তিনি বলেন, যে বাড়ীতে আল্লাহ্র স্মরণ করা হয় ও যে বাড়ীতে হয় না, দু'টির তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়'।[১৫] এজন্য ফরয ব্যতীত সকল সুন্নাত ও নফল ছালাত বাড়ীতে পড়া উত্তম। ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা এতে আকাংখী থাকতেন। পরিবারের কোন সদস্য সকালে কুরআন তেলাওয়াত না করে ঘর থেকে বের হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের বাড়ীগুলিকে কবর বানিয়ো না। কেননা শয়তান ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে না, যে বাড়ীতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়।[১৬] বিশেষ করে বাক্বারাহ্র শেষ দু'টি আয়াত পরপর তিন দিন পাঠ করলে শয়তান সে বাড়ীর নিকটবর্তী হয় না'।[১৭]

এতদ্ব্যতীত বাড়ীকে পাপমুক্ত রাখতে হবে। যেমন বাড়ীতে ছবি-মূর্তি টাঙানো, গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষের অবাধ প্রবেশ, গান-বাজনা, গীবত-তোহমত, চোখলখুরী ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখা। সর্বদা উন্নত চিন্তা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, উন্নত চরিত্র মাধুর্য ও ধর্ম চর্চার মাধ্যমে বাড়ীকে পবিত্র রাখতে হবে।

৩. **উত্তম প্রতিবেশী :** আলোচ্য হাদীছে উত্তম পরিবারের জন্য তৃতীয় আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে আনা হয়েছে উত্তম প্রতিবেশীকে। অথচ প্রতিবেশী কখনো পরিবারের অংশ নয়। তবুও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে পরিবারের জন্য সৌভাগ্যের নিদর্শন বলেছেন। কারণ উত্তম প্রতিবেশী না থাকলে কোন পরিবার একাকী উত্তম থাকতে পারে না। প্রত্যেক মানুষই পরমুখাপেক্ষী। আর এজন্য সে সবচাইতে বেশী মুখাপেক্ষী হ'ল তার নিকটতম ব্যক্তির। অতঃপর তার নিকটতম প্রতিবেশীর।

সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, জিব্রীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে একাধারে অছিয়ত করছিলেন। তাতে আমার ধারণা হচ্ছিল যে, হয়ত তিনি আমাকে সত্বর তাকে ওয়ারিছ করার নির্দেশনা দিবেন'।[১৮] তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম সে মুমিন নয়, (৩ বার), যার অনিষ্ট হ'তে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[১৯] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও বিচার দিবসে ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়'।[২০] তিনি আরও বলেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা হ'তে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[২১]

প্রতিবেশী তার বহুবিধ গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী থাকেন। সেকারণ তিনি উপকারও করতে পারেন বেশী। আবার ক্ষতিও করতে পারেন বেশী। প্রতিবেশী সৎ হলে তার অসাক্ষাতেই তিনি উপকার করেন আল্লাহকে খুশী করার জন্য। এতে তিনি সবচেয়ে বেশী নেকী উপার্জন করতে পারেন। একইভাবে তিনি ক্ষতিও করতে পারেন বেশী। তাতে তিনি সর্বাধিক পাপের ভাগীদার হন। তাই বাসস্থান নির্ধারণের আগে প্রতিবেশী নির্ধারণ আবশ্যক।

পুণ্যশীলা স্ত্রী বা কন্যা অতক্ষণ পুণ্যশীলা থাকতে পারেন, যতক্ষণ তিনি পর্দার মধ্যে থাকেন। গায়ের মাহরাম নিকটাত্মীয় পুরুষ, নিকটতম বন্ধু ও নিকটতম প্রতিবেশী দ্বারাই মহিলারা দ্রুত বিপথে যায়। সেকারণেই স্বামীর ছোট ভাই অর্থাৎ দেবরকে হাদীছে 'মৃত্যু' (الْحَمْوُ الْمَوْتُ) বলা হয়েছে।[২২] কারণ তার মাধ্যমে খুব সহজে ঐ মহিলার ইযযতের মৃত্যু হতে পারে। একইভাবে স্বামীর বা নিজের নিকটাত্মীয়, নিকটতম বন্ধু বা প্রতিবেশী কর্তৃক সেটা সহজে সম্ভব। নিকটাত্মীয় পুরুষ বা প্রতিবেশীর সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজনে পর্দার মধ্যে থেকে কথা বলা যাবে, ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। কোনরূপ কথা ও সাক্ষাৎ ছাড়াই সন্তান বা

১০. *তিরমিযী হা/২৮১৯; মিশকাত হা/৪৩৫০।*
১১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬; 'জিহাদ' অধ্যায়।*
১২. *মুসলিম হা/২০১৮।*
১৩. *আবু দাউদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩।*
১৪. *মুসলিম হা/৪৪।*
১৫. *মুসলিম হা/৭৭৯।*
১৬. *হাকেম ১/৫৬১; ছহীহুল জামে' হা/১১৭০।*
১৭. *আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/১৭৯৯।*
১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬৪।*
১৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬২।*
২০. *বুখারী হা/৬০১৮।*
২১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩।*
২২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২।*

শিশুদের মাধ্যমে আপ্যায়ন করতে হবে। এতে উভয় পক্ষ অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর কোন সমস্যা হবে না। আর এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সংসারে স্বামী-স্ত্রীকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। সাথে পরিবারের অন্য সদস্যরাও সহযোগিতা করবেন। প্রতিবেশীরাও এতে অভ্যস্ত হবেন। কেউ পর্দা রক্ষাকে মান-অপমানের ইস্যু করবেন না। বরং পর্দার ফরয পালন করায় খুশী হবেন ও অন্যকে উৎসাহিত করবেন।

৪. আরামদায়ক বাহন (الْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ) :

অন্য বর্ণনায় এসেছে, (الْمَرْكَبُ الصَّالِحُ) 'স্বচ্ছন্দ বাহন'।[২৩] উত্তম পরিবারের জন্য এটি অন্যতম অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। যুগের সহজপ্রাপ্য বাহন একটি পরিবারকে সদা স্বচ্ছন্দ রাখে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সৌভাগ্যের নিদর্শন হিসাবে বলেন, الدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيئَةً فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ 'বাহন এমন স্বচ্ছন্দ হবে যা তোমাকে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিত করবে'।[২৪] একটি উত্তম বাহন মানুষের বিপদে ও প্রয়োজনে সর্বাবস্থায় কাজে লাগে। অতএব স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত বাহন একটি উত্তম পরিবারের আবশ্যিক অনুষঙ্গ। তবে সবকিছুই নির্ভর করে সামর্থ্যের উপর ও সুযোগ-সুবিধার উপর। হালাল ও বৈধ পথে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। না পেলে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহ্র রহমত কামনা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পবিত্র রূহ জিব্রীল আমাকে গোপন প্রত্যাদেশ করেছেন যে, কোন প্রাণী মৃত্যুবরণ করে না তার রিযিক পূর্ণ না করা পর্যন্ত। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় তা সন্ধান কর। আর রিযিক দেরীতে আসার কারণে তোমাদেরকে যেন আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে তা অর্জনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্র নিকটে যা আছে, তা তাঁর আনুগত্য ব্যতীত পাওয়া যায় না।[২৫]

সৌভাগ্যের নিদর্শন হিসাবে আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত চারটি বস্তুর প্রত্যেকটিই মানবজীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যদি কারু ভাগ্যে আল্লাহ চারটি বস্তুই রেখে থাকেন, তবুও সুখী পরিবার হওয়ার জন্য তাদেরকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে এবং তাঁর প্রদত্ত ভাল-মন্দ তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর সত্যিকারভাবে ভরসা কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রূযী দিবেন যেমনভাবে পক্ষীকুলকে দিয়ে থাকেন। তারা সকালে ওঠে ক্ষুধার্ত অবস্থায় এবং সন্ধ্যায় ফেরে তৃপ্ত হয়ে'।[২৬]

ছোহায়েব রূমী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুমিনের ব্যাপারটি কতই না বিস্ময়কর! তার সমস্ত কাজই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা মুমিন ব্যতীত কারু জন্য সম্ভব নয়। যদি তার কোন আনন্দ স্পর্শ করে, সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার কোন মন্দ স্পর্শ করে, সে ছবর করে। আর এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[২৭]

৫. উত্তম পরিবার প্রধান ও সদস্যবর্গ :

অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উত্তম পরিবারের জন্য চাই উত্তম পরিবার প্রধান। ইসলামী পরিবারে পিতা হ'লেন পরিবার-প্রধান এবং মাতা হ'লেন গৃহকর্ত্রী। সন্তানরা বড় হ'লে তারা হবে পিতা-মাতার সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা। সকলে মিলে বাড়ীকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন দিবারাত্রি সর্বদা রহমতের ফেরেশতা সেটিকে ঘিরে রাখে। আল্লাহ্র বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হয় এবং যে বাড়ীর সদস্যদের নিয়ে আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করতে পারেন। এজন্য সর্বাগ্রে পরিবার-প্রধান হিসাবে পিতাকে 'উত্তম আদর্শ' হতে হবে। অতঃপর মাতা, বড় ভাই, বড় বোন সবাইকে সমভাবে। সকলের জন্য উত্তম আদর্শ হলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও বিচার দিবসকে কামনা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃংখলা বিধানের জন্য তাঁর ঘোষিত চিরন্তন মূলনীতি হ'ল, বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করা। যেমন তিনি বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের হক বুঝে না'। তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, شَرَفَ كَبِيرِنَا যে আমাদের বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২৮] তিনি বলেন, বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের বাহক অর্থাৎ হাফেয-ক্বারী ও তাফসীরকারকে সম্মান করা, যিনি তার হক আদায়ে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি করেন না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা, আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত'।[২৯]

তিনি বলেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি রয়েছে পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে'।[৩০] জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কার প্রতি সর্বাধিক সুন্দর আচরণ করব? তিনি বললেন, তোমার মায়ের প্রতি (৩ বার)। অতঃপর বললেন, তোমার পিতার প্রতি। অতঃপর নিকটতমদের প্রতি পর্যায়ক্রমে'।[৩১] তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ আমি রহমান। আমি 'রেহম'

---

২৩. *হাকেম হা/২৬৪০।*
২৪. *হাকেম ৩/২৬২; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৬।*
২৫. *শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে' হা/২০৮৫।*
২৬. *তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৯।*
২৭. *মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*
২৮. *আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯২৩।*
২৯. *আবুদাঊদ হা/৪৮৪৩; মিশকাত হা/৪৯৭২।*
৩০. *তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭।*
৩১. *তিরমিযী, আবুদাঊদ; মিশকাত হা/৪৯২৯।*

(মাতৃগর্ভ) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নামকরণ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সংযুক্ত রাখবে আমি তাকে (আমার রহমতের মধ্যে) যুক্ত করে নেব। আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে, আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব'।[৩২] তিনি বলেন, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩৩]

উপরের হাদীছগুলি পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট একটি পরিবারের পরস্পরে শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আর পরিবার হ'ল সমাজের প্রাথমিক ইউনিট। পরিবার যদি সুন্দর হয়, সমাজ সুন্দর হবে। আর পরিবার নষ্ট হলে সমাজ নষ্ট হয়। অতএব বিয়ে-শাদী করার সময় অবশ্যই প্রথমে উত্তম পরিবার দেখতে হবে।

৬. সন্তান পালন :

উত্তম পরিবারের অন্যতম প্রধান নিদর্শন হ'ল উত্তম সন্তানাদি। এদের মাধ্যমেই পরিবারের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। পরিবারের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়। তাই সন্তানকে শিশুকাল থেকেই ইসলামী কৃষ্টি-কালচার অনুযায়ী গড়ে তোলা পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উপর অপরিহার্য দায়িত্ব। বন্ধুকে দেখে যেমন রন্ধ্রকে চেনা যায়। তেমনি সন্তানকে দেখে বাপ-মাকে চেনা যায়। অতএব এ বিষয়ে পিতা-মাতা যেমন সজাগ হবেন, সন্তানদেরও তেমনি সজাগ থাকতে হবে। যেন নিজেদের কোন ভুলের জন্য বাপ-মা ও বংশের বদনাম না হয়। পরিবারে একজন বদনামগ্রস্ত হলে পুরা পরিবার ও বংশ বদনামগ্রস্ত হয়। এই বদনাম যুগ যুগ ধরে চলে। যার অভিশাপ পোহাতে হয় পরবর্তী বংশধরগণকে। একজনের অন্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সকলে। সেকারণ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে উত্তম পরিবার গড়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। অবশ্য আল্লাহ্র বিধান মানতে গিয়ে পারিবারিক রসম বর্জন করায় কোন বদনাম নেই। বরং সেটাই সুনাম। কিন্তু অনেকে এটা বুঝতে পারে না। বরং বাপ-দাদা ও পারিবারিক রেওয়াজের দোহাই দিয়ে কুফর এবং শিরক ও বিদ'আতের পাপে ডুবে থাকে। এতে তাদের ইহকাল রক্ষা হলেও পরকাল ধ্বংস হয়।

আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا– الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا– أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا 'তুমি বল, আমি কি তোমাদের খবর দিব ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে'? 'পার্থিব জীবনে যাদের সকল কর্ম নিস্ফল হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সৎকর্ম করেছে'। 'ওরা হ'ল তারাই, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহ ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সকল কর্ম বরবাদ হয়েছে। অতএব আমরা ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য মীযানের পাল্লা খাড়া করব না' *(কাহফ ১৮/১০৩-০৫)*।

পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হ'ল সন্তান। সন্তানকে শিশু অবস্থায় গড়ে না তুললে বড় অবস্থায় খুব কমই ফেরানো যায়। এজন্যই ইসলামের বিধান, مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ছালাতের নির্দেশ দাও। দশ বছর বয়সে এজন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও'।[৩৪]

কেবল শিশুরাই নয়, বরং পরিবারের সবাই যেন নিয়মিত ছালাতে অভ্যস্ত হয়, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى 'তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং এর উপর তুমি নিজে অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রিযিক চাই না। বরং আমরাই তোমাকে রিযিক দিয়ে থাকি। আর শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অর্থ-সম্পদে ধনী হওয়ার চাইতে আল্লাহভীরুতায় ধনী হওয়াটাই আল্লাহ্র কাম্য। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে রয়েছে মানবতার সর্বোচ্চ মর্যাদা। নইলে ধন-সম্পদ তো চোর-গুণ্ডাদেরই বেশী। কিন্তু সমাজে তাদের মর্যাদা কোথায়?

অন্যকে দেখে শেখা : এটি পরিষ্কার যে, পরিবার প্রধানকেই আদর্শবান ও কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হয়। নইলে সন্তান ছন্নছাড়া হয়ে যায়। পরিণামে পিতাই লজ্জিত হন বেশী। কিন্তু সন্তান যখন বড় হয়ে যায় তখন তাকে সর্বদা হাতে-নাতে সবকিছু শিখানো কর্মব্যস্ত পিতা-মাতার পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় তাদের অনেক কিছু দেখে শিখতে হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَالشَّقِىُّ مَنْ شَقِىَ فِى بَطْنِ أُمِّهِ– 'সৌভাগ্যবান সেই, যে অন্যের উপদেশ গ্রহণ করে এবং হতভাগা সেই যে মায়ের পেট থেকে হতভাগা হয়ে ভূমিষ্ট হয়'।[৩৫] লোকমান নবী ছিলেন না। অথচ নির্বোধদের দেখেই তিনি সংযত হন ও সেই প্রজ্ঞা থেকেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হন। কুরআনে তার নামে একটি সূরা নাযিল হয়। যেখানে সন্তানদের প্রতি লোকমানের মূল্যবান উপদেশসমূহ বর্ণিত হয়েছে *(লোকমান ৩১/১৩-১৯)*।

মনে রাখতে হবে, সন্তানের আক্বীদা ও আচরণের ভিত শিশুকালেই গড়ে দিতে হবে। নইলে একটি শিশুর আক্বীদা বিনষ্ট করা তাকে জীবন্ত হত্যা করার চাইতে বড় পাপ। তাই শিশুকালে সঠিক আক্বীদার ভিত একবার মযবুত হয়ে গেলে বয়সকালে সাধারণতঃ সে বিভ্রান্ত হয় না।

---

৩২. *আবুদাঊদ; তিরমিযী; মিশকাত হা/৪৯৩০।*
৩৩. *বুখারী হা/৫৯৮৪, মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২।*
৩৪. *আবুদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২।*
৩৫. *মুসলিম হা/২৬৪৫।*

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এযুগে শিক্ষার জন্য সন্তানকে বাড়ী থেকে বের করতেই হয়। তাই সুশিক্ষা ও সুন্দর লালন-পালনের মুখ্য দায়িত্ব পড়ে যায় মূলতঃ শিক্ষকদের উপর। সেই সাথে চাই উন্নত আবাসিক পরিবেশ। সেজন্য উচ্চমানের শিক্ষক ও মানুষ তৈরীর উপযোগী উত্তম পরিবেশে সন্তানকে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা অভিভাবকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

শিক্ষার বিষয়বস্তু যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সন্তানের বন্ধু কারা, সেদিকেও দৃষ্টি রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيله فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত কার সাথে বন্ধুত্ব করবে'।[৩৬] তিনি বলেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىٌّ 'ঈমানদার ব্যতীত কাউকে সাথী বানিয়ো না। আর আল্লাহভীরু ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়'।[৩৭]

মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি ত্বরাফাহ আল-বিকরী বলেন,

عَنِ الْمَرْءِ لاَ تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ + فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِيْ

'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং তার বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কেননা প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর অনুসরণ করে থাকে'।[৩৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচাতো ভাই কিশোর বালক আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে স্বীয় বাহনের পিছনে বসিয়ে (চলার পথে) উপদেশ দেন, হে বৎস! আল্লাহ্র বিধান সমূহের হেফাযত কর তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহ্র বিধানের হেফাযত কর, তুমি সর্বদা তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। তুমি কিছু চাইলে আল্লাহ্র কাছে চাইবে। সাহায্য চাইলে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ, যদি পুরা সৃষ্টিজগত একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবুও তারা আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি সমস্ত সৃষ্টিজগত একত্রিত হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবুও তারা আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাক্বদীর লিপিবদ্ধ হওয়ার পর কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং দফতরসমূহ শুকিয়ে গেছে (অর্থাৎ তাক্বদীর পরিবর্তন হবে না)।[৩৯]

উক্ত উপদেশের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বালক ইবনু আব্বাসকে আল্লাহ্র বিধান মান্য করা, সর্বাবস্থায় তার সাহায্য কামনা করা এবং তাক্বদীর বিষয়ে সুস্পষ্ট শিক্ষা প্রদান করেছেন। যাতে এর ফলে ঐ বালক তার বাকী জীবনে শয়তানের গোলামী হ'তে মুক্ত থাকে। *আলহামদুলিল্লাহ!* ঐ বালকটিই পরবর্তীকালে হয়েছিলেন সর্বাধিক বিজ্ঞ মুফাসসিরে কুরআন যাঁকে ছাহাবীগণের মধ্যে রঈসুল মুফাসসেরীন বা কুরআন ব্যাখ্যাকারদের নেতা বলে অভিহিত করা হয়। অতএব আসুন! আমরা উত্তম সন্তান ও পরিবার গড়ার মাধ্যমে উত্তম সমাজ গড়ায় সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

৩৬. *তিরমিযী হা/২৩৭৮; আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯।*
৩৭. *তিরমিযী হা/২৩৯৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৮।*
৩৮. *দীওয়ানে ত্বরাফাহ পৃঃ ২০।*
৩৯. *তিরমিযী হা/২৫১৬; আহমাদ, মিশকাত হা/৫৩০২।*

হাদীছের অনুবাদ ও ভাষ্য প্রণয়নে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে (প্রবন্ধে) কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীরে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকার কথা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন হাদীছে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকার কথা আলোচনা করছি। তবে তার পূর্বে কিছু যরূরী কথা লক্ষণীয়।

উপমহাদেশের অগণিত আলেম সবিশেষ গুরুত্বের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের খিদমত করেছেন এবং করছেন। কেউ দরস-তাদরীসের (পাঠদান) মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনের দৃঢ় সংকল্প করেছেন। কেউ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী লিপিবদ্ধ করার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। কেউ কোন গ্রন্থের উর্দূ বা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ করা আবশ্যক মনে করেছেন। কেউ হাদীছের তাখরীজকে গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করেছেন এবং কেউ হাদীছের প্রকার সমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীছের খিদমতের এ পদ্ধতি সমূহ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। বিশেষত আহলেহাদীছ আলেমগণ এই মর্যাদাপূর্ণ কাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং তাদের প্রচেষ্টার বদৌলতে হাদীছের জ্ঞান সমূহের প্রচার-প্রসারের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। অতঃপর পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, এ ব্যাপারে তাদের দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার কারণে এটি একটি বিশাল বড় আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। শায়খ মুহাম্মাদ মুনীর দামেশকী যাকে ‘একটি বড় পুনর্জাগরণ’ (نهضة عظيمة) বলে বর্ণনা করছেন। আর এর বর্ণনা দিতে গিয়ে হিজরী চতুর্দশ শতকের মিসরের খ্যাতিমান গ্রন্থকার ও মুহাক্কিক আল্লামা রশীদ রিযা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন-

لولا عناية إخواننا علماء الهند فى هذا العصر لقضى عليها بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعف فى مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف فى أوائل هذا القرن الرابع عشر.

‘যদি এই যুগে আমাদের ভারতীয় আহলেহাদীছ ভাইগণ হাদীছের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিতেন, তাহলে প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে যেত। কারণ হিজরী দশম শতক থেকেই মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও হিজাযে উহার চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল এবং চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে তা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল’।[৪০]

সত্যের স্বীকৃতি :

উপমহাদেশের আলেমগণ হাদীছের প্রচার ও প্রসারের জন্য যে সীমাহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, আল্লামা রশীদ রিযা ছাড়াও আরব বিশ্বের আরো অনেক মুহাক্কিক আলেম তার বর্ণনা দিয়েছেন। খোদ ভারতের প্রসিদ্ধ হানাফী আলেম মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, এই বিষয়ে মৌলিক কাজ আহলেহাদীছ আলেমগণই করেছেন। মাওলানা বলছেন- ‘এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, দ্বীনের মৌলিক উৎস সমূহের (কুরআন ও হাদীছ) দিকে ভারতীয় হানাফী মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনে আহলেহাদীছ ও গায়ের মুক্বাল্লিদদের আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। সাধারণ জনগণ গায়ের মুক্বাল্লিদ হয়নি বটে, তবে গোঁড়া তাক্বলীদ ও অন্ধ অনুকরণের ভেল্কিবাজি অবশ্যই ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে’।[৪১]

হানাফী জামা'আতেরই একজন বুযুর্গ মাওলানা সাইয়িদ রশীদ আহমাদ আরশাদের ‘হিন্দ ও পাকিস্তান মেঁ ইলমে হাদীছ’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ মাসিক ‘আল-বালাগ’-এ (করাচী) প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখছেন- ‘শেষ যামানায় হাদীছের পাঠদান ও প্রচার-প্রসারের ফলে ভারতবর্ষে আহলেহাদীছ নামে একটি ফের্কা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যারা ইমামদের তাক্বলীদ করার বিরোধিতা করত। এর ফলে হানাফী আলেমদের মধ্যেও হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তারা ফিকহী মাসআলাগুলোকে হাদীছের আলোকে প্রমাণ করার প্রতি মনোযোগী হয়। এভাবে এই ফের্কার অস্তিত্ব ইলমে হাদীছের অগ্রগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়’।[৪২]

এই লাইনগুলোতে প্রবন্ধকার মাযহাবী গোঁড়ামিবশত আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের যে বিষাক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাতো একেবারেই সুস্পষ্ট। আমরা এখন এর প্রতিবাদ করতে চাচ্ছি না। এখানে শুধু এটা পেশ করা উদ্দেশ্য যে, আহলেহাদীছদের কঠিন বিরোধিতাকারীও এই সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণই নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছের প্রকৃত মুবাল্লিগ। হানাফীরা আহলেহাদীছদেরকে দেখে এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয় এবং এটাও স্রেফ কাটছাঁট করে হাদীছ থেকে নিজেদের কতিপয় ফিকহী মাসআলা প্রমাণ করার জন্য। মাশাআল্লাহ তারা এই কল্যাণকর কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

আহলেহাদীছ কোন ফের্কা নয় :

ঘটনাসমূহের আলোকে যদি দেখা যায় তাহলে আহলেহাদীছ ভারতবর্ষে সৃষ্ট কোন ফের্কা নয়। বরং ইসলামের ইতিহাস আমাদেরকে অবগত করে যে, এই ভূখণ্ডের লোকজন হিজরী প্রথম শতকেই ইসলামের সাথে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশ সমূহের সংবাদ পেতে শুরু করেছিল। কারণ হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর কল্যাণকর যুগে (১৫ হিঃ) এই ভূখণ্ডে ছাহাবায়ে কেরামের

** পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৪০. মিফতাহু কুনূযিস সুন্নাহ-এর ভূমিকা (লাহোর : সুহাইল একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৭ খ্রিঃ)।

৪১. মাসিক ‘বুরহান’, দিল্লী, আগস্ট ১৯৮৫।

৪২. মাসিক ‘আল-বালাগ’, করাচী, যিলহজ্জ ১৩৮৭ হিঃ।

আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের শুভাগমনও এখানে হয়েছিল। এই পুণ্যবান জামা'আতের মর্যাদাবান সদস্যগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ নিজেদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা এখানে যার তাবলীগ করেন এবং এই ভূখণ্ডের বাসিন্দারা সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বহু জায়গায় 'ক্বালাল্লাহ' ও 'ক্বালার রাসূল' (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছ)-এর মর্মস্পর্শী ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে শুরু করে। কিন্তু বর্তমান যুগের ন্যায় ঐ সময় জনবসতি এত নিকটে ছিল না এবং মানুষজনের মধ্যে যোগাযোগও ছিল না। মনুষ্যবসতির পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ এবং লোকজন পরস্পর থেকে দূর-দূরান্তে বসবাস করত। লেখালেখির কোন উল্লেখযোগ্য মাধ্যম ছিল না এবং সেই সময় এই অঞ্চল সমূহে গ্রন্থ রচনারও কোন প্রচলন ছিল না। মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং কোথাও ছাপাখানার চিহ্ন পাওয়া যেত না। লেখাপড়া এবং হাদীছের পাঠ গ্রহণ ও প্রদানের পরিধি খুবই সংকীর্ণ ছিল। তবে যতটুকু ছিল তা ছিল প্রভাব বিস্তারকারী এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে শুরু করে।

হাদীছ প্রসারের ঢেউ :

হিজরী তের ও চৌদ্দ শতকে সারা পৃথিবীতে উন্নতি-অগ্রগতির ঢেউ উঠে এবং শিক্ষার প্রচলনও ব্যাপক হয়। বিপুলসংখ্যক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, গ্রন্থ রচনার জন্য পরিবেশ অনুকূল হয়, প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রন্থসমূহের প্রকাশনাও ব্যাপক হওয়া শুরু করে। উপমহাদেশের মানুষদের উপরও এর প্রভাব পড়ে এবং নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তারা কাজে নিমগ্ন হয়। এই সময়ে (হিজরী দ্বাদশ শতক) শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর প্রচার ও লেখনীর মহোদ্যম প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতঃপর তাঁর সম্মানিত পুত্রগণ (শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ, শাহ রফীউদ্দীন ও শাহ আব্দুল কাদের) ও এঁদের ছাত্রদের পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার খিদমতের এক সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, মাওলানা শামসুল হক ডিয়ানবী আযীমাবাদী, মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, মাওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম আরাভী, হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী, সাইয়িদ আব্দুল জাব্বার গযনভী, মাওলানা হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী এবং অন্যান্য অসংখ্য উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম এই সোনালী-পরম্পরার উজ্জ্বল মুক্তাদানায় পরিণত হন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন! ভূমিকামূলক এসব কথার পর সামনে চলুন!

ইলমে হাদীছে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর খিদমত :

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী কুরআন সম্পর্কে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ তা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে (প্রবন্ধে) অবগত হয়েছেন। অবস্থানুযায়ী স্বীয় যুগে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছেরও তিনি সীমাহীন খিদমত করেছেন। হিজাযের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিকট তিনি হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান সমূহে গভীর পাণ্ডিত্য হাছিল করেন। এরপর ভারতে ফিরে এসে এই মৌলিক জ্ঞানকে অধিকতর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। ইতিপূর্বে উপমহাদেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলত ইলমে হাদীছের খুব একটা বেশী প্রচলন ছিল না। এজন্য তিনি এই জ্ঞানের (হাদীছ) প্রচার-প্রসারকে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। এর জন্য তিনি পাঠদান ও গ্রন্থ রচনা উভয় খিদমতই আঞ্জাম দেন।

লেখনীর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান হল তিনি মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেকের দু'টি শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। এটি হাদীছের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। এর বিন্যাস ও রচনাশৈলী দ্বারা শাহ ছাহেব খুবই প্রভাবিত ছিলেন। তিনি এটিকে হাদীছের মূল ও ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করতেন। এজন্য তিনি 'আল-মুছাফফা' (المصفّى) নামে এর আরবী শরাহ লেখেন। ঐ সময় ভারতবর্ষে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলোতে ফার্সী ভাষার প্রচলন বেশী থাকায় তিনি ফার্সীতেও এর একটি শরাহ লিখেন। তিনি এর নামকরণ করেন 'আল-মুসাওয়া' (المسوّى)।

তাছাড়া ছহীহ বুখারীর অধ্যায় শিরোনামের ব্যাখ্যা সম্বলিত 'শারহু তারাজুমি আবওয়াবি ছহীহিল বুখারী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' লিপিবদ্ধ করেন। যেটি শরী'আতের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ইসলামী বিধি-বিধান সমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি বড় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বৃহদাংশ বিষয় হাদীছের উপর ভিত্তিশীল। এটি অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, শাহ ছাহেব ইলমে হাদীছে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি উপমহাদেশে ইলমে হাদীছের এমন খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, ইতিপূর্বে এই ভূখণ্ডের কোন আলেমের কল্পনাতেও কখনো যা আসেনি।

লেখনী ছাড়া এই ভূখণ্ডে শাহ ছাহেব পাঠদানেরও এক ব্যাপক সিলসিলা জারি করেছিলেন। অসংখ্য জ্ঞানান্বেষী তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করে। অতঃপর এই পরম্পরা সামনে এগুতে থাকে এবং এখনও এগুচ্ছে। ইনশাআল্লাহ এগুতে থাকবে। এর প্রভাব উপমহাদেশের সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য দেশসমূহেও গিয়ে পৌঁছে। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মানুষ এখানে আসে এবং এই দেশের বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীছ পড়ে।

শাহ ছাহেবের সম্মানিত পুত্রগণ :

শাহ অলিউল্লাহর পরে তাঁর সম্মানিত পুত্রগণও পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইলমে হাদীছের প্রসারের জন্য সীমাহীন প্রচেষ্টা চালান। শাহ আব্দুল আযীয ফার্সী ভাষায় 'বুসতানুল মুহাদ্দিছীন' নামে মুহাদ্দিছগণের জীবনী সম্বলিত একটি গ্রন্থ লিখেন। এর পূর্বে এই বিষয়ে ভারতবর্ষে কোন ভাষাতেই কোন গ্রন্থ ছিল না। তিনি আরো অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই চার ভাই (শাহ আব্দুল আযীয, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ আব্দুল গণী) পাঠদানের মাধ্যমেও লোকজনের অনেক উপকার সাধন করেছেন।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান :

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে (প্রবন্ধে) সংক্ষিপ্তাকারে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের কুরআনী খিদমত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। হাদীছ সম্পর্কে আরবী, ফার্সী, উর্দূ তিন ভাষাতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাদীছ সম্পর্কে আরবীতে তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ হ'ল:-

১. আওনুল বারী লিহাল্লি আদিল্লাতিল বুখারী ২. আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ফী কাশফি মাতালিবি মুসলিম বিন হাজ্জাজ ৩. ফাতহুল আল্লাম শারহু বুলূগুল মারাম ৪. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ ৫. আর-রাওযুল বাসসাম মিন তারজামাতি বুলূগুল মারাম ও মুওয়াল্লিফিহিল ইমাম ৬. নুযুলুল আবরার বিল ইলমিল মা'ছূর ফিল আদ'ইয়্যাহ ওয়াল আযকার ৭. আর-রহমাতুল মুহদাত ইলা মাইঁ য়ুরীদু যিয়াদাতাল ইলম আলা আহাদীছিল মিশকাত ৮. আল-ইবরাতু বিমা জাআ ফিল গাযবি ওয়াশ শাহাদাতি ওয়াল হিজরাহ। এসব গ্রন্থ ছাড়াও আরবীতে এ বিষয়ে তাঁর রচনাবলী রয়েছে।

ফার্সীতে নওয়াব ছাহেবের হাদীছ সম্পর্কিত কতিপয় গ্রন্থ হ'ল : ১. সিলসিলাতুল আসজাদ ফী মাশায়িখিস সিন্দ ২. মিসকুল খিতাম শারহু বুলূগুল মারাম ৩. মানহাজুল উছূল ইলা ইছতিলাহি আহাদীছির রাসূল ৪. মাওয়াইদুল আওয়াইদ মিন উয়ূনিল আখবার ওয়াল ফাওয়াইদ।

এখন হাদীছ সম্পর্কে উর্দূতে রচিত নওয়াব ছাহেবের কতিপয় গ্রন্থের নাম পড়ুন! ১. বুগয়াতুল কারী ফী তারজামাতি ছুলাছিয়্যাতিল বুখারী ২. ইত্তিবাউল হাসানাহ ফী জুমলাতি আইয়্যামিস সানাহ ৩. তামীমাতুছ ছাবী ফী তারজামাতি আহাদীছিন নবী ৪. তাওফীকুল বারী লিতারজামাতিল আদাব আল-মুফরাদ লিল-বুখারী ৫. গুনইয়াতুল কারী ফী তারজামাতি ছুলাছিয়্যাতিল বুখারী ৬. মাহাসিনুল আ'মাল ৭. যূউশ শামস ফী শারহি হাদীছি বুনিয়াল ইসলামু আলা খামস। উর্দূতে হাদীছ বিষয়ে তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক গুণে গুণান্বিত করেছিলেন।

হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী লিখিত হাশিয়া সমূহ :

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে (প্রবন্ধে) হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীকৃত কুরআনের ফার্সী ও পাঞ্জাবী অনুবাদ এবং 'তাফসীরে মুহাম্মাদী'র বর্ণনা এসে গেছে। হাফেয ছাহেব আরবীতে সুনানে আবুদাঊদ ও মিশকাতের হাশিয়া লিখেছেন। তিনিই ছিলেন প্রথম পাঞ্জাবী আলেম, যিনি আরবীতে এই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী যখন আবুদাঊদের ভাষ্য 'আওনুল মা'বূদ' লিখছিলেন, তখন তিনি হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীকৃত আবুদাঊদের হাশিয়া দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন। এর অর্থ হল তিনি মাওলানা আযীমাবাদীর পূর্বে এই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ১২৭১ হিজরীতে তিনি আবুদাঊদের হাশিয়া লিখেন এবং ১২৭২ হিজরীতে তা মুদ্রিত হয়। মিশকাতের হাশিয়া লিখেন ১২৭২ হিজরীতে, যা ঐ বছরই প্রকাশিত হয়। এর মানে হল উপমহাদেশের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলোতে হাফেয ছাহেবের গবেষণাপূর্ণ লেখনীগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হত।

গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় গযনভী আলেমদের খিদমত :

সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী[৪৩] উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ১২৩০ হিজরীতে (১৮১৫ খ্রিঃ) আফগানিস্তানের গযনী যেলার 'বাহাদুর খায়ল' দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় যুগের খ্যাতনামা আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। দিল্লী গিয়ে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে ছহীহ বুখারী পড়েন। অত্যন্ত মুত্তাক্বী আলেম এবং নিজ জন্মভূমি আফগানিস্তানে তাওহীদ ও সুন্নাতের অনেক বড় মুবাল্লিগ ছিলেন। বিদ'আত ও শিরকী রসম-রেওয়াজের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আফগানিস্তানের দুষ্ট আলেমগণ এই মৌলিক বিষয়ে তাঁর কঠিন বিরোধিতা করে এবং তদানীন্তন সরকারকে বলে যে, এই ব্যক্তি দেশে ফিতনা ছড়াচ্ছে। এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হোক। সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে কঠিনভাবে প্রহার করে এবং তিনপুত্র মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ গযনভী, মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল্লাহ ও মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল জাব্বার গযনভী সহ তাঁকে জেলখানায় বন্দী করে।[৪৪]

কঠিনতম শাস্তি প্রদানের পর আফগানিস্তান সরকার সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। দেশ থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর এই পুণ্যবান লোকগুলো বিভিন্ন স্থান ঘুরেফিরে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে পৌঁছেন এবং সেখানে তাঁরা মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি 'মাদরাসা গযনভিয়াহ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কুরআন-হাদীছ সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন এবং পুরনো গ্রন্থগুলো প্রকাশও করেন। যার মধ্যে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের গ্রন্থগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হাদীছ সম্পর্কিত অসংখ্য গ্রন্থ এঁদেরই প্রচেষ্টায় প্রথমবারের মতো প্রকাশনার মুখ দেখে। সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী ১২৯৮ হিজরীর ১৫ই রবীউল আওয়াল (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮১ খ্রিঃ) অমৃতসরে মৃত্যুবরণ করেন।

নিম্নে এই পরিবারের আলেমদের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় খিদমতের বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে। যার মধ্যে কুরআনী খিদমতও শামিল রয়েছে। তাঁদের সব খিদমতকে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে।

যখন সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে ভারতে আসেন, তখন তার ১২ পুত্র ও ১৫ কন্যা ছিল। এক ছেলের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। হিজরতের সময় এদের অধিকাংশই তাঁর সহযাত্রী হয়ে এখানে আসে। এখানকার আবহাওয়া কারো কারো অনুকূলে হয়নি বিধায় তারা এদেশে আসার পর খুব বেশী দিন বাঁচেনি। এঁরা সকলেই কুরআন ও

৪৩. মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০১৪, পৃঃ ৬৩-৬৬।-অনুবাদক

৪৪. সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর এক ছেলের নামও ছিল আব্দুল্লাহ। সরকার তাকেও পিতার সাথে বন্দী করেছিল।

হাদীছে অভিজ্ঞ আলেম, মুবাল্লিগ ও শিক্ষক ছিলেন। এঁদের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনাগত খিদমতের তালিকা নিম্নরূপ:

১. তাফসীরে জামেউল বায়ান মা'আ হাশিয়া জামেউল বায়ান : এটি (জামেউল বায়ান ওরফে তাফসীরে তাবারী) কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ এবং আলেমদের মধ্যে প্রচলিত তাফসীর। মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর জ্যেষ্ঠপুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ গযনভী এর হাশিয়া লিখেন। মাওলানা মুহাম্মাদ গযনভীর হাশিয়া সহ এই তাফসীরটি ১৮৯২ সালে দিল্লীর ফারূকী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই তাফসীরের সাথে নিম্নোক্ত তেরটি গ্রন্থের সারনির্যাস প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয় :

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর ইকলীল ফী ইসতিমবাতিত তানযীল ও মুফহিমাতুল আকরান ফী মুবহামাতিল কুরআন, ইমাম ইবনু তাইমিয়ার তাফসীর সূরাতুন নূর, ফাওয়াইদ শারীফিয়্যাহ, ফুতয়া ফী মাসআলাতি কালামিল্লাহি তা'আলা, রিসালাহ ফিল কুরআন, কাইদাহ ফিল কুরআন, তাফসীর সম্পর্কিত বিভিন্ন ফায়েদা সংবলিত গ্রন্থ 'ফাওয়াইদ শাত্তা', খাতিমাতুত তাবইল মুশতামালাহ আলাল ফাওয়াইদ আল-মুবহামাহ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের কিতাবুর রাদ্দ আলাল জাহমিয়্যাহ, শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর আল-ফাওযুল কাবীর ফী উছূলিত তাফসীর, আহাদীছুত তাওহীদ ওয়া রাদ্দুশ শিরক ও আসবাবুল ইহতিরায মিনাশ শায়তান।

২. হামায়েলে গযনভিয়াহ : এটা ঐ গযনভী হামায়েল (ছোট কুরআন শরীফ), যার অনুবাদ ও টীকা নওয়াব ওয়াহীদুয্যামান খান লিখিত। এটি মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর পৌত্র এবং মাওলানা মুহাম্মাদ গযনভীর পুত্র মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

৩. হামায়েলে গযনভিয়াহ : এটি ঐ গযনভী হামায়েল, যার অনুবাদ শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী এবং হাশিয়া মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভীকৃত। এটি সর্বপ্রথম মাওলানা আব্দুল গফুর বিন মাওলানা মুহাম্মাদ গযনভী অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন এবং তারপর কয়েকবার প্রকাশিত হয়। কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি দারুণ প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখন এটা দুষ্প্রাপ্য।

৪. মুছাফফা মা'আ মুসাওয়া : এই গ্রন্থ দু'টি শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী রচিত মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেকের দু'টি ভাষ্য। মুসাওয়া ফার্সীতে এবং মুছাফফা আরবীতে রচিত। এই দু'টি শরাহ একসাথে প্রথমবার মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ গযনভী দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন।

৫. কাশফুল মুগাত্তা : এটি নওয়াব ওয়াহীদুয্যামান খানকৃত মুওয়াত্ত্বা মালেকের উর্দূ অনুবাদ। প্রথমবারের মতো এটি মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ গযনভী দিল্লীর মুর্তাযাবী প্রেস থেকে প্রকাশ করেন।

৬. রিয়াযুছ ছালেহীন : সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর ইঙ্গিতে এটি প্রথমবারের মতো লাহোর থেকে প্রকাশিত হয় এবং এর উর্দূ অনুবাদ করেন তাঁর শিষ্য মাওলানা আহমাদুদ্দীন কুমাবী। 'কুম' লুধিয়ানা যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব) একটি গ্রাম। এটি রিয়াযুছ ছালেহীনের প্রথম উর্দূ অনুবাদ।

৭. মাশারিকুল আনওয়ার[৪৫] : এটি ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী লাহোরীকৃত (মৃঃ ৬৫০ হিঃ) হাদীছের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কোন এক সময় এটি পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। 'তুহফাতুল আখয়ার'-এর অনুবাদ সহ এটি সর্বপ্রথম গযনভী আলেমগণ প্রকাশ করেন।

৮. ইকাযু হিমামি উলিল আবছার : এই গ্রন্থটি তাক্বলীদের বিরুদ্ধে রচিত। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর ইঙ্গিতে মিয়াঁ আব্দুল আযীয বারএটল'র পিতা মৌলভী ইলাহী বখশ উকিলের (মৃঃ ১৭ই রামাযান ১৩৩৮ হিঃ/৫ই জুন ১৯২০ খ্রিঃ) অর্থায়নে প্রথমবার লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৯. তরজমা মিশকাতুল মাছাবীহ : মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী মিশকাতের উর্দূ অনুবাদ করেন। এটি কয়েকবার প্রকাশিত হয় এবং খুব গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

১০. নুছরাতুল বারী : মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী 'নুছরাতুল বারী' নামে হাশিয়া সহ ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ শুরু করেছিলেন। মাত্র ৮ পারা সমাপ্ত হয়েছিল।

১১. ইন'আমুল মুন'ঈম : মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী 'ইন'আমুল মুন'ঈম' নামে ছহীহ মুসলিমের উর্দূ অনুবাদ শুরু করেছিলেন। এর শুধুমাত্র ১ পারা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ অনুবাদ হয়েছিল কি-না তা জানা যায়নি।

১২. ইজতিমাউল জুয়ূশ আল-ইসলামিয়্যাহ আলা গাযবিল মু'আত্তালাত আল-জাহমিয়্যাহ : এটি ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের রচনা। প্রথমবার মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

১৩. রিসালাতুল হাকীকাতি ওয়াল মাজায : এটি ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ছোট্ট পুস্তিকা। যেটি প্রথমবার মাওলানা আব্দুল গফুর ও মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রকাশ করেন।

১৪. জালাউল আফহাম ফিছ-ছালাতি ওয়াস সালাম আলা খায়রিল আনাম : এটি ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রচিত। মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস বিন মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর প্রচেষ্টায় মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবার আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

১৫. শারহু হাদীছিন নুযূল : এটি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রচিত। মাওলানা আবদুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে এটি প্রথমবার প্রকাশ করেন।

---

৪৫. ফিকহী বিষয় ভিত্তিক এই হাদীছ গ্রন্থটি ৭ম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে দিল্লীতে আসে। মুহাম্মাদ তুগলকের সময়ে (৭২৫-৫২ হিঃ/১৩২৫-৫১ খ্রিঃ) দিল্লীতে এর একটি মাত্র কপি মওজুদ ছিল। সুলতান তার রাজকর্মচারীদের পবিত্র কুরআন ও এই গ্রন্থটি স্পর্শ করে আনুগত্যের শপথ নিতেন। ড. মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন, 'তৎকালীন সময়ে ফিকহের জালে আবদ্ধ হিন্দুস্থান ও মধ্য এশিয়ায় এই কিতাবখানিই মাত্র ইলমে হাদীছের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল' (দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ২৩১ ও ২২৫)।-অনুবাদক

১৬. শারহু খামসীন : ইবনু রজব হাম্বলীর রচনা। মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবার অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

১৭. তুহফাতুল ইরাকিয়্যাহ ফিল আ'মাল আল-ক্বালবিয়্যাহ : ইমাম ইবনু তাইমিয়ার রচনা। মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবার অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

১৮. ফাতাওয়া আল-হামাবিয়্যাহ : এটির রচয়িতাও ইমাম ইবনু তাইমিয়া। এটিও প্রথমবার অমৃতসর থেকে মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রকাশ করেন।

১৯. মাজমূ'আতুল বায়ান আল-মুবদী লিশানাআতিল কাওল আল-মুজদী : আল্লামা সুলায়মান বিন সাহমান নাজদী এর রচয়িতা। এটিও মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবারের মতো অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

২০. মাজমূ'আতুত তাওহীদ আন-নাজদিয়্যাহ ওয়া মাজমূ'আতুল হাদীছ আন-নাজদিয়্যাহ : এটিও গযনভী আলেমগণ প্রথমবারের মতো দিল্লীর আনছারী প্রেস থেকে প্রকাশ করেন।

২১. ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবুত তাওহীদ : এই গ্রন্থটি মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবার প্রকাশ করেন।

২২. ফাতহুল হামীদ শারহু কিতাবুত তাওহীদ : এই গ্রন্থটি মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভীর ব্যবস্থাপনায় প্রথমবারের মতো আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে প্রকাশিত হয়।

২৩. ইছবাতু উলুব্বির রাব্ব ওয়া মুবায়ানাতুহু আনিল খালক : এটি মাওলানা আব্দুল জাব্বার গযনভীর আরবী রচনা।

২৪. ইছবাতুল ইলহাম ওয়াল বায়'আহ : এটিও মাওলানা আব্দুল জাব্বার রচিত উর্দূ গ্রন্থ।

২৫. ই'আনাতুল মিল্লাতিল ইসলামিয়্যাহ : কাফেরদের অধীনে চাকুরী করা নাজায়েয সম্পর্কিত মাওলানা আব্দুল জাব্বার গযনভী রচিত উর্দূ পুস্তিকা।

২৬. মা'আরিজুল উছূল বিআন্নাল উছূল ওয়াল ফুরূ বায়নাহার রাসূল : এটি মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ গযনভী রচিত পুস্তিকা।

২৭. দারেমীর হাশিয়া : মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর যোগ্য পুত্র মাওলানা আব্দুর রহীম গযনভী হাদীছের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুনানে দারেমীর আরবী হাশিয়া (পাদটীকা) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় হল এটি হারিয়ে গেছে। এর শেষ খণ্ডটির পাণ্ডুলিপি মওজুদ ছিল। এখন কারও নিকট আছে কি-না তা জানা যায়নি।

কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কিত এই ২৭টি গ্রন্থ গযনভী পরিবারের আলেমগণ লিখেছেন বা তাঁদের প্রচেষ্টায় প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়েছে। এটি দ্বীনের অনেক বড় খিদমত, যা নিজেদের যুগে উক্ত আলেমগণ করেছিলেন।

সঊদী সরকারের সাথে সম্পর্ক :

এখানে এটা উল্লেখ করা সম্ভবত সংগত হবে যে, গযনভী পরিবারের আলেমদের সঊদী শাসকদের সাথেও সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, কোন এক সময়ে ব্যবসায়িক কারণে সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর দুই পুত্রের (মাওলানা আব্দুর রহীম গযনভী ও মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ গযনভী) আরবের কিছু এলাকায় যাতায়াত ছিল। এই সূত্রে একবার তারা কুয়েত গেলে সেখানে নাজদ ও হিজাযের শাসক সুলতান আব্দুর রহমান ও তাঁর সম্মানিত পুত্র সুলতান আব্দুল আযীয বিন সঊদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। ঐ সময় এই দুই পিতা-পুত্র কুয়েতে অবস্থান করে নাজদ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গযনভী ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে পিতা-পুত্র কিছু শিক্ষাও অর্জন করেন। নাজদ বিজয়ের পর তারা সেখানে তাদেরকে দরস-তাদরীসের সিলসিলা শুরু করারও দাওয়াত দেন। এভাবে এই দু'জন ব্যক্তি প্রায় পাঁচ বছর সেখানে অবস্থান করেন এবং সঊদ বংশের কতিপয় ব্যক্তি ও নাজদবাসী তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন।

এসময় তাঁদের মাধ্যমে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের কতিপয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও উপমহাদেশে আসে। যেগুলো গযনভী বংশের আলেমগণ এবং এখানকার কতিপয় প্রকাশক প্রকাশ করে। মাওলানা ইসমাঈল গযনভী ও মাওলানা দাঊদ গযনভী বেঁচে থাকা পর্যন্ত সঊদ বংশের সাথে তাঁদের সম্পর্ক অটুট থাকে। উপমহাদেশের গযনভী বংশের আলেমগণ এই সম্মান অর্জন করেছিলেন যে, বর্তমান সঊদী শাসকদের সাথে সর্বপ্রথম তাদেরই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। যার ভিত্তি ছিল স্রেফ ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি।

কা'বার গিলাফ :

গযনভী বংশ সম্পর্কে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, মহামান্য বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন সঊদের হিজায বিজয়ের পর ১৩৪৬ হিজরীতে (১৯২৮ খ্রিঃ) সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর দুই পৌত্র মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী বিন সাইয়িদ আব্দুল জাব্বার গযনভী ও সাইয়িদ ইসমাঈল গযনভী বিন মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল ওয়াহিদ গযনভী অমৃতসরের অত্যন্ত দক্ষ বুননশিল্পীদের দ্বারা কা'বার গিলাফ তৈরী করান এবং এই দুই নওজোয়ান এই গিলাফ মক্কা মুকাররমায় নিয়ে গিয়ে বাদশাহ আব্দুল আযীযের নিকট পেশ করেন। আর এটি কা'বা ঘরে লটকানো হয়। এটিই প্রথম (এবং শেষ) কা'বার গিলাফ ছিল, যেটি অত্যন্ত সংগোপনে উপমহাদেশের গযনভী বংশের দুই তরুণ আলেম মক্কায় নিয়ে যান এবং এর দ্বারা কা'বা ঘরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়।

মাওলানা ইসমাঈল গযনভী ১৩৭৯ হিজরীর ১৯শে যিলহজ্জ (১৩ই জুন ১৯৬০ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন এবং মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী ১৮৯৫ সালের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ বা ১৮৯৫ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন (১৩১৩ হিঃ) এবং ১৯৬৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর (২৯শে রজব ১৩৮৩ হিঃ) পরপারে পাড়ি জমান।

Contents

মাওলানা গোলাম রসূল মেহেরের কীর্তি :

পূর্বে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের রচনাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গযনভী আলেমদের প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সেগুলো প্রকাশের সূচনা হয় এবং ঐ সকল সম্মানিত ইমামদের কতিপয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও আরব দেশ থেকে উক্ত খান্দানের মাধ্যমেই উপমহাদেশে পৌঁছে। এ ব্যাপারে এটাও শুনুন যে, মাওলানা গোলাম রসূল মেহেরই সর্বপ্রথম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার জীবনী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন এবং ১৩৪৩ হিজরীতে (১৯২৫ খ্রিঃ) এই গ্রন্থটি 'সীরাতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া' শিরোনামে ফারূকগঞ্জ, লাহোরে অবস্থিত আল-হেলাল বুক এজেন্সীর মালিক ও প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আযীয আফেন্দী প্রকাশ করেন। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও ইমাম ইবনু তাইমিয়ার প্রথম জীবনীগ্রন্থ। এর পূর্বে (উপমহাদেশে) আরবী বা উর্দূ কোন ভাষাতেই গ্রন্থাকারে ইমাম ছাহেবের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অবশ্য তাঁর সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌর পত্রিকা 'আন-নাদওয়াহ'তেও এ বিষয়ে কতিপয় প্রবন্ধ ছাপানো হয়েছিল।

মাওলানা গোলাম রসূল মেহের ১৩১২ হিজরীর ১৮ই শাওয়াল (১৩ই এপ্রিল ১৮৯৫ খ্রিঃ) জালন্ধর যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব) ফুলপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাংবাদিকদের মধ্যে গণ্য করা হত। বিংশ শতকের সাথে সম্পর্কিত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও ইসলামী আন্দোলনসমূহের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বাদশাহ আব্দুল আযীযের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হিজায বিজয়ের পর তাঁর দাওয়াতেই তিনি মক্কা মু'আযযামায় গিয়ে হজ্জ করেন এবং বিভিন্ন সময় মহামান্য বাদশাহর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ই নভেম্বর (২৭শে রামাযান ১৩৯২ হিঃ) লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।

নওয়াব ওয়াহীদুয্যামানের খিদমত :

নওয়াব ওয়াহীদুয্যামান খান হায়দারাবাদীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে এক বুযুর্গ কোন এক সময়ে আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে মুলতানে বসতি গেড়েছিলেন। নওয়াব ছাহেবের দাদা মাওলানা মুহাম্মাদ মুলতানে পাঠদানরত অবস্থায় কোন কাজে লক্ষ্ণৌ যান। অতঃপর ওখানকার জ্ঞানপিপাসুদের পীড়াপীড়িতে সেখানে পড়াতে শুরু করেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল মাওলানা মসীহুয্যামান। তিনি কানপুর যাত্রা করে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল হয়ে যান। সেখানে তাঁর গৃহে ১২৬৭ হিজরীতে (১৮৫০ খ্রিঃ) এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যার নাম রাখেন ওয়াহীদুয্যামান। বড় ভাই হাফেয বদীউয্যামানের কাছে ওয়াহীদুয্যামানের পড়াশোনার হাতে খড়ি হয়। অতঃপর বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আনছারীর নিকট থেকেও জ্ঞানার্জনের সুযোগ তাঁর ঘটে। হাদীছের দরস গ্রহণের জন্য দিল্লী যাত্রা করে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ইলমের দরজায় কড়া নাড়েন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীছের সনদ লাভ করে গর্বিত হোন। অতঃপর অনেক জায়গায় যান এবং অসংখ্য আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পিতার সাথে হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি হায়দারাবাদে (দাক্ষিণাত্য) চাকুরী শুরু করেন এবং দ্রুততার সাথে পদোন্নতি পেতে থাকেন। এক সময় তাঁকে সেখানকার হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করা হয়। কুরআন, হাদীছ, ফিকহ, উছূলে ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ১৯০০ সালে (১৩১৭ হিঃ) চাকুরী পাওয়ার পর ৩৪ বছর হায়দারাবাদ রাজত্বে চাকুরী করেন। তিনি অধিক অধ্যয়নকারী ও গভীর মনীষার অধিকারী আলেম ছিলেন। মেধা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ এবং ধীশক্তি ছিল প্রখর। তিনি কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন, যেটি প্রথমবার মাওলানা আব্দুল গফুর গযনভী ও মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে যা উল্লেখিত হয়েছে।

উপমহাদেশের ইনিই প্রথম আলেম যিনি মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, সুনান আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্র সহজ-সরল ও বোধগম্য উর্দূ অনুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলো দারুণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। নওয়াব ওয়াহীদুয্যামান খান ১৩৩৮ হিজরীর ২৫শে শা'বান (১৫ই মে ১৯২০ খ্রিঃ) হায়দারাবাদে (দাক্ষিণাত্য) মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি স্বীয় পিতা মসীহুয্যামানকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি বলেন, 'এখন কলস জীবনের পানি থেকে শূন্য হয়ে গেছে'। এর ব্যাখ্যা হল এবার মৃত্যু অত্যাসন্ন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল হাসান শিয়ালকোটী :

মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল হাসান শিয়ালকোটী ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম, যিনি মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর প্রথম যুগের ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি 'ফায়যুল বারী' নামে ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ করেন ও শরাহ লিখেন। এই শরাহটি ছহীহ বুখারীর সাতটি শরাহকে সামনে রেখে লেখা হয়েছিল। শরাহগুলো হল-ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী, ইরশাদুস সারী, কাওয়াকিবুদ দারারী, তায়সীরুল কারী, মিনাহুল বুখারী ও হাশিয়া সিন্ধী। ফায়যুল বারী বড় সাইজের দশটি বৃহৎ খণ্ডে হাযার হাযার পৃষ্ঠাব্যাপী। উর্দূতে এ বিষয়ে এটিই প্রথম অনুবাদ ও শরাহ, যা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র এবং শিয়ালকোটের খ্যাতিমান আলেমের আয়াসসাধ্য অতুলনীয় কীর্তি। ১৩১৮ হিজরীতে (১৯০১ খ্রিঃ) এই অনুবাদ ও শরাহ সম্পন্ন হয় এবং লাহোরের পুস্তক ব্যবসায়ী মাওলানা ফকীরুল্লাহ এটি প্রকাশ করেন। মাওলানা ফকীরুল্লাহ স্বীয় যুগের খ্যাতিমান আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন অনুবাদক, ভাষ্যকার এবং প্রকাশককে জান্নাতুল ফেরদাউসে ঠাঁই দেন।

(ক্রমশঃ)

বিদ'আত ও তার পরিণতি

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৭ম কিস্তি)

প্রচলিত বিদ'আত সমূহ

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। যার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত অহী। মুমিন তার সার্বিক জীবন পরিচালিত করবে অহি-র বিধান অনুযায়ী। প্রত্যাখ্যান করবে ইবাদতের নামে প্রচলিত মানব রচিত যাবতীয় বিদ'আতী কর্মকাণ্ড। বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন সব বিদ'আত বিস্তার লাভ করেছে, যার ফলে ইসলামের প্রকৃত বিধানকেই মানুষ ভুলতে বসেছে। হারিয়ে ফেলেছে ইসলামী চেতনা। গুলিয়ে ফেলেছে ইসলামের বিধানের সাথে মানব রচিত বিধান। এ কারণেই মুসলমানরা আজ শতধাবিভক্ত। ফলে হ্রাস পেয়েছে তাদের শক্তি-সামর্থ্য। মার খাচ্ছে তারা প্রতিনিয়ত। অতএব যাবতীয় বিদ'আতী কর্মকাণ্ড ছেড়ে ফিরে আসতে হবে আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি-র বিধানের দিকে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত বিদ'আত সমূহ তুলে ধরা হ'ল।-

দিবস সম্পর্কিত বিদ'আত

(ক) ঈদে মীলাদুন্নবী :

জন্মের সময়কালকে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়ে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান 'লিসানুল আরাব' প্রণেতা ইবনু মানযূর (রহঃ) 'মীলাদ' শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, اسم الوقت الذي ولد فيه 'মীলাদ হ'ল সেই সময়ের নাম, যে সময় সে জন্মগ্রহণ করেছে'।[৪৬] সুতরাং 'মীলাদুন্নবী' অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্মমুহূর্ত'। বর্তমানে 'মীলাদুন্নবী' বলতে নবী (ছাঃ)-এর জন্মদিনকে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্যাপন করাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এর সাথে 'ঈদ' শব্দটি সংযোজনের মাধ্যমে ইসলাম স্বীকৃত মুসলমানদের দু'টি ধর্মীয় 'ঈদ' অনুষ্ঠানের সঙ্গে তৃতীয় আরেকটি 'ঈদ' সংযোজিত হয়েছে। যার কারণে অন্য দুই ঈদের ন্যায় এদিনেও সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। মিল, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মসময়কে কেন্দ্র করেই 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদ্যাপিত হয়, সেহেতু নিম্নে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

(ক) রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মসাল : রাসূল (ছাঃ) কোন্ বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে কায়েস ইবনু মাখরামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفِيلِ 'আমি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হস্তীর বছরে জন্মগ্রহণ করেছি'।[৪৭]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) হস্তীর বছর তথা আবরাহা যে বছর হস্তীবাহিনী নিয়ে পবিত্র কা'বা গৃহ ধ্বংস করতে এসেছিল, সে বছরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর সেটা ছিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ।

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মবার : রাসূল (ছাঃ)-কে সপ্তাহের প্রতি সোমবারে ছিয়াম পালনের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ 'এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুঅত প্রাপ্ত হয়েছি বা এই দিনেই আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে'।[৪৮] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه فَقَالَ فِيْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فِيْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِيْ أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা রাসূল (রাঃ)-কে কয় খণ্ড কাপড়ে কাফন দিয়েছিলে? তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিন খণ্ড সাদা সাহূলী কাপড়ে, যার মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিল না। তিনি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (রাঃ) কোন দিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন? আয়েশা (রাঃ) বললেন, সোমবার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কি বার? আয়েশা (রাঃ) বললেন, সোমবার।[৪৯]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে, রাসূল (ছাঃ) জন্ম ও মৃত্যুদিন সোমবার। এতে কারো দ্বিমত নেই।

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের মাস ও তারিখ : উল্লিখিত ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের দিন ও বছর স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'লেও তাঁর জন্মের মাস ও তারিখ উল্লেখ করতঃ ছহীহ, যঈফ, জাল কোন হাদীছই বর্ণিত হয়নি। আর এই কারণেই রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মতারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে, তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার কারো মতে সফর মাসে, কারো মতে রামাযান মাসে। কারো কারো মতে রবীউল আওয়ালের ২, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৭ ও ২২

** লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৪৬. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব (বৈরুত: দারুছ ছাদের), ৩/৩৬৭ পৃঃ।

৪৭. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৯২২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৫২।

৪৮. মুসলিম হা/১১৬২, 'প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ।

৪৯. বুখারী হা/১৩৮৭, 'সোমবারে মৃত্যুবরণ' অনুচ্ছেদ।

তারিখে রাসূল (ছাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে ৮ হ'তে ১২ই রবীউল আউয়ালের মধ্যে ৯ ব্যতীত সোমবার ছিল না। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার, ১২ই রবীউল আউয়াল বৃহস্পতিবার নয়। দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা ১২ই রবীউল আউয়াল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মদিবস বা মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান করছি।

সম্মানিত পাঠক! রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মতারিখ সম্পর্কিত উল্লিখিত মতবিরোধের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কখনোই 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপিত হয়নি। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের যামানাতেও তা পালিত হয়নি। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশা থেকেই যদি 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপিত হয়ে আসত এবং ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক তা পালনের সিলসিলা জারী থাকত, তাহ'লে তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে কোন মতভেদ হ'ত না। বরং সকল যুগের সকল মানুষের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যেত। অতএব 'ঈদে মীলাদুন্নবী' ইবাদতের নামে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নবাবিষ্কৃত কাজ; যা স্পষ্টতই বিদ'আত।

ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক : রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইযামের যামানায় ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের কোনই প্রচলন ছিল না। যুগে যুগে শাসকগোষ্ঠী জনসমর্থন লাভের জন্য এহেন অপকর্ম নেই তারা করেনি। ঈদে মীলাদুন্নবী প্রবর্তন এহেন অপকর্মেরই ফসল। ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম ৬০৪ মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে ঈদে মীলাদুন্নবী প্রবর্তনের মাধ্যমে মিথ্যা নবী প্রেমের মহড়া দেখিয়ে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিলেন।[৫০] প্রতি বছর মীলাদুন্নবীর মওসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী কমপক্ষে ২০টি খানকায় গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। কখনো মুহাররম, কখনো ছফর মাস থেকেই এই মওসুম শুরু হ'ত। মীলাদুন্নবীর দু'দিন পূর্বে থেকেই খানকাহর আশে-পাশে গরু-ছাগল যবহের ধূম পড়ে যেত। কবি, গায়ক, বক্তা সহ অসংখ্য লোক সেখানে ভিড় জমিয়ে মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ'ত। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, গভর্ণর নিজে নাচে অংশ নিতেন। মুইযুদ্দীন হাসান (রহঃ) বলেন, তিনি আলেমদেরকে উপঢৌকন ও চাপ দিয়ে মীলাদের পক্ষে জাল হাদীছ ও বানোয়াট গল্প লিখতে বাধ্য করতেন।[৫১]

সম্মানিত পাঠক! দেখা গেছে প্রত্যেক যুগেই কতিপয় পেটপূজারী আলেমকে; যারা নিজেদের উদর পূর্তির ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামকে বিকৃত করেছে এবং সেটাকেই প্রকৃত দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে। তদানীন্তনকালে আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী কর্তৃক প্রবর্তিত ঈদে মীলাদুন্নবীকেও তথাকথিত কতিপয় নামধারী আলেম নিজেদের উদরপূর্তির জন্য গ্রহণ করেছিল। আজও ঠিক একই কারণে ইসলামের লিবাসধারী কিছু আলেম তা কায়েম রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজই যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মীলাদুন্নবী উদযাপন করা হবে, কিন্তু কোন খাদ্যের আয়োজন করা হবে না। মীলাদ মাহফিল করা হবে, কিন্তু মীলাদ পড়া মৌলভীকে কোন টাকা দেওয়া হবে না। তাহ'লে ঐ সমস্ত মীলাদ পড়ুয়া মৌলভীরাই মীলাদ মাহফিলকে অবলীলায় বিদ'আত বলে ঘোষণা দিবে। কেননা তারাও জানে যে, আদতেই এ সমস্ত আমলের কোন ভিত্তি ইসলামে নেই।

ঈদে মীলাদুন্নবী-এর হুকুম : ঈদে মীলাদুন্নবী একটি স্পষ্ট বিদ'আত। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কখনোই নিজের জন্মবার্ষিকী পালন করেননি। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ চার সাথী, সংকট মুহূর্তের সঙ্গী, দু'জন শ্বশুর ও দু'জন জামাতা, জীবনের চেয়ে যারা নবী করীম (ছাঃ)-কে বেশী ভালবাসতেন, সেই মহান চার খলীফা দীর্ঘ ত্রিশ বছর খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৫২] তাঁরা কখনোই রাষ্ট্রীয়ভাবে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে প্রিয়নবীর উদ্দেশ্যে 'মীলাদ' অনুষ্ঠান করেননি। ছাহাবায়ে কেরামের পরে তাবেঈনে ইযামের কেউ তা পালন করেননি। এমনকি চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর যামানাতেও ঈদে মীলাদুন্নবী-এর কোনই প্রচলন ছিল না। অতএব এটা ইবাদতের নামে নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এরূপ নবাবিষ্কৃত বস্তুকেই বিদ'আত বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ–

'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব, আর সর্বোত্তম হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট কাজ হ'ল (শরী'আতের মধ্যে) নব আবিষ্কার। আর প্রত্যেক নব আবিষ্কারই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম'।[৫৩] তিনি অন্যত্র বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[৫৪] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে

৫০. ফাহাদ আব্দুল্লাহ, মাওলুদিন নবী, পৃঃ ২।

৫১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ, (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৮), পৃঃ ৬। গৃহীত : আব্দুস সাত্তার দেহলভী, মীলাদুন্নবী (করাচী ছাপা, তাবি), পৃঃ ২০, ৩৫।

৫২. আলবানী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৪৫৯।

৫৩. নাসাঈ হা/১৫৭৮; সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/১৩৫৩।

৫৪. মুসলিম হা/১৭১৮।

এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৫৫]

ঈদে মীলাদুন্নবী-এর অপকারিতা

(ক) এর মাধ্যমে মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করা হয় : ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের মাধ্যমে মানুষকে বিদ'আতের দিকে আহ্বান করা হয়। ফলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অন্যের পাপের অংশীদার হ'তে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِيَحْمِلُوْا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ– 'ক্বিয়ামত দিবসে তারা তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় বহন করবে এবং তাদেরও পাপভার বহন করবে, যাদেরকে তারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে। সাবধান! তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا–

'যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্যও সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে যা তাদের অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এটা তাদের ছওয়াবের কোন অংশকেই কমাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে গোমরাহীর দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যা তাদের অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এটা তাদের গোনাহের কোন অংশকেই কমাবে না'।[৫৬]

(খ) এটা রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ির অন্যতম মাধ্যম : ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করা হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁকে আল্লাহ্র আসনে বসানো হয়। মীলাদ অনুষ্ঠানে মৌলভী ছাহেব মাথা দুলিয়ে সুরের তরঙ্গ উঠিয়ে ভক্তিরসে গলা ডুবিয়ে আরবী, ফার্সী, উর্দূ, বাংলাতে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রশংসায় এমন সব কবিতা গেয়ে থাকেন; যার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই আল্লাহ *(নাঊযুবিল্লাহ)*। যেমন শুনুন শ্রুতিমধুর উর্দূ কবিতার একটি অংশ-

وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفی ہو کر

ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কার্
উতার পাড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মোছতফা হো কার্।

অর্থ: আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মুছতফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হ'লেন তিনি' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

সম্মানিত পাঠক! কেউ যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ বলে স্বীকৃতি দেয়, তবে কি সে মুসলিম থাকতে পারে? কখনো না। আপনি নিজে অন্তর থেকে তা স্বীকার না করলেও ঐ সমস্ত মীলাদ পড়ুয়া মৌলভী ছাহেবরা নিজে এ সমস্ত কবিতা পড়ছে এবং আপনাদেরকেও পড়াচ্ছে।

অনুরূপভাবে তাদের প্রতিনিয়ত পঠিতব্য দরূদের প্রথমেই বলা হয়ে থাকে, بلغ العلى بكمالـــه 'রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিজ যোগ্যতায় উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন' *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এই বাক্যের মাধ্যমে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র রহমতকে অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র রহমতেই তিনি নবী ও রাসূল হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا–

'আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা না হ'ত, তবে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে ইচ্ছুক হয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া পথভ্রষ্ট করেনি। আর তারা তোমার কোন বিষয়ে ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) ও হিকমাহ (হাদীছ) নাযিল করেছেন। আর তোমাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা তুমি জানতে না। তোমার প্রতি আল্লাহ্র অসীম করুণা রয়েছে' *(নিসা ৪/১১৩)*।

নিম্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করার আরো কতিপয় নমুনা পেশ করা হ'ল :

(১) ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করতে গিয়ে 'যিন্দা নবীর আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম' বলে শ্লোগান দেওয়া হয়। অথচ দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে' *(আলে-ইমরান ৩/১৮৫)*। আর রাসূল (ছাঃ) অবশ্যই প্রাণী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ 'নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল' *(যুমার ৩৯/৩০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ 'আমরা তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হ'লে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?' *(আম্বিয়া ২১/৩৪)*। তিনি আরো বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ–

---

৫৫. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।
৫৬. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮।

'মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয়, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আর কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না; বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন' *(আলে-ইমরান ৩/১৪৪)*।

রাসূল (ছাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেছিলেন তখন তাঁর এই মৃত্যু সংবাদ ওমর (রাঃ) কোন মতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। বরং তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ- 'যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইবাদত করতে তারা জেনে রেখ, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহ্র ইবাদতকারী ছিলে তারা জেনে রেখ, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অমর'।[৫৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَاكَرْبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهْ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهْ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর রোগ প্রকটরূপ ধারণ করল তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এ সময় ফাতেমা (রাঃ) বললেন, আহ্! আমার পিতার কত কষ্ট! তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, আজকের পরে তোমার পিতার আর কোন কষ্ট নেই। অতঃপর যখন নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হায়! আমার পিতা! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায়! আমার পিতা! জান্নাতুল ফেরদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায়! আমার পিতা! জিব্রীল (আঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনাই। অতঃপর যখন নবী করীম (ছাঃ)-কে দাফন করা হ'ল, তখন ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হে আনাস! রাসূল (ছাঃ)-কে মাটি চাপা দিয়ে আসা তোমরা কিভাবে বরদাশত করলে?[৫৮] অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলতেন,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ، يَشُكُّ عُمَرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِي الرَّفِيْقِ الأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ-

নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে চামড়ার অথবা (বর্ণনাকারী ওমরের সন্দেহ) কাঠের একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তিনি তাঁর হাত ঐ পানির মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছিলেন। অতঃপর তাঁর মুখমণ্ডল মাসাহ করছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু যন্ত্রণা খুব কঠিন। এরপর দু'হাত তুলে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর সান্নিধ্যে করে দিন। এ অবস্থাতেই তাঁর জীবন কবয হয়ে গেল এবং তাঁর হাত এলিয়ে পড়ল'।[৫৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا فِيْ بَيْتِيْ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِيْ رَفٍّ لِيْ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন। এমতাবস্থায় আমার বাড়িতে এমন কিছু ছিল না যা খেয়ে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে। শুধুমাত্র তাদের উপর অর্ধ ওয়াসাক যব ছিল। আমি তা হ'তে খেতে থাকলাম এবং বেশ কিছু দিন কেটে গেল। অতঃপর আমি তা মেপে দেখলাম, ফলে তা শেষ হয়ে গেল।[৬০] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُوْلِه صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِه حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ক্রমাগত অহী অবতীর্ণ করতে থাকেন এবং তাঁর মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ অহী অবতীর্ণ করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন।[৬১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضـــ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, যখন রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন তখন তাঁর স্ত্রীগণ আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার চাওয়ার জন্য ওছমান (রাঃ)-কে পাঠনোর ইচ্ছা করলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) কি বলেননি যে, আমরা কাউকে ওয়ারিছ বানাই না। আমরা যা রেখে যাই তার সবই ছাদাক্বাহ।[৬২] অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا تُوُفِّيَ

৫৭. *বুখারী হা/৩৬৬৮।*
৫৮. *বুখারী হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৫৯৬১।*
৫৯. *বুখারী হা/৬৫১০; মিশকাত হা/৫৯৫৯।*
৬০. *বুখারী হা/৩০৯৭;মুসলিম হা/২৯৭৩।*
৬১. *বুখারী হা/৪৯৮২।*
৬২. *বুখারী হা/৬৭৩০।*

Contents

رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ-
'রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা নিয়ুক্ত করা হ'ল।[৬৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اخْتَلَفُوْا فِيْ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ حَتَّى تَكَلَّمُوْا فِيْ ذَلِكَ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَقَالَ عُمَرُ لاَ تَصْخَبُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَأَرْسَلُوْا إِلَى الشَّقَّاقِ وَاللاَّحِدِ جَمِيْعًا فَجَاءَ اللاَّحِدُ فَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ دُفِنَ صلى الله عليه وسلم-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন ছাহাবায়ে কেরাম তাঁকে লাহাদ ও শাক্ব কবরে দাফন করার ব্যাপারে মতভেদ করল। এমনকি তারা এব্যাপারে বাদানুবাদ শুরু করল ও তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উচ্চকণ্ঠে বাকবিতণ্ডা করো না, চাই তা তাঁর জীবিত অবস্থায় হোক অথবা মৃত অবস্থায় হোক। অথবা এ জাতীয় কিছু বললেন। অতঃপর লাহাদ ও শাক্ব উভয় কবর খননকারীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। অতঃপর লাহাদ কবর খননকারী আসলেন ও রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য লাহাদ কবর খনন করা হ'ল। অতঃপর তাঁকে দাফন করা হ'ল।[৬৪]

সম্মানিত পাঠক! উপরোক্ত দলীল সমূহের দিকে লক্ষ্য করুন! যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়েছে। এমনকি জান কবয হওয়ার সময় তাঁর অবস্থা, মৃত্যুর পর ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এবং তাঁকে কোন ধরনের কবরে দাফন করা হয়েছে তার সবগুলোই স্পষ্ট হয়ে গেছে। উল্লিখিত দলীলগুলি দেখার পরে কোন বিবেকবান মুসলিম ব্যক্তি কি রাসূল (ছাঃ)-কে জীবিত বলতে পারে? কখনোই না। তবে তো পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহ ও বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। *নাঊযুবিল্লাহ!* আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন -আমীন!

(২) মৃত্যুর পরেও রাসূল (ছাঃ) মীলাদ প্রেমীদের ডাকে সাড়া দিয়ে মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। এজন্য সকলেই দাঁড়িয়ে 'ইয়া নাবী সালামু আলাইকা' বলে সালাম দিয়ে থাকে। ভাবখানা এমন যেন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপস্থিতি সরাসরি অবলোকন করছেন। আর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

সম্মানিত পাঠক! ধারণা যদি এরূপই হয় তাহলে সাধারণভাবেই দু'টি বিষয় সামনে এসে যায়। ১- রাসূল (ছাঃ)-কে আগে থেকেই জানতে হবে যে, অমুক বাড়িতে মীলাদ অনুষ্ঠিত হবে। ২- বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতি মিনিটে অসংখ্য মীলাদের মাহফিলে তাঁকে প্রায় একই সময়ে উপস্থিত হ'তে হবে।

প্রথমটি গায়েব জানার বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ- 'হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বা গায়েবের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে' *(নামল ২৭/৬৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ-

'হে মুহাম্মাদ! বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই, আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে আমি বেশী বেশী ভাল কাজ করতাম। আর আমাকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করতে পারতো না। আমি শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা' (আ'রাফ ৭/১৮৮)।

তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ لَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ- 'হে মুহাম্মাদ! তুমি (তাদেরকে) বল, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্যের কোন জ্ঞানও রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার কাছে যা কিছু অহীরূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকি' *(আন'আম ৬/৫০)*।

আর দ্বিতীয়টি তথা একই সময়ে অসংখ্য স্থানে উপস্থিত হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেখানে রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই কখনো একই সময়ে একাধিক স্থানে উপস্থিত হ'তে পারেননি, সেখানে মৃত্যুর পরে তা কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ 'মৃত্যুর পরে তাদের সামনে বারযাখ বা পর্দা আছে ক্বিয়ামত পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। অতএব মৃত্যুর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে কখনো দুনিয়াতে ফিরে আসতে পারে না, কোন মানুষের উপকার করতে পারে না এবং মানুষের কোন কথাও শুনতে পায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا يَسْتَوِيْ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِيْ الْقُبُوْرِ- 'আর জীবিতরা ও মৃতরা সমান নয়; নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনাতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারবে না' *(ফাতির ৩৫/২২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا

---

৬৩. বুখারী হা/৭২৮৪; মুসলিম হা/২০।
৬৪. ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৮; সনদ হাসান।

Contents

وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ– 'নিশ্চয়ই তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর তুমি বধিরকে আহ্বান শোনাতে পারবে না, যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়' *(নামল ২৭/৮০)*।

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'মীলাদ সমর্থক লোকদের মধ্যে কিছু লোক এমন ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং মীলাদের মাহফিলে হাযির হন এবং সেজন্য তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ায় (ক্বিয়াম করে)। তাঁকে সালাম জানায় (যেমন, ইয়া নাবী সালামু আলায়কা)। এটাই হ'ল সবচাইতে চরম মূর্খতা ও ভিত্তিহীন কর্ম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে কবর থেকে বাইরে আসতে পারবেন না। পারবেন না কোন মানুষের সাথে মিলিত হ'তে কিংবা তাদের কোন মজলিসে যোগদান করতে। তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত কবরেই থাকবেন এবং তাঁর পবিত্র রূহ তাঁর প্রতিপালকের নিকট মহা সম্মানিত 'ইল্লীঈনে' থাকবে। যেমন সূরায়ে মুমিনূনে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ– 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু মুখে পতিত হবে। অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে' *(মুমিনূন ২৩/১৫-১৬)*।[৬৫]

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন কিভাবে মীলাদ মাহফিলের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়। অথচ তিনি নিজেই তাঁকে নিয়ে অতিরঞ্জন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِيْ الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِيْ الدِّيْنِ– 'হে মানব সকল! তোমরা দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান থাকবে। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে'।[৬৬] তিনি অন্যত্র বলেন, لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ– 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেমন ঈসা ইবনু মারইয়াম সম্পর্কে খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর (আল্লাহর) বান্দা। তাই তোমরা বলবে, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[৬৭]

[চলবে]

৬৬. *মুসনাদে আহমাদ হা/৩২৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০২৯; আলবানী, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/১২৮৩।*
৬৭. *বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।*

কুরআন-হাদীছের আলোকে ভুল

*রফীক আহমেদ**

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। বাক্যটির অর্থ খুব কঠিন নয়, তাই বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় বাক্যটির অর্থ মোটেও সহজ নয়, বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। ভুল অর্থে আমরা সাধারণত ভ্রম, ভ্রান্তি, বিস্মৃতি, মনে না থাকা প্রভৃতি বুঝে থাকি। আসলে ভুল কী? ভুলের সংখ্যা কত? এর উৎস কি এবং এর সৃষ্টিই বা কেন ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে দীর্ঘ পরিসরের প্রয়োজন।

আল্লাহ বলেন, اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 'আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন' *(আলে ইমরান ৩/৪৭)*। ভুল মানব জাতির জন্য বিপদজ্জনক বস্তু। যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, তবে অনুভব বা অনুমান করা যায়। মানব জীবনে ভুলের সংখ্যা এত বেশী যে তা নিরূপণ করা অসম্ভব। তবে ভুলের সংখ্যাকে শ্রেণীবিন্যাস করলে মোটামুটি কয়েকভাগে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য (১) অনিচ্ছাকৃত ভুল (২) ইচ্ছাকৃত ভুল। এ দু'টি ভুলই মানব জীবনে জ্ঞান লাভের জন্য আলোচনা করা একান্ত যরূরী। এ উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা।

ভুলের উৎসের সন্ধানে মনোযোগ স্থাপন করলে আমরা দেখতে পাব অনিচ্ছাকৃত ভুলই ভুলের প্রকৃত উৎস। অনিচ্ছাকৃত ভুল হ'তেই ভুলের সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু ঐ অনিচ্ছাকৃত ভুলটিও ছিল অসতর্কতা ও অবহেলার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি অপরাধ। আদম (আঃ) ও মা হাওয়া আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ভুলের সূত্রপাত করেন। তাঁরা জানতেন না যে, ভুল করলে কি হয় এবং জানতেন না এর পরিণতিও। কিন্তু ভুল করে ফল খাওয়ার পর সবই জানলেন ও বুঝলেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করে বলে দিয়েছিলেন যে, শয়তান তোমাদের চিরশত্রু, সে তোমাদেরকে ঐ গাছের ফল খেতে উৎসাহিত করবে, কিন্তু তোমরা তা খেও না। শয়তানের মিথ্যা ও সুন্দর কথায় আদম (আঃ) ও মা হাওয়া আল্লাহ্‌র কথা ভুলে গিয়ে ঐ গাছের ফল খেয়ে অপরাধী হয়ে ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً 'আমরা ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমরা তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি' *(ত্বোয়া-হা ২০/১১৫)*।

আল্লাহ অন্তর্যামী ও মহাজ্ঞানী। কেউ ইচ্ছাকৃত ভুল করুক বা অনিচ্ছাকৃত ভুল করুক আল্লাহ তা জানেন। তিনি ইচ্ছাকৃত ভুলকারীর প্রতি বেশী অসন্তুষ্ট হন। পক্ষান্তরে অনিচ্ছাকৃত ভুলকারীর উপর কম অসন্তুষ্ট হন। তাই আদম (আঃ) ও মা হাওয়া যখন অনিচ্ছাকৃত ভুল করে আল্লাহ্‌র নিকট কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং আগামী দিনের চলার পথ নির্দেশনা দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّيْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى– 'এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। তিনি বললেন, তোমরা (শয়তান সহ) উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াত আসে, তখন যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব' *(ত্বোয়া-হা ২০/১২২-১২৪)*।

সুতরাং অনিচ্ছাকৃত ভুল সৃষ্টির প্রারম্ভেই আল্লাহ ক্ষমার বিধান জারী করে দিলেন। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ভুলটি অবশ্যই অনিচ্ছাকৃত হ'তে হবে। এখানে ছল-চাতুরী, মিথ্যা কলা-কৌশল বা কোন কৃত্রিমতার স্থান নেই। মানুষ বড় সুযোগ সন্ধানী, সে ইচ্ছাকৃত ভুল করেও অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা বলতে পারে। কিন্তু তাদের জানা উচিত আল্লাহ অন্তর্যামী, পরন্তু যে কোন বস্তুর উপর আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'আকাশ ও পৃথিবী ও তাদের মাঝে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(মায়েদাহ ৫/১৭)*। অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً 'আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(ফাতাহ ৪৮/১৪)*।

হঠাৎ ভুল হয়ে যাওয়াকে আমরা সামান্য কিছু মনে করি, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা নয়। অনেক সময় সামান্য ভুলই অসামান্য ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এখান থেকে মানব জাতির শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে।

মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে ক্ষমা করে দিলেন এবং পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ، قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ– 'তিনি বললেন,

** শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

Contents

তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং কিছু কালের জন্য পৃথিবীতে তোমাদের আবাস ও জীবিকা রইল। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করবে। সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে' *(আ'রাফ ৭/২৪-২৫)*।

আদম (আঃ)-এর প্রতি এই আদেশ শুধু তাঁর একার জন্য নয়; বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া যারা ইচ্ছাকৃত ভুল করে মিথ্যার আশ্রয় নিবে তাদের জন্যও সতর্কবাণী রয়েছে। উক্ত বিষয়টি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ কখনও নিরপরাধকে শাস্তি দিবেন না, তিনি অপরাধীকেই শাস্তি দিবেন। এখানে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করার ক্ষেত্রে নির্দোষ এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিই সাব্যস্ত হবে বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করি।

ভুল হ'তেই অনেক শিক্ষণীয় ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এখানে তাবুক যুদ্ধের একটি বাস্তব ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। পবিত্র কুরআনে তাবুক যুদ্ধের সময়টিকে অত্যন্ত সংকটময় বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ ঐ সময় মুসলমানদের বড় অভাব-অনটন চলছিল, যানবাহন ছিল কম। তখন গ্রীষ্মকাল হওয়ায় পানিরও স্বল্পতা ছিল। এমতাবস্থায় যুদ্ধ যাত্রাকালে কতিপয় মুনাফিক কিছু মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা আল্লাহ ও আল্লাহ্র নবীর অনুগত কিছু লোককে যুদ্ধে যাওয়া হ'তে বিরত থাকার কুপরামর্শ দিল এবং শেষ পর্যন্ত তারা বিরত থাকল।

যুদ্ধ শেষে নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় ফিরলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে রাসূলকে সন্তুষ্ট করতে চাইল। আর মহানবী (ছাঃ) তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হ'লেন। ফলে তারা দিব্যি নিরপরাধের মত সময় অতিবাহিত করতে লাগল। তাদের মধ্যে তিন বিশিষ্ট ছাহাবী অশান্তির মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। মুনাফিকরা ঐ তিন জনকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সন্তুষ্ট করুন। কিন্তু তাদের বিবেক সায় দিল না। কারণ তাদের প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় ভুল বা অপরাধ আল্লাহ্র নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তারা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিল। মূলতঃ আল্লাহভীতির কারণেই তারা নিজেদের অপরাধ অপকটে স্বীকার করেছিলেন।

ঐ তিন জন ছাহাবী হ'লেন কা'ব ইবনে মালেক, মুরারা ইবনে রুবাই এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ)। তাঁরা তিনজনই ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবী এবং আনছারদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাঁরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করায় অপরাধের সাজা স্বরূপ তাঁদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেওয়া হয়। তাঁরা দীর্ঘদিন মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্ভোগ সহ্য করার পর আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ করলেন নবীর উপর, আর মুহাজির ও আনছারদের উপর যারা সংকটের সময় তাঁর (মুহাম্মাদের) সাথে গিয়েছিল, এমনকি যখন এক দলের মন বক্র হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখনও। পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ওদের ব্যাপারে ছিলেন দয়াপরবশ, পরম দয়ালু। আর তিনি অপর তিনজনকেও ক্ষমা করলেন, যাদের পিছনে ফেলে আসা হয়েছিল। পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা ছোট হয়ে আসছিল ও তাদের জীবন তাদের জন্য দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। পরে আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করলেন, যাতে তারা অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(তওবা ৯/১১৭-১১৮)*।

উপরোক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কপট মুনাফিকরা কখনই ক্ষমা পাবে না। কারণ তারা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র দ্বারা মুসলমানদের ধ্বংস সাধনে তৎপর ছিল। কিন্তু ক্ষমাপ্রাপ্ত তিনজন ছাহাবী তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল ও অপরাধের জন্য নিবিড়ভাবে আল্লাহ্র দরবারে আত্মসমর্পণ করেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য শিক্ষণীয় এক বিরল দৃষ্টান্ত। এখান থেকে অবশ্যই বহু ঈমানদার শিক্ষা লাভ করে ভ্রান্ত পথ হ'তে ফিরে আসতে পারে।

ভুল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী। যারা বিবেকবান মানুষ তারা নিজেদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে, তারা ধৈর্যের সাথে সতর্কভাবে চলে। ফলে তাদের ভুল কম হয়। পক্ষান্তরে যারা বিবেকহীনভাবে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কথা বলে, কাজ-কর্ম করে তাদের ভুলের পর ভুল হ'তেই থাকে। দৈনন্দিন জীবনের এসব ভুলের অধিকাংশই অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে থাকে। আর এগুলি সাধারণত ছালাত ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে মুছে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

জীবনের ভুলগুলো বহুভাবে হ'তে পারে। কারণ শয়তান বহু ভাল মানুষকেও ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়োজিত থাকে। সে অনেক মিথ্যা কথা, মিথ্যা আশা, লোভ-লালসা, প্রতারণা প্রভৃতির দ্বারা মানুষকে ভুল ও অন্যায় পথে চালিত করে। যারা শয়তান থেকে দূরে থাকতে চায়, শয়তান তাদের পিছনেই বেশী লেগে থাকে এবং তাদের জন্যেই বেশী সময় ব্যয় করে। এই ভুলই মানুষকে ধীরে ধীরে বড় অপরাধে জড়িয়ে ফেলে। তাছাড়া শয়তানের কারসাজি তো আছেই। সে দিবারাত্রি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তৎপর। এতে শয়তানের বিজয় হচ্ছে, তার দল বৃদ্ধি পাচ্ছে, জাহান্নামীর দল ভারী হচ্ছে।

শয়তানের খপপর থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে চলতে হবে এবং তার উপরে অটল থাকতে হবে। সেই সাথে সৎ আমল করতে হবে। কেননা আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। কাজেই এগুলি নিয়ে তাকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। আল্লাহ যে কোন মুহূর্তে যে কোন অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন। সুন্দরকে অসুন্দর, অসুন্দরকে সুন্দর, ধনীকে দরিদ্র, দরিদ্রকে

ধনী করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ। এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে অহরহ ঘটছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান; এতে কেউ সন্দেহ করলে সে জাহান্নামী হবে। এক আল্লাহ্র উপর শতভাগ বিশ্বাস থেকে এক চুল পরিমাণ সরে আসলে সে ভুল করবে। এরূপ বিশ্বাস করলে, সে (আখেরাতে) সমূলে ধ্বংস হবে।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সবই তাঁর। তিনি পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা মানুষের উপকারের জন্যই করেছেন। কাজেই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ থেকেই আল্লাহ্র প্রশংসা করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য' *(মুমিন ৪০/৬৫; ছাফফাত ৩৭/১৮২)*। যদি কেউ আল্লাহ্র ঘোষিত এ মহামূল্যবান বাণীকে উপেক্ষা করে, তবে সে অনেক বড় ভুল করবে এবং শাস্তির সম্মুখীন হবে।

মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, হানা-হানি, খুনা-খুনি প্রভৃতি কাজগুলি বিরতিহীনভাবে চলে আসছে। এসব ঘটনাবলীর অধিকাংশই ভুল হ'তেই সূচনা হয়েছে।

ভুলের কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাপ নেই। এটা ক্ষুদ্রতম হ'তে বৃহত্তম আকারের হ'তে পারে। নবী-রাসূলগণেরও ভুল হয়েছে। যা আল্লাহ সংশোধন করে দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূলগণ মানুষ ছিলেন। এখানে কয়েকজনের কতিপয় ভুল উদাহরণস্বরূপ পেশ করা হ'ল। যাতে আমার এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

আল্লাহ্র নবী নূহ (আঃ)-এর ভুল : নূহ (আঃ) স্বীয় ছেলের প্রতি স্নেহবশত তাকে নৌকায় আরোহণ করতে বললেন। অথচ তাতে ঈমানদার ব্যতীত অন্যের আরোহণের সুযোগ ছিল না। আল্লাহ নূহের এ ভুল সংশোধন করে দিলেন। এ ঘটনা পবিত্র কুরআনে এসেছে এভাবে, 'অতঃপর নৌকাখানি তাদের বহন করে নিয়ে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝ দিয়ে। এ সময় নূহ তার পুত্রকে (ইয়ামকে) ডাক দিল- যখন সে দূরে ছিল, হে বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেকো না। সে বলল, অচিরেই আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব। যা আমাকে প্লাবনের পানি হ'তে রক্ষা করবে। নূহ বলল, 'আজকের দিনে আল্লাহ্র হুকুম থেকে কারো রক্ষা নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন সে ব্যতীত। এমন সময় পিতা-পুত্র উভয়ের মাঝে বড় একটা ঢেউ এসে আড়াল করল এবং সে ডুবে গেল। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হ'ল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল (অর্থাৎ হে প্লাবনের পানি! নেমে যাও)। হে আকাশ! ক্ষান্ত হও (অর্থাৎ তোমার বিরামহীন বৃষ্টি বন্ধ কর)। অতঃপর পানি হ্রাস পেল ও গযব শেষ হ'ল। ওদিকে জূদী পাহাড়ে গিয়ে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হ'ল, যালেমরা নিপাত যাও। এ সময় নূহ তার প্রভুকে ডেকে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, আর তুমিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়ছালাকারী। আল্লাহ বললেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। তুমি আমার নিকটে এমন বিষয়ে আবেদন কর না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যেন জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অজানা বিষয়ে আবেদন করা হ'তে আমি তোমার নিকটে পানাহ চাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও অনুগ্রহ না কর, তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(হূদ ১১/৪২-৪৭)*।

মূসা (আঃ)-এর ভুল : ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ওবাই বিন কা'ব (রাঃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ হ'তে এবং সূরা কাহফ ৬০ হ'তে ৮২ পর্যন্ত ২৩টি আয়াতে বর্ণিত বিবরণ থেকে যা জানা যায়, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একদিন হযরত মূসা (আঃ) বনু ইস্রাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকদের মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? ঐ সময়ে যেহেতু মূসা ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর জানা মতে আর কেউ তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না, তাই তিনি সরলভাবে 'না' সূচক জবাব দেন। জবাবটি আল্লাহ্র পসন্দ হয়নি। কেননা এতে কিছুটা অহংকার প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর উচিৎ ছিল একথা বলা যে, 'আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'। আল্লাহ তাঁকে বললেন, 'হে মূসা! দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী'। একথা শুনে মূসা (আঃ) প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঠিকানা বলে দিন, যাতে আমি সেখানে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি'। আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফরে বেরিয়ে পড়। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি জীবিত হয়ে বেরিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সেই বান্দার সাক্ষাৎ পাবে'। মূসা (আঃ) স্বীয় ভাগিনা ও শিষ্য (এবং পরবর্তীকালে নবী) ইউশা' বিন নূনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সাগরতীরে পাথরের উপর মাথা রেখে দু'জন ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ সাগরের ঢেউয়ের ছিটা মাছের গায়ে লাগে এবং মাছটি থলের মধ্যে জীবিত হয়ে নড়েচড়ে ওঠে ও থলে থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। ইউশা' ঘুম থেকে উঠে এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু মূসা (আঃ) ঘুম থেকে উঠলে তাঁকে এই ঘটনা বলতে ভুলে গেলেন। অতঃপর তারা আবার পথ চলতে শুরু করলেন এবং একদিন একরাত চলার পর ক্লান্ত হয়ে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য বসলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) নাশতা দিতে বললেন। তখন তার মাছের কথা মনে পড়ল এবং ওযর পেশ করে আনুপূর্বিক সব ঘটনা মূসা (আঃ)-কে বললেন এবং বললেন যে, 'শয়তানই আমাকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল' *(কাহফ ১৮/৬৩)*। তখন মূসা (আঃ) বললেন, ঐ স্থানটিই তো ছিল আমাদের গন্তব্যস্থল। মূসা (আঃ) সেখানে গেলেন এবং খিযিরের সাথে পথ চলে তার অগাধ জ্ঞানের কিছুটা উপলব্ধি করলেন। খিযিরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটানোর মাধ্যমে আল্লাহ মূসা (আঃ)-

এর ভুল সংশোধন করে দিলেন।

ইউনুস (আঃ)-এর ভুল : ইউনুস (আঃ) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হ'লে আল্লাহ্র হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে তার কওমের উপরে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে গযব নাযিল হ'তে পারে। তারা ভাবল, নবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে ইউনুসের কওম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক হ'তে তওবা করে এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বাচ্চাদের ও গবাদিপশুগুলিকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহ্র দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্তকরণে তওবা করে এবং আসন্ন গযব হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ- 'অতএব কোন জনপদ কেন এমন হ'ল না যে, তারা এমন সময় ঈমান নিয়ে আসত, যখন ঈমান আনলে তাদের উপকারে আসত? কেবল ইউনুসের কওম ব্যতীত। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমরা তাদের উপর থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপকরণ ভোগ করার অবকাশ দিলাম' *(ইউনুস ১০/৯৮)*। অত্র আয়াতে ইউনুসের কওমের প্রশংসা করা হয়েছে।

ওদিকে ইউনুস (আঃ) ভেবেছিলেন যে, তাঁর কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার কওম তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসাবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।

আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা না করে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ইউনুস (আঃ) নিজ কওমকে ছেড়ে এই হিজরতে বেরিয়েছিলেন বলেই অত্র আয়াতে তাকে মনিবের নিকট থেকে পলায়নকারী বলা হয়েছে। যদিও বাহ্যত এটা কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীলগণের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তাদের ছোট-খাট ত্রুটির জন্যও পাকড়াও করেন। ফলে তিনি আল্লাহ্র পরীক্ষায় পতিত হন। হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হ'লে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হ'লে পরপর তিনবার তাঁর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহ্র হুকুমে বিরাটকায় এক মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলে। কিন্তু মাছের পেটে তিনি হযম হয়ে যাননি। বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা *(ইবনে কাছীর, আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*। মাওয়ার্দী বলেন, মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন' *(কুরতুবী, আম্বিয়া ২১/৮৭)*।

ইউনুসের ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ ছেড়ে চলে আসা, মাছের পেটে বন্দী হওয়া এবং ঐ অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ-

'আর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা স্মরণ কর, যখন সে (আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে লোকদের উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করে ছিল যে, আমরা তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভুল : রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনেও বিভিন্ন সময়ে ভুল সংঘটিত হয়েছে। যেমন-

(১) হিজরতের পরে তাবীর সংক্রান্ত ঘটনা : রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আসলেন, তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তাবীর (পরাগায়ন) করছিল। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এরূপ কেন করছ? তারা উত্তরে বলল, আমরা বরাবরই এরূপ করে আসছি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ না করলেই হয়তো উত্তম হ'ত। সুতরাং তারা এ কাজ ত্যাগ করল। কিন্তু তাতে ফলন কম হ'ল। (রাবী বলেন,) লোকেরা এ কথা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বলল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি (তোমাদের ন্যায়) একজন মানুষ। আমি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে তা তোমরা গ্রহণ করবে। আর আমি যখন (তোমাদের দুনিয়া সম্পর্কে) আমার নিজের মত অনুসারে তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন (মনে করবে যে) আমিও একজন মানুষ (আমারও ভুল হ'তে পারে)।[৬৮]

---

৬৮. মুসলিম হা/২৩৬২; মিশকাত হা/১৪৭।

(২) ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) একদা আমাদের বিকালের এক ছালাতে ইমামতি করলেন।... আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর মসজিদে রাখা এক টুকরা কাঠের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তিনি স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপরে রেখে এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন। যাদের তাড়া ছিল তারা মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। ছাহাবীগণ বললেন, ছালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে? উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। আর লোকজনের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে 'যুল-ইয়াদায়ন' বল হ'ত। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি ছালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ভুলিনি এবং ছালাত সংক্ষেপও করা হয়নি। অতঃপর (তিনি অন্যদের) জিজ্ঞেস করলেন, যুল-ইয়াদায়নের কথা কি ঠিক? তারা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং ছালাতের বাদপড়া অংশটুকু আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন ও তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মত বা একটু দীর্ঘ সিজদাহ করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর মাথা উঠালেন। পরে পুনরায় তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মত বা একটু দীর্ঘ সিজদাহ করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। ... অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন।[৬৯]

(৩) বদরযুদ্ধের পরে বন্দীদের ব্যাপারে : রাসূল (ছাঃ) বদর যুদ্ধের বন্দীদের ফিদইয়া নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করে তার ভুল সংশোধন করে দেন। আল্লাহ বলেন,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আনফাল ৮/৬৭)*।

আল্লাহ মানুষের ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ ক্ষমা করে দেন। মৃত্যুর পূর্বে তওবা করলে বড় অপরাধও আল্লাহ মাফ করে দেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র সাথে নাফরমানী করলে, সীমালংঘন করলে এবং মৃত্যু আসার পূর্বে তওবা না করলে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। যেমন ফেরাউনের ঘটনা জগৎবাসীর জন্য শিক্ষণীয় উপমা হয়ে আছে।

ফেরাউন ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অত্যাচারী। আল্লাহ বলেন, مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ 'ফেরাউন সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়' *(দুখান ৪৪/৩১)*। সে জীবনের শেষ মুহূর্তে নিজের ভুল সম্পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, 'আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করালাম আর ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনী শত্রুতা করে ও সীমালংঘন করে তাদের পিছে ধাওয়া করল। অবশেষে পানিতে যখন সে ডুবে যাচ্ছে তখন সে বলল, আমি বিশ্বাস করলাম যে, বনী ইসরাঈল যাঁর উপর বিশ্বাস করে আমি তাদের একজন। আল্লাহ বললেন, এখন! এর আগে তুমি তো অমান্য করেছ আর তুমি ছিলে এক ফাসাদ সৃষ্টিকারী। আজ আমরা তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব, যাতে তুমি পরবর্তীদের নিদর্শন হয়ে থাক। অবশ্য মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে খেয়াল করে না' *(ইউনুস ১০/৯০-৯২)*।

আমরা জানি, আল্লাহ তাঁর ইবাদত করার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ছালাত। এই ছালাত আদায়ের সময় হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান মত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণে সহো-সিজদার মাধ্যমে তা সংশোধন করা হয়। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ছালাত পড়ে নিশ্চিন্ত থেকে যায়। তবে তার সব আমল এবং তার ভবিষৎ জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ 'ভুল করে (কোন কাজ) করলে পাপ হবে না, ইচ্ছায় করলে পাপ হবে' *(আহযাব ৩৩/৫)*।

আল্লাহ মানুষের প্রতি যে কোন বিধান, আদেশ, উপদেশ অবতীর্ণ করেছেন, তা ভুলে যাওয়ার বিষয় নয়। যেমন জন্ম-মৃত্যু, কবর, পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি। এগুলির প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস না থাকলে এবং এগুলি বিশ্বাস করেও আমল না করলে পরকালে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা স্বাদ আস্বাদন কর। আমরাও তোমাদের ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর' *(সাজদাহ ৩২/১৪)*।

সুতরাং ভুল আমাদের নিত্য সঙ্গী। শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতেই যদি ভুল হয়, তবে জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণ কাজ-কর্মে, কথাবার্তায়, চলাফেরা ইত্যাদিতে কত ভুল হয় তা আল্লাহপাকই ভাল জানেন। ভুলটি জ্ঞাতসারে না অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছায় না অনিচ্ছায়, এটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। অনিচ্ছাকৃত হ'লে এখানেও ক্ষমার পথ আছে, অন্যায়-অবিচার, ব্যভিচার, প্রতারণা ইত্যাদি করে ভুলের দোহাই দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। আল্লাহ অন্তর্যামী, তিনি সবই জানেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ 'চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন' *(মুমিন ৪০/১৯)*। আল্লাহ আমাদেরকে ভুল হ'তে সাবধান থাকার তওফীক দান করুন- আমীন!

---

৬৯. *বুখারী হা/৪৮২।*

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(১৬তম কিস্তি)

চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার

Article-13 : 1. Everyone has the right to freedom of movement and residance within the borders each state. 'প্রত্যেকেরই স্বীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেকোন স্থানে অবাধে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার রয়েছে'।

অর্থাৎ জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের এই ধারার (১) এ বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচল এবং বসবাস করার অধিকার রয়েছে। সে যে ধর্ম-মতের লোক হোক না কেন। এক্ষেত্রে কেউ কারো উপরে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

2. Everyone has the right to leave any country including his own and to return to his country.[৭০] 'প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে স্বেচ্ছায় নিজ দেশ ত্যাগ করার এবং নিজের দেশে ফিরে আসার'।

অর্থাৎ জাতিসংঘ সনদের এই ধারার (২) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে, যেকোন বৈধ প্রয়োজনে নিজ দেশ ত্যাগ করতে পারবে এবং পুনরায় ফিরে আসতে পারবে। এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। যদিও বর্তমান যুগে মানুষের সে অধিকার নেই। যেমন মুসলমানদের অপরিহার্য ইবাদত পবিত্র হজ্জ-ওমরা পালনেও বাধা আসছে। সব ঠিক থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। দেশ ভ্রমণে যেতেও বাধা রয়েছে। অথচ অন্য ধর্মের অনুসারীদের কোন বাধা নেই। তবে প্রকৃত অপরাধীদের কথা ভিন্ন। দেশ-বিদেশে কখনও কখনও এ ধারাকে মানুষ নিজ স্বার্থে অথবা রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। এ ধারার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ :

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ১৩ (১) ধারায় মানুষের নিজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, ইসলাম অনেক পূর্বেই তা বলে দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাচল এবং বসবাস করার অধিকার রাখে। ধর্ম-বর্ণ, গোত্র ভেদে এর কোন পার্থক্য নেই। যেমন- আল্লাহ পাক বলেন, هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْـأَرْضَ ذَلُـوْلاً فَامْشُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِن رِّزْقِه وَإِلَيْهِ النُّـشُوْرُ 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য সুগম করেছেন। কাজেই তোমরা তাঁর দিকে যাতায়াত কর এবং তাঁর দেয়া জীবিকা আহরণ কর' *(মুলক ৬৭/১৫)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, قُلْ سِيْرُوْا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَـذِّبِيْنَ 'তুমি বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তারপর দেখ, মিথ্যাবাদীদের কেমন পরিণত হয়েছে' *(আন'আম ৫/১১)*। তিনি আরো নির্দেশ করেছেন, أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيْهَـا 'আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না, যেথায় তোমরা হিজরত করতে' *(নিসা ৪/৯৭)*।

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيْراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِن بَيْتِه مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَّحِيْمـاً 'আর যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে দেশ ত্যাগ করবে, সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ গৃহ থেকে বহির্গত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে, তৎপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত রয়েছে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(নিসা ৪/১০০)*।

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّـن بُيُوْتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُوْدِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَـامَتِكُمْ 'আর আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্যে পশু-চর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা তা সহজ মনে কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে' *(নাহল ১৬/৮০)*।

অত্র আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার যমীনে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শুধু নিজ দেশে নয়; সকল দেশে সে অবাধে চলাফেরা ও বসবাস করতে পারবে। অথচ বর্তমানে মানুষকে অন্যায়ভাবে নিজ বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমর্মে আল্লাহ বলেন, ثُمَّ أَنْتُمْ هَـؤُلاءِ تَقْتُلُوْنَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقـاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِم بِـالإِثْمِ وَالْعُـدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَـيْكُمْ إِخْـرَاجُهُمْ 'তোমরা তোমাদের সমগোত্রীয় কিছু সংখ্যক লোককে তাদের বসতি থেকে উচ্ছেদ করেছ, তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করেছ এবং তারা যখন যুদ্ধবন্দী রূপে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয় তখন তোমরা তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় কর, অথচ তাদের বসতি থেকে বহিষ্কৃত করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল' *(বাক্বারাহ ২/৮৫)*।

তবে কখনও কোন মানুষ বা মানবগোষ্ঠী সাধারণ অন্যের উপর অন্যায়-অত্যাচার, যুলুম-নিপীড়ন বা কোন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করলে ইসলাম সে ক্ষেত্রে তাদের স্থান ও দেশ ত্যাগে বাধ্য করার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّمَا جَـزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৭০. *Fifty years of Universal Declaration of Human Rights, P. 20.*

Contents

يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِــلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জনপদে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা তাদের জন্য দুনিয়াবী লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।' *(মায়েদাহ ৫/৩৩)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের আভ্যন্তরীণ এবং বহির্দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস ও চলাচলের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে অত্যাচারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, সাহল ইবনু আনাস আল-জুহানী (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, غَزَوْتُ مَعَ نَبِىِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبِىُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِى فِى النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এতে লোকজন (সৈনিকগণ) বাসস্থান সংকুচিত করে ফেললে এবং চলার পথ বন্ধ করে দিলে নবী করীম (ছাঃ) উক্ত লোকজনের মধ্যে একজন ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা করে দিলেন, যে ব্যক্তি বাসস্থান সংকুচিত করে ফেলল অথবা চলার পথ বন্ধ করে দিল, তার জিহাদ করার প্রয়োজন নেই'।[৭১]

মানুষের যাতায়াতের পথে কোনরূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। সে যেকোন ধরনের রাস্তা হোক না কেন। অপর এক বর্ণনায় আধুনিক নগর বা বসতিস্থাপনের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوْا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : الَّذِىْ يَتَخَلَّى فِــىْ طَرِيْــقِ النَّاسِ أَوْ فِى ظِلِّهِــمْ 'তোমরা দু'টি অভিশাপের ক্ষেত্র হ'তে বেঁচে থাক। তারা জিজ্ঞেস করলেন, উক্ত অভিশাপের ক্ষেত্র দু'টি কি কি ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)? উত্তরে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের পথে অথবা মানুষের ছায়া গ্রহণের স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব করে (এ দু'টি অভিশাপের ক্ষেত্র)'।[৭২] যাতায়াতের পথ নিষ্কণ্টক করা শুধু মুমিনের কর্তব্যই নয়, বরং এটি ঈমানের অন্যতম শাখাও বটে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উৎকৃষ্টতম হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই বলা এবং নিম্নতম হচ্ছে যাতায়াতের পথ থেকে কষ্টদায়াক বস্তু অপসারণ করা'।[৭৩]

অথচ আমাদের দেশে হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, জ্বালাও পোড়াও প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে তথাকথিত গণতান্ত্রিক এবং অন্যান্য অধিকার রক্ষার নামে। বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের সংবিধানের আলোকে এগুলো কোন অপরাধ নয় (!) আবার এগুলোর নামই নাকি গণতান্ত্রিক অধিকার। যখন যে সরকার আসে সকলে প্রায় একই পথের অনুসারী। অথচ ইসলামে এগুলোর স্থান তো নেই; বরং এসব কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণের প্রতি জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِى شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ 'আমি এক ব্যক্তিকে একটি গাছের কারণে জান্নাতে চলাফেরা করতে দেখেছি। অর্থাৎ সে পথের উপর থেকে ঐ গাছটি কেটে ফেলেছিল যা মুসলমানদের কষ্ট দিত'।[৭৪]

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী-বেসরকারী ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জায়গা-জমি অবৈধভাবে দখল কিংবা উচ্ছেদের জয়জয়কার চলছে। মিডিয়াতে যাদের নাম দেয়া হয়েছে ভূমিদস্যু। এদের অধিকাংশ হ'ল শিল্পপতি, সমাজনেতা অথবা সরকারী দলের নেতা-কর্মী। অথচ ডিজিটাল দেশের রাজধানী খোদ ঢাকাতেই প্রায় ৪০% লোক উদ্বাস্তু। আর বসবাস ও চলাচলের জন্য ঢাকা এখন বিশ্বের সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর শহর হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে মানুষ যেভাবে বসবাস ও চলাচল করে তা জাতিসংঘ সনদের এ ধারার লংঘন ছাড়া কিছুই নয়। আর সারা দেশের ভূমিহীন মানুষের হার প্রায় ৫০%। এদের বসবাসের জন্য নিজস্ব জায়গা নেই। অথচ অভিজাত শ্রেণী, রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী-এম.পিগণের ঠিকই দেশে-বিদেশে অসংখ্য বিলাস বহুল বাড়ীর খবর পাওয়া যায়। ঢাকার কিছু আবাসিক এরিয়া দেখলে মনেই হয় না যে, বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু-ইহুদী-খৃষ্টান চক্র মুসলমানদেরকে তাদের বসবাসের স্থান ও পৈত্রিক ভিটাবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করছে। অথবা নিজ দেশের ঘরবাড়ি, মসজিদ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, মানুষ হত্যা করে তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং উদ্বাস্তু বানানো হচ্ছে। এভাবে তারা নিঃসম্বল হয়ে দেশ ত্যাগ করছে। কোথাও হয়ে যাচ্ছে নিজ ভূমে পরবাসী। অথচ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কারো জমির কোন অংশ অন্যায় ভাবে দখল করে নেয়, (কিয়ামতের দিন) এর সাত স্তবক (স্তর) যমীন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে'।[৭৫] অন্য হাদীছে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কারো জমির সামান্য অংশ বিনা অধিকারে দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন সাত স্তবক যমীন পর্যন্ত তাকে ধসিয়ে দেয়া হবে'।[৭৬]

সুতরাং যারা বসবাসের জন্য সামান্যতম জায়গাটুকু পাচ্ছে না অথবা কেউ পেলেও অন্যায়ভাবে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে

---

৭১. আবূদাঊদ হা/২৬২৯, মিশকাত হা/৩৯২০, সনদ হাসান।
৭২. মুসলিম হা/২৬৯ 'ঈমান' অধ্যায়।
৭৩. বুখারী, মুসলিম হা/৩৫, মিশকাত হা/৪।
৭৪. মুসলিম হা/১৯১৪, মিশকাত হা/১৯০৫।
৭৫. বুখারী হা/২৪৫৩, মুসলিম হা/১৬১০, মিশকাত হা/২৯৩৮।
৭৬. বুখারী হা/২৪৫৪।

দেয়া হচ্ছে, তাদের অবস্থা কত দুর্বিসহ হ'তে পারে উপরোক্ত হাদীছদ্বয় থেকে তা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে কোন মানুষ যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন মানুষকে বসবাস ও যাতায়াতের জন্য জায়গা অথবা রাস্তা করে দেয়, তবে আল্লাহ পাক জান্নাতে তার জন্য সে পরিমাণ জায়গা দিবেন। এখানে সুস্পষ্ট বলা যায়, ইসলাম মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরা কিংবা বসবাসের জন্য কত সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছে। কিন্তু এদেশের কর্ণধর ও বিশ্বমোড়লেরা তা বুঝেও যেন না বুঝার ভান করে চলেছে।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ১৩ (১) ধারায় প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার দেয়া হয়েছে এবং ১৩ (২) ধারায় বলা হয়েছে, যে কোন নাগরিকের নিজ প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ এবং পুনরায় ফিরে আসার অধিকার রয়েছে। এই ধারা-উপধারাগুলোর পর্যালোচনা করতে গিয়ে জানা যায়, ইসলাম বহু বছর পূর্বেই মানুষের এ অধিকারগুলো দিয়েছে। জাতিসংঘ সনদের এই লিখিত ধারাগুলো কেবল কাগজে-কলমে রয়েছে। এখানে এ বিধান লংঘনের কারণে ভুক্তভোগীরা কি প্রতিকার পাবে তার স্পষ্ট বক্তব্য নেই। আবার এ ধারার আলোকে কেউ যদি স্বাধীনভাবে চলাচলের ও বসবাসের কথা বলে নগ্নতা, অশ্লীলতার সাথে বেপরোয়া ভাবে চলাচল করে তাহ'লে তা মানবাধিকার লংঘন হবে না। কি চমৎকার আইন?

প্রথমে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি দেখি, তাহ'লে দেখা যাবে এই ধারার সঠিক প্রয়োগ নেই। এখন একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাস করা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া কোন জ্ঞানী-গুণী, ভদ্র ও শান্তিপ্রিয় মানুষের স্বাধীন ও নিরাপত্তার সাথে চলাফেরা ও বসবাসের গ্যারান্টি নেই। কে, কখন চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের কবলে পড়বে একজন নীরিহ পথিককে রীতিমত সে দুঃশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বাড়ী থেকে বের হ'তে হয়। আবার সড়ক, ট্রেন, নৌ, বিমান প্রভৃতি দুর্ঘটনায় প্রতি বছর যে হারে মানুষ মারা যাচ্ছে তার প্রতিকারে সরকারী কোন প্রকার উদ্যোগ নেই। এজন্য সরকার দায়ী। এসব মানবাধিকারের লংঘন। অপর দিকে চোর-ডাকাত, ছিনতাইকারী, অপহরণকারী আর ইভটিজারদের দৌরাত্ম্য এখন সকলকে শংকিত করে তুলেছে। আবার কখনও সরকারী পোশাকধারী সাদা বাহিনী কর্তৃক নামে-বেনামে ডাকাতি-ছিনতাই, গুম-হত্যা ঘটানো হচ্ছে, যা পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিন দেখা যায়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অপহরণ করে গুম বা ক্রস ফায়ারে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গত ২৭ এপ্রিল নরায়ণগঞ্জে এম.পি'র কর্মীগণ এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী র‍্যাব কর্তৃক দিনে-দুপুরে ৬ কোটি টাকার বিনিময়ে প্যানেল মেয়র নযরুল ইসলাম সহ ৭ জন গুম, অতঃপর হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা দেশবাসী ও বিশ্ব বিবেককে হতবাক করেছে। এটাকে শুধু মানবাধিকার লংঘন বললে কি যথেষ্ট হবে?

বর্তমানে দেশের মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতাহীনতায় ভুগছে। এক রিপোর্টে দেখা যায়, জানুয়ারী ২০১২ সালে সারাদেশে ৩৪৩ টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এ হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ১১ জন খুন হয়েছে। প্রতিদিন যে দেশে এত পরিমাণ মানুষ নিহত হয় সেখানে সাধারণ মানুষের চলাচল ও বসবাসের নিরাপত্তা কোথায়? শুধু তাই-ই নয়, এখন নেশাখোর-সন্ত্রাসী ছেলে-মেয়েদের হিংস্র ছোবলে পিতা-মাতাও নিজ ঘরে নিরাপদ নয়। নেশাখোররা নিজ ভাই-বোন, পিতা-মাতাকেও হত্যা-নির্যাতন করতে দ্বিধা করছে না। এই তো কিছু দিন পূর্বে নিজ কন্যা ঐশী কর্তৃক পুলিশ কর্মকর্তা দম্পতির নির্মম হত্যাকাণ্ড বিশ্ববিবেককে নাড়া দিলেও বাংলাদেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের ঘুম ভাঙ্গছে না। আমরা কোথায় পৌঁছেছি? এখন এদেশের প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর ব্যর্থতার কারণে পিতা-মাতারা সন্ত্রাসী, নেশাখোর ছেলেদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছে। যেমন পুলিশের তালিকায় চৌমহনীর শীর্ষ সন্ত্রাসী জাফর আহমাদ (৩৪)-কে তার বৃদ্ধ পিতা হাজী আব্দুস সুবহান পুলিশের হাতে তুলে দেন। সন্ত্রাসী পুত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেই বাদী হয়ে বেগমগঞ্জ থানায় মামলা করেন। জানা যায়, গত ২৬ সেপ্টেম্বর চৌমহনীস্থ নোলাবাড়ী থেকে র‍্যাব তাকে গ্রেফতার করে। সে কয়েকদিন পরে জেল থেকে জামিন পায়।[৭৭] লক্ষ লক্ষ পরিবার যে এ রকম অশান্তির আনলে পুড়ছে তার হিসাব নেই। দেশের শহর-বন্দর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মাদকতার বিষবাষ্পে আক্রান্ত পরিবারগুলো কত যে অসহায় ও অমানবিক জীবন যাপন করছে কোন ইয়ত্তা নেই। কোথায় মানবাধিকার রক্ষাকারী বাহিনী? ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মুহূর্তেই এসব মাদকতা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি প্রভৃতি নির্মূলের মাধ্যমে মানুষকে নির্বিঘ্নে চলাফেরা ও শান্তিতে বসবাসের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

বিশ্বের অন্যতম গণতন্ত্রপন্থী দেশ ভারতের কাশ্মীরের দিকে তাকালে দেখতে পাব, সেখানকার নাগরিকদের মানবাধিকার পরিস্থিতির ভয়াল চিত্র। একটি রিপোর্টে প্রকাশ, ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলের তিনটি এলাকায় ৩৮টি গণকবরে ২ হাযার ১৬৫টি লাশ পাওয়া গেছে। কাশ্মীরের মানবাধিকার গ্রুপগুলো দাবী করেছে, আট হাযারের বেশী কাশ্মীরী যুবক নিখোঁজ রয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে, এসব হতভাগাকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে সেখানে পুঁতে রাখা হয়েছে।[৭৮] বর্তমানে সেখানে সাধারণ যুবক-যুবতীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। অপরদিকে ইরাকে ৮ বছরে ৬ লাখ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। বুঝা গেল, আজ দেশ-বিদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ত্রাসী, বাঁদাবাজী সহ নানা কারণে মানুষের চলাচলের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নেই। অথচ ইসলামী জীবন বিধানে এ রকম হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। উদাহরণস্বরূপ এখনও গোটা সঊদী আরবে ইসলামী অনুশাসনে মানুষের নির্বিঘ্ন চলাচল ও জীবন যাত্রার নিরাপদ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

---

৭৭. মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০৫, পৃঃ ৩৯।
৭৮. মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১১, পৃঃ ৪৩।

অন্যদিকে দেখা যায়, জাতিসংঘ সনদের এই ধারা মানুষের চলাচলের স্বাধীনতার নামে ছেলে-মেয়েদেরকে উন্মুক্ত ময়দানে নামিয়েছে। যে কারণে শিক্ষাঙ্গন, হোটেল, রেঁস্তোরা, হাসপাতাল, পার্ক, সীবিচ, বিমান বন্দর, কর্মক্ষেত্র সহ প্রায় সর্বত্র অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার মাধ্যমে অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনার সয়লাব চলছে। সুস্থ-বিবেকবান কোন মানুষ তা মেনে নিতে পারেন না। ইদানীং আমাদের দেশে এই ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে ইভটিজিং, ধর্ষণ, মাদক সেবন, সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি আরও বেড়ে গেছে। প্রশাসন রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে ঐসব প্রতিরোধ করতে। আর প্রশাসন কিভাবে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে? কোন কোন মন্ত্রী-এমপিরা যদি এসবকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় ও উসকে দেয়, তাহ'লে এসব কি করে নিয়ন্ত্রিত হবে? তাছাড়া বাংলাদেশের আইন তৈরীর সুতিকাগার সংসদ ভবনের সামনে-পিছনে খোদ এম.পি-পুলিশের সামনেই যদি ছেলে-মেয়ের অবাধ চলাফেরা, মেলামেশা ও অশ্লীলতার সয়লাব চলে, তাহ'লে দেশের হতভাগা নাগরিকেরা আর কোথায় যাবে? এক কথায় বলব, এসবই স্বাধীন চলাচলের নামে ধর্মীয়, পারিবারিক ও পরিবেশগত চরম মানবাধিকারের লংঘন। পক্ষান্তরে ইসলাম বহু পূর্বেই সুস্পষ্টভাবে এসব অশ্লীলতা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। ইসলাম বলে দিয়েছে, মুসলিম নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে কিভাবে ঘরে বাইরে চলাফেরা করবে, কার সাথে মিশতে পারবে ও কার সাথে পারবে না। শুধু মুসলিম কেন যেকোন ধর্মই সম্ভবত এ ধরনের স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী।

এই ধারার আরেকটি অংশ হ'ল স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার। আমরা বলব, এই ধারার আলোকে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ঘর-বাড়ি স্থাপন করে বসবাস করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত মানবাধিকারের রূপকারগণ এ ধারায় উল্লেখ করেননি যে কোন মানুষ যদি বসবাসের স্বাধীনতা না পায় অথবা বসবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি? আবার কেউ যদি এ ধারা ব্যবহার করে স্বাধীনভাবে বসবাসের নামে সরকারি সার্টিফিকেট নিয়ে পতিতাবৃত্তি, মদ-জুয়ার আসর, অশ্লীল নাইট ক্লাব এবং আবাসিক হোটেলের জন্য বাড়িগুলো কাজে লাগায় অথবা দেশে-বিদেশে বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে লিভ টুগেদার করে অথবা সমকামী হয়, এ সবকে স্বাধীন বসবাসের স্থান বলা হবে কি? এটাই কি মানবাধিকার? ইসলামে এসব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রচলিত এই আইন লংঘন হ'লে শুধুই আছে সান্ত্বনা, বিবৃতি অথবা বড় জোর নিন্দা। একটি রিপোর্টে জানা যায়, ২০১০ সালে পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৪ কোটি ২০ লাখেরও বেশী মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে ভারত, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু হয়েছে। বিশ্বে ধনী দেশগুলো যে পরিমাণ বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করছে, এর পরিণতিতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন নির্গমনের কারণে আবহাওয়ায় উষ্ণতা খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব বাংলাদেশের উপর বেশী পড়ছে। নিউইয়র্ক টাইম ৫-৬ এপ্রিল ২০১৪ সাপ্তাহিক সংস্করণের প্রথম পৃষ্ঠায় এসব ভয়ংকর তথ্য প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে ভারতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারিক এ করিম বলেছেন, বর্তমানে যে হারে সমুদ্র জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে তাতে হিসাব করে দেখা গেছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অন্তত পাঁচ কোটি অধিবাসীকে বাস করার মত ভূমি হারিয়ে বিদেশে পালাতে হবে। প্রতিবেদনে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্র পৃষ্ঠের ক্রমাগত উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ১৭ শতাংশ পানিতে তলিয়ে গিয়ে এক কোটি ৮০ লাখ বাংলাদেশী ভূমিহারা ও আশ্রয় হারা হবে। এ আশঙ্কায় ইতিমধ্যে বহু অধিবাসী সমুদ্রোপকূল এলাকা থেকে সরে যেতে শুরু করেছে।[৭৯] এই প্রতিবেদনের বরাতে মানবাধিকার কর্মীগণ বলেছেন, পৃথিবীর আবহাওয়া উষ্ণতার জন্য ধনী দেশগুলো দায়ী। এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোকে ধনী দেশের ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত। এখানে এ কথা স্পষ্ট যে, বিশ্বের ধনী দেশগুলোর ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতা, বিলাসিতা, মারণাস্ত্র উৎপাদন সহ নানা কারণে বুভুক্ষু-পীড়িত-দারিদ্রক্লিষ্ট দেশগুলোর অসহায়-হতভাগা মানুষেরা বসবাসের ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন; যা নিঃসন্দেহে মানবাধিকার লংঘনের শামিল। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও মানবজীবনের বসবাসের জন্য ক্ষতিকর কাজের কোনরূপ সুযোগ নেই।

বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর আধিপত্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ বা দুর্নীতির কারণে আজ কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তাদের বসবাসের জন্য কোন আশ্রয় নেই। বিশেষ করে অপশক্তিগুলো চায় মুসলমানদেরকে উদ্বাস্তু ও নিঃস্ব বানাতে। এটা কয়েকটি রিপোর্ট দেখলে বুঝা যাবে। ১৯৯৯ সালে পূর্বতিমুর, ইন্দোনেশিয়া হ'তে পৃথক হওয়ার পর থেকে সেখানকার শত শত মুসলমানকে অবৈধভাবে ইন্দোনেশিয়ায় বিতাড়িত করেছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের ৮ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার বলে স্বীকার করেছে জাতিসংঘ। এই স্বীকারুক্তিই শেষ। অথচ গরীব রাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর বিরাট বোঝাস্বরূপ কক্সবাজারে অবস্থানরত লক্ষ্য লক্ষ্য রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য কেউ ব্যবস্থা করছে না। অন্যদিকে মধ্য প্রাচ্যের ফিলিস্তীন থেকে ১৯৬৭ সালে ইহুদী-খৃষ্টান গং প্রায় ১০-১২ লক্ষ্য মুসলিমকে নিজ দেশ-বসতি থেকে বিতাড়িত করে উদ্বাস্তু করেছে। এখনও সেখানে নীরিহ ফিলিস্তিনীদের হত্যা, নির্যাতন করা হচ্ছে। তাদের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে দিয়ে ইহুদীরা বসতবাড়ী নির্মাণ করছে। অথচ বিশ্বের মানবাধিকারের কথিত বাস্তবায়নকারী (?) দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাক্কারজনকভাবে তাদেরকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হ'ল মানবাধিকারের এই সনদটিকে এখন কে মূল্যায়ন করবে? এভাবে মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, আসাম, ক্রিমিয়া, মধ্য আফ্রিকার দেশসহ সারা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ এখন বসত-বাড়ি বিহীন অবস্থায় জীবন-যাপন করছে। যা এই

৭৯. *নয়াদিগন্ত, ১৬ এপ্রিল, ২০১৪, পৃঃ ৭।*

সনদের লংঘন। কিন্তু ইসলাম কখনও এ বিষয়টিকে সমর্থন করেনি। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে জাতিই হৌক না কেন কাউকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ, স্বাধীন চলাচল ও বসবাসের উপর হস্তক্ষেপে ইসলাম বিশ্বাসী নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক মদীনা সনদের ভিত্তিতে সব জাতিকে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার এক অনুপম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ১৩ (২) উপধারা অনুযায়ী মানুষের এক দেশ থেকে অপর দেশে চলাচলের স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলাম গোটা বিশ্বকে এক খলীফার/আমীরের অধীনে পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছে। সে হিসাবে গোটা বিশ্বটা একটা দেশ। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিধি-নিষেধ সব কিছু ঠিক রেখে প্রত্যেক দেশের নাগরিক বিভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে যেতে এবং আসতে পারেন। যেহেতু আল্লাহ পাক গোটা বিশ্বকে মানুষের জন্য রিযিকের, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান করেছেন। অথচ আমাদের দেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই মানুষের এরূপ স্বাধীন চলাচল, যাতায়াতের উপর হস্তক্ষেপ করে চলেছে, যা ইসলামে নেই।

এখন মানুষের বিদেশে যাতায়াত তো দূরের কথা, শীর্ষ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ চিকিৎসা নিতে যাবেন, সেখানেও তাঁর জীবনের কোন গ্যারান্টি নেই। যেমন ইহুদীবাদী ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট শিমন প্যারেজ শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, পি.এল.ও'র সাবেক প্রধান ইয়াসির আরাফাত হত্যায় তাদের হাত ছিল। তিনি বলেছেন, ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করা ঠিক হয়নি। কারণ তাঁর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ ছিল। উক্ত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে ইসরাঈলের অবস্থান বিশ্ববাসীর সামনে আরেকবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে আল-কায়েদার সাথে ইসরাঈলের পার্থক্য হ'ল আল-কায়েদার কোন রাষ্ট্রীয় ভিত্তি নেই। আর ইসরাঈল হচ্ছে বিশ্বের বুকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।[৮০]

এখান থেকে একটি দিক ফুটে উঠে। তাহ'ল কোন সাধারণ বা বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ করে মুসলমানদের স্বাধীনভাবে দেশ ত্যাগ করা বা ফিরে আসাটা শুধু বাধা নয়; অতি ভয়ংকর। অথচ এই ইহুদী-খৃষ্টানরা সারা বিশ্বে স্বাধীনভাবে চষে বেড়াচ্ছে। তাদের কোন সমস্যা নেই। এগুলো কি মানবাধিকার লংঘন নয়?

পক্ষান্তরে ইসলামে মুসলমান, হিন্দু-খৃষ্টান বলে কোন কথা নেই। মুসলমানের প্রতিবেশী হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ, ফকীর-বাদশাহ যেই হৌক তাদের প্রতি সকল অধিকার প্রদানে উদারতা দেখিয়েছে, যা অন্য কোন ধর্মে নেই। সুতরাং আমরা বলতে পারি, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মানবাধিকার সনদ ও ধর্মে মানুষের স্বাধীনভাবে চলাচল, বসবাস ও দেশ-বিদেশে যাতায়াতের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ অধিকার নেই?

অতএব জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের বিভিন্ন ধারা অস্পষ্ট ও ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায় তা সংশোধন করার আহ্বান জানাই। সাথে সাথে উক্ত বিষয়ের প্রতি ইসলাম মানবাধিকারের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, আমরা নির্ভুল ও চিরন্তন সেই মানবাধিকার সনদের অনুসরণ করি। আল্লাহ বিশ্ব সম্প্রদায়কে সে জ্ঞান দান করুন- আমীন!!

[চলবে]

---

৮০. আত-তাহরীক, মার্চ ২০১৩, পৃঃ ৬৭।

Contents

কবিগুরুর অর্থকষ্টে জর্জরিত দিনগুলো

ড. গুলশান আরা

শুনতে খটকা লাগলেও সত্যি জমিদার রবীন্দ্রনাথও জীবনের কোন এক সময়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছেন, টাকার প্রয়োজনে হাত পেতেছেন অন্যের কাছে। মহৎ কিছু কাজ সম্পাদন করতেই তার এই দুরবস্থা।

অন্য জমিদাররা যেখানে লক্ষ মুখ দিয়ে অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষে পান করছে- সেখানে দরিদ্র প্রজার জন্য রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উদ্বিগ্ন। প্রতিনিয়ত চিন্তা করতেন কি করে দরিদ্র প্রজাকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের চাষাবাদ প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। অত্যন্ত সহজ শর্তে এই ক্ষুদ্র ঋণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কেননা এ সময় কৃষকরা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সূদে ঋণ নিয়ে মরণদশায় পড়ে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন- রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি। কেননা তার জমিদারী সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচানো।

কৃষকদের বাঁচাতে ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ পতিসরে একটি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে অনেক টাকা ঋণ করে তিনি এ কাজটি আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা বিশ্বভারতীকে দিয়ে দেন। বিশ্বভারতী নোবেল পুরস্কারের এক লক্ষ আশি হাযার টাকা বিনিয়োগ করলেন পতিসর কৃষি ব্যাংকে, ৮% সূদে। ফলে কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নেবার চাহিদা বেড়ে গেল। কিন্তু 'রুরাল ইন ডেটেওনস অ্যাক্ট' প্রবর্তন হবার ফলে প্রজাদের ধার দেয়া টাকা আর ফেরত নেয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের টাকা, তার বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা টাকা, স্থানীয় আমানতকারীদের টাকা- সব নিয়ে কৃষি ব্যাংকের ভরাডুবি হয়ে গেল।

কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার স্থবিরতা দূর করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় শিলাইদহে পাটের ব্যবস্থা শুরু করেন। তিনি এই ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক্ রূপ দিতে নামকরণ করলেন 'টেগোর অ্যান্ড কোং'। যাদের কাজ হল পাট গাঁট বেঁধে কলতায় রফতানী করা এবং আখ মাড়াই, কল ভাড়া দেয়া। ওরা মোকামে বসে পাটের গাঁট বানিয়ে কলকাতায় চালান দেন, মারোয়াড়ি ব্যবসাদার তা কিনে নেয়। বেশ লাভ হতে লাগল।

কিন্তু বারবার এমন শুভক্ষণ আসেনি বিশ্বকবির জীবনে। যতবার ব্যবসা করতে গেছেন, প্রথমে কিছুদিন একটু সোনালী রেখা দেখতে পাওয়ার পরই ক্ষতি শুরু হয়েছে। সুরেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ ব্যবসায় নেমে কোন এক মারোয়াড়ির কাছ থেকে ঋণ করতে হয়েছিল পঞ্চাশ হাযার টাকা। যথাসময়ে অনাদায়ে সেই মহাজন কবি ও তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে জেল খাটাবার উপক্রম করেছিল। তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাযার টাকা নিয়ে সেই মারোয়াড়ির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। কিন্তু এটা তো ঋণ; এ বাবদে রবীন্দ্রনাথকে নিজের অংশেই মাসিক সূদ দিতে হয় একশ পঁয়ত্রিশ টাকা তের আনা চার পাই। প্রতি মাসে সেই অর্থ জোগাড়ের দুশ্চিন্ত াও মাথায় রাখতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ কিছুটা ঝোঁকের মাথায় শান্তি নিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তার ছেলে রথীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে জানাচ্ছেন- শান্তি নিকেতনে শিক্ষা নিয়ে বাবা যে পরীক্ষণের পত্তন করেছিলেন তার জন্যে তাকে যে কী পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছিল, সে কথা খুব কম লোকেই জানতো বা বুঝতো।

বিদ্যালয়ের কাজ তো শুরু হল, কিন্তু ছাত্র সংগ্রহ করা- সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। যেসব ছাত্র এলো তাদের অনেকে ছিল যাকে বলে বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানো দুরন্ত ছেলে। বেশকিছু লোকের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি ছিল অসীম অবজ্ঞা। বিদ্যালয়ে বাবা যে সমস্ত নতুন প্রথা-পদ্ধতি প্রবর্তিত করলেন, তা নিয়ে তারা হাসাহাসি করতেন। এ বিদ্যালয় যে কেবল দুরন্ত ছেলেদের শায়েস্তা করার সংশোধনাগার নয়, এই বোধ জাগ্রত হয়েছিল অনেক পরে। তার উপর ছিল বিদ্যালয়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিরাগ ও সন্দেহ। তাদের ধারণা হয়েছিল, এই প্রতিষ্ঠান স্বদেশী ও রাজদ্রোহ প্রচারের কেন্দ্র। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা কোন কোন রাজকর্মচারীর কাছে গোপন-সার্কুলার পাঠিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তারা যেন শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ে ছেলে না পাঠান। বৈষয়িক দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা চলে যে, এই রকম প্রচেষ্টায় নামতে যাওয়া তখনকার অবস্থায় বাবার পক্ষে নিতান্তই অবিবেচনার কাজ হয়েছিল। সে সময় নিজের পরিবার প্রতিপালনের দিক থেকেই তার আয় যথেষ্ট ছিল না, তাছাড়া কুষ্টিয়ার ব্যবসা ফেল পড়ায় বাজারে তখন প্রচুর দেনা। বিষয়-সম্পত্তি, এমনকি আমার মার গহনা পর্যন্ত বিক্রি করে তাকে বিদ্যালয়ের খরচ নির্বাহ করতে হয়েছে। বিয়ের সময়ে যৌতুক স্বরূপ তিনি যে সোনার লকেট, ঘড়ি ও চেন পেয়েছিলেন, সেটিও জনৈক বন্ধুর কাছে বিক্রি করতে হয়।

এসব না করে তো উপায় ছিল না- বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে পিছিয়ে আসার পথ বন্ধ। বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়ানো, তাদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষকদের প্রতিমাসে বেতন দিতেই হবে। মাসের শেষে রবীন্দ্রনাথকে তাই দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হয়। শিক্ষকদের বেতন দিতে না পারলে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে। ছাত্রদের প্রতিদিনের খাদ্য সরবরাহ যদি ঠিকমত না হয়- তাহলে কী হবে! আরো টুকিটাকি খরচ থাকে, মাঝে মধ্যে বড় ধরনের খরচও এসে পড়ে।

ভর্তির সময় অভিভাবকদের জানানো হয়েছিল যে, এই আদর্শ বিদ্যালয়টি অবৈতনিক যেমন প্রাচীনকালে গুরুর আশ্রমে শিষ্য-ছাত্রদের কোন খরচ দিতে হত না। এখন হঠাৎ

অভিভাবকদের কাছে টাকা চাওয়া যায় কীভাবে? হিসেব করে দেখা গেছে- প্রতিটি ছাত্রের জন্য মাসে অন্তত পনেরো টাকা খরচ পড়েই। বছরে একশ আশি টাকা। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন তার এই শুভ উদ্দেশ্য দেখে বন্ধু ও শুভার্থীরা স্বেচ্ছায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। যদি দেশের একেকজন ধনী ব্যক্তি একেকটি ছাত্রের জন্য বছরে একশ আশি টাকা দিতেন তাহলে কোন সমস্যা থাকতো না। কয়েকজনের কাছে আবেদন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। ত্রিপুরার মহারাজা মাসিক পঞ্চাশ টাকা পাঠান, দু-একজন কখনও কিছু সাহায্য করেন, তা সিন্ধুতে বিন্দুর মতন।

এক সময় হঠাৎ খুব টাকার টানাটানি পড়েছিল, শান্তি নিকেতনের ছাত্রদের খেতে না পাওয়ার মতো অবস্থা। শিক্ষকদের বেতন দেয়া যাচ্ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সে সময় হন্যে হয়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন- প্রিয়ংবদা কী করে যেন তার প্রিয় কবির অত দুশ্চিন্তার কথা শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঋণ দিয়েছিলেন দশ হাযার টাকা। রবীন্দ্রনাথ প্রতিমাসে কিছু কিছু টাকা শোধ করছেন। কোন রমণীর কাছে যদি অর্থঋণ থাকে, কোন অধমর্ণ পুরুষ কি তার সঙ্গে মধুর ভাবের কথা বলতে পারে! কবির এই সঙ্কটের কথা জেনে প্রিয়ংবদা আরো পাঁচশ টাকা পাঠালেন শান্তি নিকেতনের জন্য, এটা ঋণ নয়- দান।

টাকা টাকা টাকা। সব সময় টাকার চিন্তা। কবিপুত্র রথী জানাচ্ছেন সেই দুঃসময়ের কথা- বিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থকষ্ট বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাবা তার বন্ধু লোকেন পালিতের বাবা স্যার তারকনাথ পালিতের কাছে হাত পাতলেন, কিছু ঋণ পাবার উদ্দেশ্যে। পালিত মহাশয়ের জীবৎকালে এই ঋণ পরিশোধ করা যায়নি। মৃত্যুকালে তার যাবতীয় সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন, ফলে বাবাকে দেওয়া এই ঋণের টাকাটাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য হল। এই ঋণ নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ১৯১৬-১৭ সালে আমেরিকায় বাবার যে বক্তৃতা সফর হয় তার ফলে অর্থাগম হয়েছিল প্রচুর। এই সফরের ব্যাপারে বাবার ক্লান্তি ছিল না। তার ধারণা হয়েছিল, এ থেকে যে টাকা আসবে তা দিয়ে শান্তি নিকেতনকে তিনি মনের মতন গড়ে তুলতে পারবেন। সব ধার শোধ হয়ে যাবে এবং আর কখনো কারো কাছে হাত পাততে হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এবারও তার আশা-আকাঙ্খা ভূমিসাৎ করেছিল। যে সংস্থা এই বক্তৃতা সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন সফরের শেষদিকে নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করলেন। বাবার পাওনা হয়েছিল বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। পিয়ার্গণ সাহেব বহু কষ্টে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছিলেন, তা কয়েক হাযারের বেশি হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেনা শোধ করতেই এই টাকাটা খরচ হয়ে গিয়েছিল। উদ্বৃত্ত আর কিছু ছিল না। ইউরোপে যখন বাবার বইয়ের খুবই কাটতি তখন আশা করা গিয়েছিল, লক্ষ্মী ঠাকরুন এবার হয়তো মুখ তুলে চাইবেন। কিন্তু এমনি কপাল যখন তার নাম বিশ্ববিখ্যাত হল, জগৎজোড়া খ্যাতি জুটল ঠিক সেই সময়ে লাগল প্রথম মহাযুদ্ধ। সুতরাং রয়্যালিটির টাকা সব আর হাতে এলো না। বাবাকে প্রায়ই বেরোতো হতো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। ১৯২০ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি আমেরিকায় গেছেন আমি তার সঙ্গে ছিলাম। ...শুনেছিলাম বেশ কয়েক লক্ষ ডলার নিয়ে আমরা দেশে ফিরতে পারব। শেষ পর্যন্ত যা হাতে এলো তা কয়েক হাযার ডলার মাত্র।...

বাবা যখন দেশে ফিরলেন, মন তার ভেঙে গেছে। পরে শুনেছিলাম একেবারে শেষ মুহূর্তে ওয়াল স্ট্রিটের কুবেরের ভাণ্ডারে কুলুপ পড়েছিল ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে। ব্রিটিশ সরকার নাকি এমন আভাস দিয়েছিলেন যে, ভারতের বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আমেরিকা যদি টাকা ঢালে তাহলে তা তাদের বিরক্তির কারণ হবে।... প্রতিষ্ঠানের জন্য বাবাকে বাধ্য হয়ে এখান থেকে ওখান থেকে টাকা চাইতে হয়েছে। কিন্তু সব সময় যে টাকা পেয়েছেন এমন নয়।

শেষ পর্যন্ত মহাত্মাজীই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন বাবার মতো কবি মানুষের পক্ষে বিশ্ব ভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো, কি গভীর দুঃখের বিষয়। ১৯৩৬ সালে বাবা গেছেন দিলী, উদ্দেশ্য শান্তি নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অভিনয় করিয়ে বিশ্বভারতীয় সাহায্যার্থে টাকা তোলা। সে সময় গান্ধিজীও দিলীতে ছিলেন। তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্বভারতীর তহবিলে এমন কী ঘাটতি, যার জন্যে এই পরিণত বয়সে বাবাকে এত কষ্ট সইতে হচ্ছে। বাবা দিলী ছাড়বার আগে মহাত্মাজী তার হাতে বিশ্বভারতীর ঋণ শোধের জন্য যত টাকার দরকার সেই অঙ্কের একটা চেক তুলে দিলেন। টাকাটা কোন ভক্তের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। চেক বাবার হাতে দিয়ে গান্ধিজী বললেন, যেন আর টাকার ধান্দায় বাবাকে ঘুরে বেড়াতে না হয়।

অভাব, সংসারের চিন্তা বারংবার মন কেড়ে নিলেও তারই মধ্যে লিখতে হয়। ভারতী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, সঙ্গীত, প্রবেশিকা ইত্যাদি পত্রিকায় লেখা দিতে হয় নিয়মিত। এর মধ্যে বঙ্গদর্শনের অনেকগুলি পৃষ্ঠা ভরানোর দায়িত্ব তার। শুধু দায়িত্ব নয়, কাগজ-কলম তাকে চুম্বকের মত টানে।

কলকাতার কোলাহল থেকে শান্তি নিকেতনে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন কবি। ত্রিপুরার রাজা রাধাকিশোর বিলেত থেকে আনা মোটরে করে রবীন্দ্রনাথকে বেনারস পর্যন্ত এবং শের শাহের গ্র্যান্ড ট্যাঙ্করোড যাবার নিমন্ত্রণ জানালেন, রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন না। বললেন, শান্তি নিকেতনে নতুন স্কুল বাড়ি নির্মাণ করতে হচ্ছে, নিজে তদারকি করতে চাই।

রাখিবন্ধন, কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশন সব তার কাছে পানসে ঠেকছে। মনে হচ্ছে, কলকাতার চেয়ে শান্তি নিকেতনই তার নিজস্ব আশ্রয়। একটি প্রিয় সম্বোধন যা শোনার জন্য তার কান সর্বদা উৎকর্ণ তা হল গুরুদেব। শান্তি নিকেতনে সবাই তাকে গুরুদেব বলে। তিনি জননেতা হতে চান না, কিন্তু বাকি জীবন তিনি গুরুদেব হয়ে থাকতে চান, শুনতে চান প্রিয় ডাক-গুরুদেব। যে ডাক শোনার মোহে তার এত অর্থকষ্ট, শারীরিক কষ্ট সহ্য করা।

॥সংকলিত॥

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য :

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[৮১]

যাকাতের প্রকারভেদ :

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব :

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[৮২]

যাকাতুল ফিৎর :

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন'।[৮৩] ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ :

পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফক্বীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, **৩. 'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫. দাসমুক্তির জন্য**। এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭. ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা ৮. **দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৮৪]

বায়তুল মাল জমা করা :

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৮৫]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

---

৮১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

৮২. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়।*

৮৩. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*

৮৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*

৮৫. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আৎ ১/২০৭ পৃঃ।*

বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা ও পরিণাম

*আশিক বিল্লাহ বিন শফীকুল আলম**

ভূমিকা : আল্লাহ মানব জাতিকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ 'আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

তিনি মানুষকে দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি। মানুষ ইচ্ছা করলে আল্লাহ্র বিধান মানতে পারে, আবার নাফরমানিও করতে পারে। শয়তানের প্ররোচনায় সে সৎপথ থেকে বিচ্যুত হ'তে পারে। তাই মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে এ ধরণীতে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ 'আমরা প্রত্যেক কওমের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এজন্য যে, তারা যেন বলে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূতকে বর্জন কর' *(নাহল ১৬/৩৬)*। কিন্তু মানুষ যখন নবী-রাসূলগণের দেখানো পথ বাদ দিয়ে নিজেদের মত অনুসারে চলতে চায়, তখনই তারা অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হয়। উম্মতে মুহাম্মাদীও তদ্রূপ রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে। ফলে তারা আজ সর্বত্র নির্যাতিত, নিপীড়িত হচ্ছে। মুসলমানদের এ অবস্থার কতিপয় কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. সৎচরিত্রের অভাব : বর্তমান বিশ্বে যে জিনিসের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেটি হ'ল সৎচরিত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার স্বভাব-চরিত্র সুন্দর'।[৮৬]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যার চরিত্র উত্তম'।[৮৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِه دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ 'ঈমানদার তার উত্তম চরিত্রের দ্বারা রাত্রি জাগরণকারী ও দিনের বেলায় ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে'।[৮৮]

উত্তম চরিত্র ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভের মাধ্যম। চরিত্রবান লোকের ইহকাল ও পরকাল হয় সুখময়। পক্ষান্তরে চরিত্রহীন লোকের দুনিয়া ও আখিরাতে কেবল ধ্বংস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِى مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের মীযানের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিস রাখা হবে, তা হ'ল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তা'আলা কর্কশভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন'।[৮৯]

২. কথা-কাজের অমিল : মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হ'ল কথা ও কাজে মিল থাকা। কথা-কর্মে মিল না থাকলে সে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না এবং মূল্য দেয় না। যার কথা ও কাজের মিল নেই সে সবার কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি।

কথা ও কাজের অমিলকে আল্লাহ তা'আলা খুবই অপসন্দ করেন। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্র কাছে খুবই অসন্তোষজনক' *(ছফ ৬১/২-৩)*।

ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ، فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُوْلُونَ أَىْ فُلاَنُ، مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ–

'এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি দ্রুত বের হয়ে যাবে। অতঃপর সে সেখানে ঘুরতে থাকবে, যেমনভাবে গাধা (আটা পেষা) জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার কি অবস্থা? তুমি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে ভাল কাজ করতে আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হ'তে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম'।[৯০]

৩. ধৈর্যহীনতা : মুসলিমের জন্য আবশ্যক হল ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। রাসূল (ছাঃ) অসীম ধৈর্যের অধিকারী ছিলেন। বিপদ-মুছীবত, দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার, ক্ষুধা, দারিদ্র্য অভাব সহ সবকিছু তিনি অকাতরে সহ্য করতেন। বিপদ-মুছীবতে ধৈর্য ধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্য। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।

কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, কেউ ধৈর্যের পরিচয় দিলে মানুষ তাকে কাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করে। আর সে যত অধৈর্য তাকে বলা হয় সাহসী। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

** আল-জামি'আতুল ইসলামিইয়াহ আল-আলামিইয়াহ, রাজশাহী।*

৮৬. *বুখারী হা/৬০২৯।*

৮৭. *বুখারী হা/৩৭৫৯; মিশকাত হা/৪৮৫৩।*

৮৮. *আবূ দাঊদ, মিশকাত হা/৫০৮২।*

৮৯. *তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৪৮৫৯;* ছহীহুল জামে' হা/৮৭৬।

৯০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ৯ম খণ্ড, হা/৪৯১২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'ভাল কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ।*

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُوْنَ، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বল না; বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ছবরকারীদেরকে। যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩-১৫৬)*।

৪. বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের স্নেহ না করা : মুসলমানের কর্তব্য হ'ল বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা। কিন্তু আমরা সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, অনেক যুবক ছেলে বড়দের সম্মান করা তো দূরের কথা তাদের প্রতি কোন সৌজন্যমূলক আচরণও করে না। ছোটদের তো তারা মানুষই মনে করে না। ইসলামের নির্দেশ হ'ল বড়দের যথাযথ সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করা।

বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّـا 'যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার সম্পর্কে জানে না (সম্মান করে না) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৯১] সুতরাং যে আচরণ প্রদর্শন করলে উম্মতে মুহাম্মাদির অন্তর্ভুক্ত থাকা যায় না তা আবশ্যিকভাবে ত্যাগ করা সকল মুসলিমের কর্তব্য।

৫. দ্বীন থেকে সরে যাওয়া ও বিদ'আতে নিপতিত হওয়া : বর্তমানে মানুষ বিজাতীয় সংস্কৃতি ও রসম-রেওয়াজের অনুসরণে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কেউবা শরী'আত, তরীকত, মা'রেফাত, হাকীকত ইত্যাদির কবলে পড়ে প্রকৃত দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কেউবা ছূফী আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়ে ঈমানহারা হয়ে পড়ছে। আবার যারা ঈমান বজায় রাখছে তারা বিভিন্ন মাযহাবী তাক্বলীদ ও বিদ'আতী কাজ করে আমল বিনষ্ট করছে। অথচ এসবকেই তারা ভালকাজ ও দ্বীনী কাজ মনে করে আজীবন পালন করে যাচ্ছে। যেমন- ফরয ছালাতের পর দলবদ্ধভাবে মুনাজাত, শবেবরাত, শবে মি'রাজ, ঈদে মীলাদুন্নবী, মীলাদ মাহফিল, ছালাতের আগে আরবীতে নিয়ত, সশব্দে দলবদ্ধভাবে যিকর করা, জুম'আর দিন খুৎবার আগে বসে থেকে বাংলায় বয়ান, জুম'আর দিন দ্বিতীয় আযান, ফাতেহা-ই ইয়াজদহম, কুলখানী, চল্লিশা, চেহলাম, ওরস ইত্যাদি অসংখ্য কর্ম তাদেরকে দ্বীনে হক থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এসব অবশ্যই বর্জনীয়।

৯১. *আবুদাউদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯১৯; মুসনাদে আহমাদ হা/৭০৭৩; ছহীহাহ হা/২১৯৬।*

বিদ'আতীর পরিণাম ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِـى النَّـارِ 'প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম'।[৯২] বিদ'আতী মনে করে যে, সে সৎ আমল করছে। অথচ তা কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَـلْ نُنَبِّـئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً- 'তুমি বলে দাও আমরা কি তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সংবাদ দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে অথচ তারা ভাবে যে তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُـوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করে যা এর মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[৯৩]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ'আত নিকৃষ্ট ও প্রত্যাখ্যাত, যার স্থান ইসলামে নেই।

৬. গোঁড়ামি : মানুষ নিজের বুঝের উপরে অটল থাকতে চায়। সে যা ভাল মনে করে তাই করে। তার এই গোঁড়ামি তাকে হক গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করে। আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ) কোন বিষয়ে গোঁড়ামি তথা বাড়াবাড়ি পসন্দ করতেন না। তিনি বলেন, هَلَـكَ الْمُتَنَطِّعُـوْنَ 'অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে'।[৯৪] এমনকি মহানবী (ছাঃ) তাঁর নিজের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে নিয়ে করেছে। আমিতো আল্লাহ্র দাস মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ্র দাস ও তাঁর রাসূলই বল'।[৯৫]

মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لَنْ تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِيْ: إِمَامٌ ظَلُوْمٌ غَشُوْمٌ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٌ 'আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক আমার সুফারিশ লাভ করতে পারবে না। অত্যাচারী রাষ্ট্রনেতা এবং প্রত্যেক বিপদগামী অতিরঞ্জনকারী'।[৯৬] গোঁড়া ব্যক্তি কখনো পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْإِيْمَانُ: اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ 'ঈমান হ'ল সহিষ্ণুতা ও উদারতার নামান্তর'।[৯৭]

৯২. *নাসাঈ হা/১৫৭৯, ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/১৭৮৫।*
৯৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*
৯৪. *মুসলিম হা/২৬৭০; ছহীহুল জামে হা/৭০৩৯।*
৯৫. *বুখারী হা/৩৪৪৫; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৯৭।*
৯৬. *ত্বাবারানী, ছহীহুল জামে হা/৩৭৯৮।*
৯৭. *ত্বাবারানী, ছহীহুল জামে হা/২৭৯৫।*

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, গোঁড়ামি ঈমান-আমল ও দ্বীনের জন্য অনেক ক্ষতিকর। তাই সকলের উচিত গোঁড়ামি ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা।

৭. জিহাদের প্রকৃত অর্থ না বুঝা : জিহাদ হ'ল অন্যান্য ফরযের মতো একটি ফরয। গাড়ি ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগ করা, জায়গা-অজায়গায় ককটেল ফাটানো এবং পেট্রোল বোমা মেরে গাড়ি পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করার নাম জিহাদ নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রকে যালেমদের হাত থেকে রক্ষা করা জিহাদ, আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো জিহাদ। জিহাদ হবে দেশের প্রধানের অধীনে। আর জিহাদ ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বেসামরিক লোক হত্যা, ফসল নষ্ট করা, উপাসনালয় নষ্ট করা, জনগণের সহায় সম্পদ ধ্বংস করার নাম জিহাদ নয়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপরে আক্রমণ করে, আমার উম্মতের ভালমন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে। মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ তার অঙ্গীকার রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই'।[৯৮] অর্থাৎ সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই। একটি কথা এখানে উল্লেখ্য যে, রাজনীতি দিয়ে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করা হিকমতের কাজ নয়; আম্বিয়াগণের তরীকাও তা নয়।

৮. অপসংস্কৃতির অনুসরণ : আজকাল রাস্তায় এমন আকৃতি-প্রকৃতির কিছু মানুষ দেখা যায় যারা ছেলে না মেয়ে বুঝা কঠিন। ছেলেরা টাখনুর নীচে কাপড় পরে। কানে দুল, হাতে চুড়ি, গলায় চেন দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চুল রেখে চলে। এখন ছেলেরা হাতে বালা পরে মেয়ে সাজতে চায়। অপরদিকে মহিলারা থ্রি কোয়াটার প্যান্ট/সালোয়ার পরে। শালীন জামা-কাপড় পরা বাদ দিয়ে পরে শার্ট, গেঞ্জি, টি-শার্ট ইত্যাদি। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ 'তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। ১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ২. পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলা এবং ৩. নিজ বাড়ীতে অশ্লীলতার সুযোগ দানকারী পুরুষ'।[৯৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেয়েদের সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে যেতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ زَانِيَةٌ. 'প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচার করে থাকে। আর মহিলা যদি সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে ব্যভিচারিনী'।[১০০]

চুলের ভ্যারাইটি ছেলেমেয়ে সবার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এখন ছেলেরা চুল রাখে নারিন কাটিং, স্পাইক, রোনাল্ডো কাটিং, পার্নেল কাটিং, সিনা কাটিং, বাটি কাটিং, ডন কাটিং, তেরে নাম কাটিং, লিওনেল কাটিং, দিলওয়ালে কাটিং ইত্যাদি। কারো চুল পিছনে আধ হাত পরিমাণ লম্বা আবার কারো সামনে লম্বা। এসবই বর্জনীয়।

এবার আসি দাড়ি প্রসঙ্গে। একজন পুরুষকে চেনার আলামত হ'ল দাড়ি। দাড়ি কাট-ছাট না করে ছেড়ে দেয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। কিন্তু একেকজনের দাড়ি একেক স্টাইলের। যেমন- খামচি কাটিং, চুটকি কাটিং, রুমি কাটিং, ডন কাটিং, কাপুর কাট, ফ্রেঞ্চ কাট, চখরা-বখরা কাট ইত্যাদি। কারো আবার ইসলামের বিপরীত ভ্যারাইটি মোচ। রাখোড়, ধাওয়ান, দাবাং ইত্যাদি স্টাইলের মোচ এখন সবার পসন্দ। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) বলেন, جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللُّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ 'গোফ ছেটে দাড়ি লম্বা করে অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর'।[১০১]

বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ করে মুসলমানরা দিন দিন ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। স্কুল-কলেজ এমনকি অনেক মাদরাসার শিক্ষকদের জন্যও দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো হচ্ছে, যা বিজাতীয় আচরণ। কোন মুসলিমের জন্য এটি বৈধ নয়।[১০২]

বিজাতিদের অনুকরণে পোষাক পরা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে হলুদ রঙের দু'টি কাপড় পরে থাকতে দেখে বললেন, إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا 'এ ধরনের কাপড় কাফেরদের, তুমি তা পরিধান করো না'।[১০৩] অন্যদের অনুকরণ সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا 'যে ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে অন্যের অনুকরণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১০৪] কোন মুসলিমের উচিত নয় কোন বেদ্বীন কাফের-মুশরিকের অনুসরণ করা। কেননা যে ব্যক্তি যে দলের সাথে সাদৃশ্য রাখবে ক্বিয়ামতের দিন সে তাদের দলভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত'।[১০৫] তাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হ'ল সে রাসূল (ছাঃ)-এর পথ অনুসরণ করবে ও পবিত্র কুরআন-ছহীহ হাদীছ মেনে চলবে।

অতএব আসুন, আমরা যাবতীয় পাপ কাজ তথা শিরক-বিদ'আত ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমল করি। অবনতমস্তকে অহি-র বিধান মেনে নেই। আর আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি- يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ 'হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক! আমি আপনার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১০৬] আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের উপরে অটল থাকার তাওফীক দিন-আমীন!।

---

৯৮. *মুসলিম হা/১৮৪৮।*
৯৯. *নাসাঈ হা/২৫৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৩-৭৪।*
১০০. *আবু দাঊদ, তিরমিযী হা/২৭৮৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৫৪০।*

১০১. *মুসলিম হা/২৬০।*
১০২. *মুসলিম হা/৪১৩।*
১০৩. *মুসলিম হা/২০৭৭; মুসনাদে আহমাদ ২/১৬২।*
১০৪. *তিরমিযী হা/২৬৯৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৪।*
১০৫. *আবু দাউদ হা/৪০৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯; মিশকাত হা/৪৩৪৭।*
১০৬. *তিরমিযী হা/৩৫২৪, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২৪৫৪।*

হকের পথে যত বাধা

১. ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করার কারণে চাকুরীচ্যুতি

আমি মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান। চুয়াডাঙ্গা যেলাধীন মাখালডাঙ্গা গ্রামে আমার জন্ম। ছোট বেলা থেকেই বেশ ধর্মভীরু ছিলাম। তবে হক পথ কোন্টি তা বুঝতাম না। এজন্য বন্ধুদের পরামর্শে ১৯৯৭ সাল থেকে তাবলীগ জামাআতের সাথে দাওয়াতী কাজ শুরু করি এবং ২০০০ সালে এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে ১ চিল্লা দিতে ফেনী যেলায় যাই। এরপর আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। এলাকায় আমি তাবলীগ জামাআত প্রচার ও প্রসার করার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকি। অতঃপর এইচ.এস.সি পাশ করে ২০০৬ সালের ২৭ নভেম্বর 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে' যোগদান করি। চাকুরীর পাশাপাশি তাবলীগ জামাআতের সাথে কাজ করতে থাকি। অবশেষে ২০১৩ সালে আমার জীবনে পরিবর্তন আসে। সন্ধান পাই ছহীহ আক্বীদার। আর পেছনের ভুল স্মরণে উদ্বিগ্ন হয়ে যাই। কেননা আমি দীর্ঘ ১৬টি বছর তাবলীগ করেও ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছি। যাই হোক আমার সহকর্মী মুহাম্মাদ আসলামের মাধ্যমে নরসিংদী যেলা থেকে ছহীহ আক্বীদার কিছু বই সংগ্রহ করি। যদিও আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছি। কিন্তু সঠিক আক্বীদার কোন বই এখানকার লাইব্রেরীতে না পেয়ে নরসিংদী থেকে বই সংগ্রহ করি। অতঃপর সংগৃহীত বইগুলো পাঠে নিশ্চিত হই যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছই একমাত্র হক। বাকী সবই বাতিল।

অতঃপর আমি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজে আমল শুরু করি এবং আমার পরিবারকে বুঝাই। ফলে মা, বাবা, স্ত্রী, বোন সবাই হক কবুল করে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। পরিবারে দাওয়াত শেষ করে কর্মস্থলে সহকর্মীদেরকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলাম। আমার ছালাত দেখে তারা প্রথমে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গেলাম। এমনকি আমি ইমাম নিযুক্ত হয়ে ছালাতে মুক্তাদীদের সূরা ফাতেহা পাঠ করা, আমীন জোরে বলা, মোনাজাত না করা সহ বিভিন্ন মাসআলা স্যারদেরকে বুঝিয়ে বলতাম। এভাবে অনেক দূর অগ্রসর হ'লাম। কিন্তু হঠাৎ ২১ ডিসেম্বর'১৩ যোহরের ছালাতে অন্য ইউনিটের একজন লেঃ কর্ণেল স্যারের সাথে ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করা নিয়ে বিতর্ক হয়। তিনি সবার সামনে আমাকে বললেন, তোমার ছালাতই হয়নি। কেননা তুমি রাফউল ইয়াদায়েন করেছ। আমি তখন বুখারী শরীফের ৭৩৫ থেকে ৭৩৯ নং হাদীছের রেফারেন্স তুলে ধরলে তিনি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, আমাকে শিখাচ্ছ, জ্ঞান দিচ্ছ? প্রায় আধা ঘণ্টা তর্কবিতর্কের পরে শেষ পর্যায়ে তিনি বিষয়টি স্বীকার করলেন। যাই হোক এরপরেও আমি স্যারের নিকটে ক্ষমা চাইলাম। কারণ তিনি একজন আর্মি অফিসার তাকে সম্মান করা আমার কর্তব্য। স্যার আমাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এ সময়ে মসজিদে উপস্থিত গোয়েন্দারা উপরে রিপোর্ট করে দেয় যে, একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আর এই রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ আমাকে চাকুরী থেকে (Remove all from Service) অপসারণ করে দেয়। এক্ষণে এ বিষয়ে আমি একটি আপীল করেছি। আমাদের চাকুরী বিধি অনুযায়ী আপীলে জয়ী হ'লে আমি পুনরায় চাকুরী ফিরে পাব ইনশাআল্লাহ।

মন্তব্যঃ হকের পথে চলতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তি আসবে, তারপরেও সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমার লক্ষ্য পরকাল। এই পৃথিবীতে আমি সবকিছু হারালেও কোন দুঃখ নেই। কেননা আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়তে চাই এবং তার উপরে অটল থাকতে চাই। পরিশেষে আত-তাহরীক-এর মাধ্যমে দেশবাসীর নিকট দো'আ চাচ্ছি, আমি যেন সকল বাধা পেরিয়ে আমার কর্মস্থলে যোগ দিয়ে আমার বাকী জীবন দ্বীনের সঠিক দাওয়াত ও খিদমত করে যেতে পারি। আল্লাহ আমাকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

-মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
অর্ডন্যান্স ডিপো, কুমিল্লা সেনানিবাস।

২. হক-এর পথে টিকে থাকা বড় চ্যালেঞ্জ

আমি মুহাম্মাদ রাকীব হাসান। দিনাজপুর যেলার বীরগঞ্জ থানাধীন তুলশীপুর গ্রামে আমাদের বসবাস। আমি মাসিক আত-তাহরীক-এর একজন নিয়মিত পাঠক। মাত্র ১ মাস পূর্বে আমি ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করেছি। বর্তমানে আমি তুমুল সমালোচনার শিকার। বহু সমস্যা আর নানামুখী বাধার সম্মুখীন। আমাদের গ্রামে শুধু আমি একাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। আমি প্রথম এই বিষয়ে উৎসাহ পাই যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। সেটা প্রায় দুই বছর পূর্বের কথা। বিগত দুই বছর শুধু চিন্তা-ভাবনা করেছি। অতঃপর এ আক্বীদা গ্রহণ করি। আমি আগে কুরআন পড়তে পারতাম না। অনেক কষ্ট করে কুরআন পড়া শিখেছি। পরবর্তীতে আমি হাদীছের অনুবাদ পড়তে লাগলাম, যদিও অনুবাদগুলো মাযহাবীদের লেখা। এসব কিতাবেও রাফউল ইয়াদায়েন ও জোরে আমীন বলার বহু ছহীহ হাদীছ পেলাম। ফলে ছহীহ আক্বীদা গ্রহণে এটা আমার জন্য সহায়ক হয়। আমি এতদিন সমাজে যথাযোগ্য মর্যাদায় ছিলাম। হঠাৎ কি অপরাধ করলাম যে, আমাকে নিয়ে মসজিদে সমালোচনা হয়। কেনইবা বৈঠকে আমার বিষয়টি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে? এমনকি যারা ছালাতই আদায় করে না তারাও আমার সমালোচনা করছে। কেউ বলছে, সে মুহাম্মাদী হয়ে গেছে, সে লা-মাযহাবী হয়ে গেছে ইত্যাদি। আমার চাচাত ভাই ওয়াক্তিয়া ছালাতে ইমামতি করে। সে যখন আমার সাথে কথা বলে, তখন আমার কথা ঠিকই মেনে নেয়। কিন্তু কি আর্শ্চয যে, মসজিদে গেলে সে উল্টে যায়। যে লোকগুলো কুরআন-হাদীছ পড়া তো দূরের কথা ওযূ-গোসলই জানে না, তারাও তর্কে লিপ্ত হয়। আর অধিকাংশ লোকই বলে, সাঈদী ছাহেব মীলাদ পড়ে, তিনি কি ভুল করেন? আবার মোনাজাত-এর বিরুদ্ধে গেলে তো কথাই নেই। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন যে, আমি এখন নিদারুণ বিষন্নতায় ভুগছি। আমাকে যে কেউ বলবে, 'হকের উপর অটল থাক' এমন লোকও নেই। আমি খুব একাকী বোধ করছি। এমতাবস্থায় হকের উপরে টিকে থাকা আমার পক্ষে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। সবাই আমার জন্য দো'আ করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে সরল-সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

-মুহাম্মাদ রাকীব হাসান
তুলশীপুর, বাগানবাড়ী
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

হাদীছের গল্প

ছুটে যাওয়া সুন্নাত আদায় প্রসঙ্গে

কুরায়ব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস, ইবনু মাখরামাহ এবং আব্দুর রহমান ইবনু আযহার (রাঃ) তাঁকে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সকলের তরফ হ'তে সালাম পৌঁছে দিবে ও আছরের পরের দু'রাক'আত ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা খবর পেয়েছি যে, আপনি সে দু'রাক'আত আদায় করেন; অথচ আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে নবী করীম (ছাঃ) সে দু'রাক'আত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সংবাদে আরও বললেন যে, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সাথে এ ছালাতের কারণে লোকদের মারধর করতাম। কুরায়ব (রহঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁদের পয়গাম পৌঁছে দিলাম।

তিনি বললেন, উম্মু সালামাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস কর। কুরায়ব (রহঃ) বলেন, আমি সেখান হ'তে বের হয়ে তাঁদের নিকট গেলাম এবং তাঁদেরকে আয়েশা (রাঃ)-এর কথা জানালাম। তখন তাঁরা আমাকে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট যে বিষয় নিয়ে পাঠিয়েছিলেন তা নিয়ে পুনরায় উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। উম্মু সালামাহ (রাঃ) বললেন, আমিও নবী করীম (ছাঃ)-কে তা নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ তাকে আছরের ছালাতের পর তা আদায় করতেও দেখেছি। একদা তিনি আছরের ছালাতের পর আমার ঘরে আসলেন। তখন আমার নিকট বনু হারাম গোত্রের আনছারী কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমি বাঁদীকে এ বলে তাঁর নিকট পাঠালাম যে, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলবে, উম্মে সালামাহ (রাঃ) আপনার নিকট জানতে চেয়েছেন, আপনাকে (আছরের পর ছালাতের) দু'রাক'আত নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ দেখছি, আপনি তা আদায় করছেন? যদি তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন, তাহ'লে পিছনে সরে থাকবে, বাঁদী তা-ই করল। তিনি ইঙ্গিত করলেন, সে পিছনে সরে থাকল। ছালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবূ উমাইয়ার কন্যা! আছরের পরের দু'রাক'আত ছালাত সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ। আব্দুল কায়স গোত্রের কিছু লোক আমার নিকট এসেছিল। তাতে যোহরের পরের দু'রাক'আত আদায় করতে না পেরে (তাদেরকে নিয়ে) ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ সেই দু'রাক'আত। *(বুখারী হা/১২৩৩, ৪৩৭০, মুসলিম ৬/৫৪, হা/৭৩৪)*।

ইমামকে সতর্ক করতে মুক্তাদীর করণীয়

সাহল ইবনু সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, বনু আমর ইবনু আওফ এ কিছু ঘটেছে। তাদের মধ্যে আপোষ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন ছাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ছালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আবূ বকর! আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে ছালাতের সময় হয়ে গেছে, আপনি কি ছালাতে লোকদের ইমামতি করতে প্রস্তুত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রাঃ) ইক্বামত বললেন এবং আবূ বকর (রাঃ) সামনে এগিয়ে গিয়ে লোকদের জন্য তাকবীর বললেন। এদিকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আসলেন এবং কাতারের ভিতর দিয়ে হেঁটে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুছল্লীগণ তখন হাত তালি দিতে লাগলেন। আবূ বকর (রাঃ) ছালাতে এদিক সেদিক তাকালেন এবং আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে দেখতে পেলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাঁকে ইঙ্গিত করে ছালাত আদায় করতে থাকার নির্দেশ দিলেন। আবূ বকর (রাঃ) দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র হামদ বর্ণনা করলেন এবং পিছনের দিকে সরে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সামনে এগিয়ে লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে মুছল্লীগণের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কী হয়েছে, ছালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাত তালি দিতে থাক কেন? হাত তালি তো মেয়েদের জন্য। কারো ছালাতের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে বলবে 'সুবহানাল্লাহ'। কারণ কেউ অন্যকে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে শুনলে অবশ্যই সেদিকে লক্ষ্য করবে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবূ বকর! তোমাকে আমি ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করতে বাধা দিল? আবূ বকর (রাঃ) বললেন, কুহাফার ছেলের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, সে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে ছালাত আদায় করবে। *(বুখারী হা/১২৩৪, ৬৮৪)*।

** নাফীসা বিনতে জালাল*
গোবিন্দা, পাবনা।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন

জনৈক বাদশাহর একজন উযীর ছিল, যিনি সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করতেন। একদিন বাদশাহ্র একটি আঙ্গুল কেটে তা থেকে রক্ত গড়াতে লাগল। এ অবস্থা দেখে উযীর বললেন, এটা অবশ্যই কল্যাণকর হবে ইনশাআল্লাহ। একথা শুনে বাদশাহ উযীরের উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমার আঙ্গুল কেটে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আর আপনি এর মধ্যে কল্যাণ দেখতে পাচ্ছেন? বিষয়টা বাদশাহকে এত বেশী ক্রোধান্বিত করল যে, তিনি উযীরকে কারান্তরীণ করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উযীর স্বভাবতই বললেন, এটা অবশ্যই কল্যাণকর হবে ইনশাআল্লাহ।

কিছুদিন পর এক শুক্রবারে অভ্যাসবশত বাদশাহ বেড়াতে বের হয়ে একটি বিশাল জঙ্গলের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি জঙ্গলের গহীনে বেড়াতে গিয়ে মূর্তিপূজারী একটি গোত্রের দেখা পেলেন। সেদিন ছিল তাদের পূজার দিন। তারা মূর্তির প্রতি উৎসর্গ করার জন্য কাউকে খুঁজছিল। হঠাৎ তারা বাদশাহকে পেয়ে গেল এবং উৎসর্গ করার জন্য তাকে ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু তারা তার একটি আঙ্গুল কর্তিত দেখতে পেয়ে বলল, 'এ ত্রুটিযুক্ত মানুষ উৎসর্গ করা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে না'। ফলে তারা তাকে ছেড়ে দিল। ফিরে আসার পথে বাদশাহর উযীরের সেই কথা 'এটা অবশ্যই কল্যাণকর হবে ইনশাআল্লাহ' মনে পড়ল। ফলে তিনি রাজ্যে ফিরে এসেই উযীরকে মুক্ত করে দিলেন এবং ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন, সত্যিই আঙ্গুল কেটে যাওয়াটা আমার জন্য কল্যাণকর হয়েছে। তবে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আমি আপনাকে কারাগারে পাঠানোর সময় আপনি বলছিলেন 'এটা অবশ্যই কল্যাণকর হবে ইনশাআল্লাহ'। এক্ষণে আপনি কারাগারে গিয়ে কি কল্যাণ লাভ করলেন?

উযীর বললেন, আপনার উযীর হিসাবে সবসময় আমি আপনার সাথে থাকি। আর আমি যদি কারাগারে না যেতাম, তবে অবশ্যই আপনার সাথে জঙ্গলে যেতাম। ইতিমধ্যে তারা আমাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার মধ্যে কোন খুঁত পেত না। তখন তারা আপনাকে বাদ দিয়ে আমাকেই উৎসর্গ করত। এভাবেই কারাগারে গমন করা আমার জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠলো!!

আল্লাহ্র উপরে ভরসার গুরুত্ব

জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি মক্কায় বসবাস করত। তার ঘরে সতী-সাধ্বী স্ত্রী ছিল। একদিন স্ত্রী তাকে বলল, হে সম্মানিত স্বামী! আজ আমাদের ঘরে কোন খাবার নেই। আমরা এখন কি করব? একথা শুনে লোকটি বাজারের দিকে কাজ খুঁজতে বেরিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সে কোন কাজ পেল না। একসময় ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সে মসজিদে গমন করল। সেখানে সে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে স্বীয় কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করল। দো'আ শেষে মসজিদ চত্বরে এসে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখল এবং সেটা খুলে এক হাযার দিরহাম পেয়ে গেল। ফলে তা নিয়ে লোকটি আনন্দচিত্তে গৃহে প্রবেশ করল। কিন্তু স্ত্রী উক্ত দিরহাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, অবশ্যই আপনাকে এ সম্পদ তার মালিককে ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে। ফলে সে পুনরায় মসজিদে ফিরে গিয়ে দেখতে পেল যে, এক ব্যক্তি বলছে 'কে একটি থলি পেয়েছে যেখানে এক হাযার দিরহাম ছিল?' একথা শুনে সে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি পেয়েছি। এই নিন আপনার থলিটি। আমি এটা এখানে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। একথা শুনে লোকটি তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ঠিক আছে ব্যাগটি আপনিই নিন। আর সাথে আরো নয় হাযার দিরহাম নিন।

একথা শুনে দরিদ্র লোকটি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তখন লোকটি বলল, সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তি আমাকে দশ হাযার দিরহাম দিয়ে বলেছিল যে, এর মধ্য থেকে এক হাযার দিরহাম আপনি মসজিদে ফেলে রাখবেন এবং কেউ তা তুলে নেওয়ার পর আহ্বান করতে থাকবেন। তখন যে আপনার আহ্বানে সাড়া দিবে, আপনি তাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করবেন। কেননা সেই হ'ল প্রকৃত সৎ ব্যক্তি।

উপদেশ : যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য পথ খুলে দেন এবং এমন উৎস থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করেনি' *(তালাক ৬৫/৩)*

স্বীয় কর্মের প্রতিফল

জনৈক বাদশাহ একদিন তার তিন মন্ত্রীকে ডেকে তাদেরকে একটি থলি নিয়ে রাজপ্রাসাদের বাগানে যেতে বললেন। অতঃপর সেখানে গিয়ে তাদের থলিগুলি উত্তম ফল-ফলাদি দ্বারা পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। এছাড়া তাদেরকে বলে দিলেন, কেউ যেন একাজে একে অপরকে সাহায্য না করে। মন্ত্রীত্রয় বাদশাহ্র এ নির্দেশে আশ্চর্য হ'ল। কিন্তু কিছু করার নেই। রাজার নির্দেশ। তাই তারা একটি করে থলি নিয়ে বাগানে গেল।

একজন মন্ত্রী বাদশাহকে খুশী করার জন্য সবচেয়ে ভালো ভালো ফল-ফলাদি দ্বারা স্বীয় থলি ভর্তি করল। অপরজন মনে করল বিপুল প্রাচুর্যের অধিকারী বাদশাহর তো আর এত বেশী ফল-ফলাদির প্রয়োজন নেই। তাই সে অবহেলা ও অলসতা বশতঃ ভালো-মন্দ বাছাই না করে হাতের কাছে পাওয়া সবরকমের ফল-ফলাদি দ্বারা থলি ভর্তি করল। আর তৃতীয়জন বিশ্বাসই করল না যে, তাদের থলিতে কি ভরেছে তা বাদশাহ দেখবেন। তাই সে বিভিন্ন লতা-পাতা, খড়-কুটো ও গাছের পাতা দিয়ে ব্যাগ ভর্তি করল।

পরের দিন তারা বাদশাহ্র দরবারে উপস্থিত হ'ল। অতঃপর বাদশাহ স্বীয় সৈন্যদেরকে ডাকলেন এবং তিন মন্ত্রীকে তিনমাসের জন্য বন্দী করে রাখতে এবং খাবার হিসাবে উক্ত থলিগুলি তাদের সাথে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এছাড়া আরো নির্দেশ দিলেন যে, তিনমাসের মধ্যে তাদের কাছে কেউ যাবে না এবং তাদেরকে আর কোন খাবারও দেওয়া হবে না।

প্রথমজন উত্তম ফল-ফলাদি খেয়ে আরামেই তিনমাস পার করে দিল। দ্বিতীয়জন তার জমা করা ফলের মধ্যে ভালো গুলি দ্বারা অনেক কষ্টে তিনমাস পার করল। আর তৃতীয়জন একমাস পার হওয়ার পূর্বেই ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করল।

উপদেশ : দুনিয়াবী জীবন উক্ত বাগান সদৃশ। সৎ আমল বা মন্দ আমল উভয়টিই অর্জন করার ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু রাজাধিরাজ আল্লাহ যখন আমাদেরকে কবর নামক বন্দীশালায় বন্দী করবেন, সেখানে কোন আমলটি কাজে আসবে? নিশ্চয়ই সৎ আমল! অতএব ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রত্যেকটি দিনকেই জীবনের শেষ দিন হিসাবে গণ্য করুন। প্রতিদিন কতটুকু সৎ আমল পরকালের জন্য জমা করতে পারছেন তার হিসাব রাখুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন।

** আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কবিতা

ধর্মের হাল

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
বাহাদুরপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

ধর্মকর্ম ছেড়ে এখন
সবাই ধান্ধাবাজ,
নীতিবাক্য সবাই বলে
করে না কেউ কাজ।
চিন্তা সবার অর্থের ভিতর
কিসের এই ইসলাম?
অর্থ পেলে নষ্ট করবে
ছহীহ পাক কালাম।
অহি-র বিধান মিথ্যা করে
প্রচার করে ভাই,
ব্যবসা যেন টিকে থাকে
থাকে সে চেষ্টায়।
এক এক জন এক হাদীছ বলে
করছে ব্যবসা সমান,
তাই তো বিশ্বের মুসলিম জাতি
হচ্ছে অপমান।
ভণ্ডপীরের কাণ্ড দারুণ
দেখে মুসলমান,
যাচ্ছে সবাই ভ্রান্ত পথে
দিন-রাত্রি সমান।
বিশ্বাস কারো নেই তো এখন
কোনটা আসল দল?
নির্ণয় করতে পারছে না কেউ
আসল আর নকল।
কুরআন-হাদীছ ঠিকই আছে
কদর তাহার নেই,
ইসলাম এখন পড়ে আছে
বেহাল অবস্থায়।

গুরু-শিষ্য

নাছরুল্লাহ, কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মানুষগুলো অন্ধ বোকা
পীর-ফকীরের ভেলকিতে,
কিসের পরশ আছে বল
গাঁজার তামাক কলকিতে।
উন্মাদনায় পাগলপরা
ঝটকা ব্যান্ড সংগীতে,
খটকা লাগে দেখে ওদের
আউলা কেশী ভঙ্গিতে।
সুশীল সমাজ যাদের দ্বারা
গড়তো নতুন বিশ্ব,
আজকে তারা নেশায় মাতাল
কেউবা গুরু-শিষ্য।
যুবসমাজ ধ্বংস আবার
নষ্ট পরিবেশ,
দিচ্ছে কারা ওদের হাতে
নেশার এ পায়েশ?
স্বপ্ন মায়ের স্বপ্ন বাবার
সোনার ছেলে হবে,
জ্ঞানী-গুণীর মাঝে আমার
ছেলে বেঁচে রবে।
করবে কে মা'র স্বপ্ন পূরণ
বাবার অহংকার?
আমার ছেলের মত নেশা যেন
কেউ করে না আর!

শবেকদর

আতিয়ার রহমান, মাদরা, সাতক্ষীরা।

হাযার মাসের শ্রেষ্ঠ যে রাত
তার পরিচয় শবেকদর,
রামাযানের ঐ শেষ দশকের
বেজোড় রাতে খোঁজরে তার।
অন্য নবীর উম্মতেরা
পাইলো হায়াত বহু দিন,
পাইলো তারা অধিক সুযোগ
মানতে রবের সঠিক দ্বীন।
দোস্ত আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ নবী (ছাঃ)
তাঁর যত সব উম্মতী,
কম হায়াতে করবে নেকী
পুরবে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি।
তাই রহমান দান করিলেন
শবেকদরের বেজোড় রাত,
পুরবে নেকির পশরা শত
যতই থাকুক কম হায়াত।
হেরা গুহার ঐ সে রাতে
হইলো নাযিল পাক কুরআন,
মুহাম্মাদের (ছাঃ) বক্ষ মাঝে
নামলো অশেষ আল্লাহ্র দান।
কদর রাতে বান্দা আল্লাহ্র
করবে যে তাঁর বন্দেগী,
পুরবে তাহার মনবাসনা
ধন্য হবে যিন্দেগী।
জিন্দেগীর ঐ বন্দেগীটা
একটি রাতে হয় পুরা
এমন সুযোগ পাগল বিনে
করে না কেউ হাতছাড়া।
ছাড়বো নাক ভর রজনী
করবো যিকির প্রাণ ভরে,
থাকলে খুশী পাক পরোয়ার
তার বেশী তুই চাস কিরে?

কেমন মুসলমান?

ছুফিয়া বিনতে আব্দুল আযীয
আমদাইর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

তুমি কেমন মুসলমান?
পড়েছ কালেমা এনেছ ঈমান
একটি মানলে চারটি ছাড়লে
পড়ে দেখলে না কুরআন।
তুমি কেমন মুসলমান?
পড় না ছালাত, রাখ না ছিয়াম
রামাযানে কভু কর না কিয়াম।
বিত্তশালীর হজ্জ-যাকাত দেয়া
আল্লাহ্রই ফরমান,
সেটাও সময় মত করলে না পালন।
তুমি কেমন মুসলমান?
হারাম ছেড়ে হালাল খেয়ে,
করলে না জীবন-যাপন
আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে
হইলে নাফরমান,
তুমি কেমন মুসলমান?

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা ইখলাছ।
২. সূরা কাফিরূণ।
৩. সূরা বাক্বারার ২৮২ নং আয়াত।
৪. খলীল আহমাদ আল-ফারাহীদী।
৫. ৩,২৩,৬৭১টি।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১. পুকুর। ২. ছায়া। ৩. নৌকা।
৪. মেঘ। ৫. জিহ্বা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. রাসূল (ছাঃ) কোন ছাহাবীর নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনেছেন?
২. পুরুষদের মধ্যে কাকে রাসূল (ছাঃ) অত্যধিক ভালবাসতেন?
৩. কোন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর কবর খনন করেছিলেন?
৪. কোন মহিলা ছাহাবীকে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল মারফত সালাম পাঠিয়েছেন?
৫. কোন নারী জান্নাতবাসী নারীদের সর্দার হবেন?

সংগ্রহে : ইবরাহীম খলীল
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সমুদ্র সৈকত)

১. বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কোনটি?
২. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের আয়তন কত?
৩. বাংলাদেশের কোন সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়?
৪. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত কোন যেলায় অবস্থিত?
৫. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের আয়তন কত?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
সহ-পরিচালক, সোনামণি, সিরাজগঞ্জ।

সোনামণি সংবাদ

বাড়ীগ্রাম, বাগমারা, রাজশাহী ৩০শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বাড়ীগ্রাম চৌধুরীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর হোসাইন ও অত্র এলাকার সোনামণি সহ-পরিচালক আমজাদ হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মাঈনুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে ইসমাঈল আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে বাগমারা উপযেলার সোনামণি সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম।

সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ ২রা জুন সোমবার : অদ্য বাদ যোহর সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৪ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল মাজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ওবায়দুল্লাহ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মতীউর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মীযানুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক আব্দুর রহমান।

পাবনা ৬ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি পাবনা যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এস.এম. তারিক হাসান ও সহ-সভাপতি সারোয়ার আহমাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক গুলযার। অনুষ্ঠান শেষে যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

স্বদেশ

ইসলামিক জঙ্গী বলতে কিছু নেই, এটা সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার

-প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ইসলামিক জঙ্গী বলতে কিছু নেই। চরমপন্থী জঙ্গীদের কোন ধর্ম নেই, কোন ভৌগোলিক সীমানা নেই। এদের ধর্ম সন্ত্রাস। সারা পৃথিবী এদের ভৌগোলিক সীমানা। এসব জঙ্গীদের কোন জাতিগত বা ধর্মগত পরিচয়ের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। এদের ইসলামিক জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসাবে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়। তাদের অপকর্মের জন্য কোন ধর্মকে দায়ী করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী গত ২৮শে এপ্রিল মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনির্ধারিত আলোচনায় এসব কথা বলেন বলে জানা গেছে।

[ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীকে। তবে তিনি সর্বাগ্রে তাঁর মন্ত্রীদের ঠিক করুন। যাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে বলেন, 'দেশের মাদরাসাগুলি সব জঙ্গী প্রজনন কেন্দ্র' (স.স.)]

জর্ডানে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী হাফেযার সাফল্য

জর্ডানের রাজধানী আম্মানে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৫০টি দেশের হাফেযাদের মধ্যে বাংলাদেশী হাফেযা রাফিয়া হাসান জিনাত ৩য় স্থান অধিকার করেছে। গত ৩০ এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত জর্ডানের আম্মানে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৯ মে আম্মানের একটি অভিজাত হোটেলে এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হাফেযাদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন জর্ডানের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

হাফেযা রাফিয়া হাসান জিনাত নেছার আহমাদ আন-নাছিরী কর্তৃক পরিচালিত ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত 'মারকাযুত তাহফীয ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসা'য় অধ্যয়নরত ছাত্রী। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে একই প্রতিযোগিতায় অত্র প্রতিষ্ঠানের আরেক ছাত্রী হাফেযা ফারিহা তাসনীম ৪৩টি দেশের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছিল।

পিরোজপুরের সাব্বির খানের অগ্নিনির্বাপণের স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি আবিষ্কার

আবহাওয়ার তাপমাত্রা ৫০ থেকে ৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াস অতিক্রম করলে প্রথমত: স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সুইচ অন হয়ে বৈদ্যুতিক এলার্ম বাজবে এবং বিপদ সংকেত দিতে লাল বাতি জ্বলে উঠবে। দ্বিতীয়ত: তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যখন ৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস হবে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরেকটি সুইচ অন হয়ে একটি মটরের সাহায্যে সিলিণ্ডারে রাখা গ্যাসের নির্গমন মুখ খুলে গিয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন ডাইব্রোমো ক্লোরো মিথেন নামক গ্যাস নির্গত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। তারপরেও যদি আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসে এবং ভবনের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছে যায় তখন অন্য একটি সার্কিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস অফিসে কল করবে এবং দুর্ঘটনাকবলিত স্থানের ঠিকানা ও অবস্থান নিশ্চিত করে সাহায্য কামনা করবে, যাতে ফায়ার সার্ভিস অফিস অগ্নিনির্বাপণে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে। অগ্নিনির্বাপণে এমনই এক নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপযেলার আমানউল্লাহ মহাবিদ্যালয়ের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী সাব্বির খান।

এ নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে মোঃ সাব্বির খান বলেন, আগুনে পুড়ে হাযারো মানুষের প্রাণহানি দেখে এ থেকে পরিত্রাণের কোন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করতে করতে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করে ফেলি। এখন সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেলে আমার আবিষ্কারটি কাজে লাগাতে পারতাম।

বিদেশ

সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ হ'তে যাচ্ছে চীন

এশিয়ার উদীয়মান শক্তি চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে ঐ স্থানটির দখল নিতে যাচ্ছে বলে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে 'আইপিসি' পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে। সম্প্রতি ব্রিটেনের দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে এমন আভাস পাওয়া যায়। আইপিসির পর্যবেক্ষকরা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বনাম চীনের অর্থনীতির তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়- ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় চীনের অর্থনীতির আকার ছিল ৪৩ শতাংশ। তবে ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭ শতাংশে। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এখনও বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসাবেই আছে। তবে ক্রয় ক্ষমতার বিচারে দেশ দু'টির অবস্থান কাছাকাছি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ-ও ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের প্রবৃদ্ধির বিচারে চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে রেখেছে।

[বেশ তো! পুঁজিবাদ আর সমাজবাদ এখন একাকার হয়ে গেল। তাহ'লে মাওসেতুং-য়ের নেতৃত্বে বিপ্লব করে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ মানুষ হত্যা করে সমাজতন্ত্র কায়েমের কি প্রয়োজন ছিল? ঐসব রক্তের কৈফিয়ত নেতারা কি দিবেন? অন্যদিকে আমেরিকায় ৯৯% মানুষের রক্ত শোষণ করছে সেখানকার ১% পুঁজিবাদী শ্রেণী। যার বিরুদ্ধে দু'বছর আগে ওয়ালস্ট্রীট আন্দোলন হ'ল। চীনও সেদিকে যাচ্ছে। এক্ষণে বাকী রইল কেবল ইসলামী অর্থনীতি। মানুষ কি সেদিকে দ্রুত ফিরে আসবে না? (স.স.)]

২৪৮টি যুদ্ধের মধ্যে ২০১টি যুদ্ধ বাধিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র একাই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ৯০ শতাংশ বেসামরিক নাগরিক হতাহতের ঘটনায় কলঙ্কিত বিশ্বের ২৪৮টি যুদ্ধের মধ্যে ২০১টি যুদ্ধই বাধিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অথচ দেশটি বিশ্বে নিজেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার (স্বঘোষিত) নেতা বা মোড়ল বলে দাবী করে থাকে। আমেরিকান জার্নাল অফ পাবলিক হেলথ এই তথ্য জানিয়েছে। এই সাময়িকীর চলতি বছরের জুন সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের ১৫৩টি স্থানে ২৪৮টি যুদ্ধ হয়েছে। ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধসহ বিদেশে এইসব যুদ্ধ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং দেশটি এইসব অভিযানে সরাসরি সেনা পাঠিয়েছে। এসব যুদ্ধে হতাহতদের শতকরা ৯০ ভাগই হ'ল বেসামরিক নাগরিক। অন্য কথায় এসব যুদ্ধে প্রতি একজন সেনা হতাহত হওয়ার পাশাপাশি দশ জন বেসামরিক নাগরিক হতাহত হয়েছে। একই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের ৪১ শতাংশ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে থাকা চীনের অবদান হচ্ছে ৮ দশমিক দুই শতাংশ এবং রাশিয়ার অংশ হচ্ছে চার দশমিক এক শতাংশ।

[এ যুগের এইসব নমরূদ ও ফেরাঊনরা পরাজিত হবে কেবল আদর্শিক শক্তির কাছে। ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি পৃথিবীর মানুষ যত দ্রুত ফিরবে, এদের হিংস্র থাবা থেকে মানুষ তত দ্রুত মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

৭১-র আগে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীরা ভারতেরই নাগরিক

-মেঘালয় হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

১৯৭১-এর আগে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীরা ভারতেরই নাগরিক। তাদের ভোটাধিকারও রয়েছে। এক ঐতিহাসিক রায়ে একথা জানিয়েছেন মেঘালয় হাইকোর্ট। ভোটার তালিকায় নাম না থাকার জন্য সম্প্রতি আদালতের দ্বারস্থ হন আসাম-মেঘালয় সীমানায় আমজং গ্রামের ৪০ জন বাংলাদেশী শরণার্থী। ভারতবাসী হিসাবে এদের নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে অস্বীকার করে যেলা প্রশাসন। এদের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্রও যেলা ডেপুটি কমিশনার আটক করে রাখেন। এর প্রতিবাদেই আদালতের দ্বারস্থ হন এই শরণার্থীরা। বিচারপতি এসআর সেন জানিয়েছেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া অনুযায়ী কোন শরণার্থীদের এ দেশের নাগরিকত্ব দেয়া হবে, আর কাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে, তার স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীরা ১৯৭১-এর ২৪ মার্চের অনেক

Contents

আগেই এ দেশে আসেন। বর্তমানে তারা যেখানে রয়েছেন, সেই আমজং গ্রাম থেকে এদের সরানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না'। আবেদনকারীদের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র ফিরিয়ে দিতে ও পরবর্তী নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় নাম তুলতেও যেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

[ধন্যবাদ হাইকোর্টকে। অথচ নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গে তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় একাধিকবার হুমকি দিয়েছিলেন সেখান থেকে মুসলমান তাড়াবেন বলে। এর পরিণাম কি হ'তে পারে, সে হুঁশ তার ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসে দেখি এখন তিনি কি করেন? আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার আহ্বান জানাই (স.স.)]

ভারতে 'না' ভোট দিয়েছে ৬০ লাখ

ভারতে এবারের লোকসভা নির্বাচনে ৫৯ লাখ ৭৮ হাযার ২০৮টি না ভোট পড়েছে। অর্থাৎ কোন প্রার্থীকে পসন্দ না হওয়ায় ভোটাররা নোটে (নান অব দি অ্যাবাভ) ভোট দিয়েছেন। এবার কোন ভোটারের কোন প্রার্থীকে পসন্দ না হ'লে সেই ভোটারকে না ভোট দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। সবচেয়ে বেশী না ভোট পড়েছে মেঘালয় রাজ্যে। এখানে ৩০ লাখ ২৬৩টি না ভোট পড়ে।

আর্জেন্টিনায় বৃহত্তর ডাইনোসরের জীবাশ্ম

আর্জেন্টিনায় এমন একটি ডাইনোসরের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডাইনোসর। এর একটি হাড়ের দৈর্ঘ্য থেকে হিসাব করে বের করা হয়েছে, ডাইনোসরটির উচ্চতা ছিল ৬৫ ফুট, যা প্রায় ছয়তলা ভবনের সমান। পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়িয়েছে এমন প্রাণীর মধ্যে আর্জেন্টিনায় আবিষ্কৃত ডাইনোসরটি সব দিক থেকে বৃহৎ। এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৪০ মিটার অর্থাৎ ১৩০ ফুট, যা প্রায় ট্রেনের দুইটি বগির সমান। এর ওজন প্রায় ৭৭ টন, যা ১৪টি আফ্রিকান হাতির সমান। এর আগে পাওয়া এ প্রজাতির ডাইনোসরের সর্বোচ্চ ওজন ছিল ৭০ টন। এত বড় প্রাণী এক সময়ে বহাল তরিয়তে পৃথিবীটাকে শাসন করেছে। আর্জেন্টিনার লা ফ্লেছা মরুভূমির কাছে ডাইনোসরের নতুন এ ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমে ডাইনোসরের কয়েকটি হাড় স্থানীয় খামার মালিকের চোখে পড়ে। পরে খবর পেয়ে প্যালাওনটোলজি ইজিডিও ফারুগলিও জাদুঘরের একদল গবেষক সেখানে যান। শুরু হয় খোঁড়াখুঁড়ি। গবেষক দলটি একে একে ১৫০টি হাড় উদ্ধার করে। থরে থরে সাজানো হয় হাড়গুলো। অতঃপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও ওজন নির্ধারণ করা হয়।

সর্বোচ্চ ন্যূনতম মজুরির দেশ সুইজারল্যাণ্ড

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল দেশ সুইজারল্যাণ্ড এবার বিশ্বের সর্বোচ্চ ন্যূনতম মজুরীর দেশও হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সুইজারল্যাণ্ড পার্লামেন্টে ভোটাভুটি হ'তে যাচ্ছে। সেখানে প্রতিঘণ্টা কাজের জন্য ২৫ ডলারের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবটি পৃষ্ঠপোষকতা করছে সুইস ট্রেডস ইউনিয়ন কনফেডারেশন। বর্তমানে সর্বোচ্চ মজুরীর দেশ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া (১৭.৮৮ ডলার)। সুইস সরকারের এমন উদ্যোগের ফলে ৩ লাখ সুইস নাগরিক (যা দেশের মোট কর্মশক্তির ১০ ভাগ) উপকৃত হবেন। এদের বেশিরভাগই সেবা ও কৃষি খাতের। ক্রিস্টিয়াস সায়েন্স মনিটর এক প্রতিবেদনে জানায়, সুইজারল্যাণ্ডে জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেড়েছে। সেখানে ফাস্টফুড দিয়ে এক বেলা আহারের দাম পড়ে ১৫ ডলার এবং দুই পাউন্ড চিকেনের দাম ২৮ ডলার। সম্প্রতি জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মারকেল প্রতিঘণ্টার ন্যূনতম বেতন বাড়িয়ে ১১.৫০ ডলার, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন ১১ ডলার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ১০ দশমিক ১০ ডলার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

[বেতন বৃদ্ধির চাইতে বেশী প্রয়োজন সরবরাহ বৃদ্ধির। বেতনের টাকা সব যদি নাশতায় চলে যায়, তাহলে ঐ বৃদ্ধিতে কি লাভ? চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয়ের মাধ্যমেই মানুষের সচ্ছলতা পরিমাপ করা যায়। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ধনী দেশগুলি সর্বনিম্ন স্তরে চলে যাবে। ইতিমধ্যেই সুখ-শান্তির দেশ হিসাবে ভূটানের নাম সবার উপরে উঠে এসেছে (স.স.)]

মুসলিম জাহান

সিরিয়া যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১ লাখ ৬২ হাযারে উন্নীত

সিরিয়ায় তিন বছরের সংঘাতে অন্তত এক লাখ ৬২ হাযার মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে 'দ্য সিরিয়ান অবজারভেটরী ফর হিউম্যান রাইটস' নামে একটি পর্যবেক্ষক গ্রুপ। এছাড়া সরকারী বাহিনী এবং বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে নিখোঁজ হয়েছে আরো বহু মানুষ। আর লড়াই-সংঘর্ষের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বেসামরিক মানুষ নিহতের সংখ্যা অন্তত ৫৪ হাযার। এছাড়া সেনাবাহিনী, আসাদপন্থী মিলিশিয়া বাহিনী, লেবানিজ হিযবুল্লাহ যোদ্ধা এবং অন্যান্য বিদেশী শী'আ অস্ত্রধারী মিলিয়ে নিহতের সংখ্যা মোট ৬২ হাযার ৮০০। অন্যদিকে নুসরা ফ্রন্ট, অন্যান্য ইসলামিক ব্রিগেড এবং আসাদের পক্ষ ত্যাগী সেনাসহ বিদ্রোহী পক্ষে নিহতের সংখ্যা ৪২ হাযার ৭০০। নাম-পরিচয়হীন মানুষ নিহত হয়েছে প্রায় তিন হাযার।

অবজারভেটরী বলেছে, লড়াইয়ে লিপ্ত সব পক্ষই নিহতের সংখ্যা কমিয়ে বলার কারণে নিহতের সংখ্যার প্রকৃত হিসাব করা প্রায় অসম্ভব। আর এ কারণে যুদ্ধে নিহতের মোট সংখ্যা দুই লাখ ৩০ হাযার হ'তে পারে।

আল-কায়েদা যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি

-হিলারী ক্লিনটন

আল-কায়েদা যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি বলে স্বীকার করেছেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন। সম্প্রতি ফক্স টেলিভিশনে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ তথ্য ফাঁস করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আফগানিস্তানে তৎকালীন সোভিয়েত বাহিনীকে পরাস্ত করতেই যুক্তরাষ্ট্র আল-কায়েদা বাহিনী সৃষ্টি করেছিল। তাঁর এই বক্তব্যের পর খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ সালের এই সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানে একটি সশস্ত্র বাহিনী তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৫৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল। আর এই পুরো প্রকল্পটি নিয়ন্ত্রণ করা হ'ত পাকিস্তানভিত্তিক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে।

এ প্রকল্পের আওতায় আফগানিস্তানের বাচ্চাদের পাঠ্যপুস্তকে সন্ত্রাস ও মারণাস্ত্র সম্পর্কিত অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো হবে এমন তথ্যও দেয়া হয়েছিল তৎকালীন পাঠ্যপুস্তকগুলোতে।

এছাড়াও ইংরেজী বর্ণমালা পরিচয়ে বিভিন্ন উস্কানিমূলক শব্দ ও বাক্য নিয়ম করে পড়ানো হ'ত। যেমন ইংরেজি 'টি'তে 'টুফাঙ' (বন্দুক-জাবেদ বন্দুক হাতে মুজাহিদীনে যুক্ত হয়') এবং 'জে' তে জিহাদ। এমনকি গণনা শেখানোর সময় ৫ বন্দুক + ৫ বন্দুক= ১০ বন্দুক শেখানো হ'ত।

[একেই বলে ভূতের মুখে রাম রাম। এতদিন পরে স্বীকৃতি। অথচ শুরু থেকেই সারা বিশ্ব এ খবর জানে। ইরাক ও আফগানিস্তানে লাখ লাখ মুসলিমকে হত্যা করেও এরা যুদ্ধাপরাধী নয়। তারা এখনো শান্তি ও গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা। চরমপন্থী মুসলিম তরুণরা অনেকেই জানেনা তাদের মূল শত্রু ও ইন্ধনদাতা কারা? অতএব হে তরুণ! ইহুদী-নাছারাদের খপপর থেকে বেরিয়ে ইসলামের সরল পথে ফিরে এসো (স.স.)]

সঊদী আরবে নারী-পুরুষ অনলাইন চ্যাটিং নিষিদ্ধ

অনলাইনে নারী-পুরুষের চ্যাটিং হারাম বলে ফৎওয়া দিয়েছেন সঊদী আরবের ধর্মীয় নেতা শেখ আব্দুল্লাহ আল-মুত্বলাক। তিনি বলেছেন, সামাজিক সাইটগুলোতে অনলাইনে নারী-পুরুষ চ্যাটিং ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ। কারণ তারা পাপে লিপ্ত হ'তে পারে। এটা হারাম। আল-আরাবিয়া অনলাইন এই তথ্য প্রকাশ করেছে। শেখ আব্দুল্লাহ সঊদী কমিটি অব সিনিয়র স্কলারস'-এর একজন সদস্য। তিনি বলেন, অনলাইনে সামাজিক সাইটে নারী-পুরুষ চ্যাটিং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, মেয়েরা যখন ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে, সেখানে শয়তান উপস্থিত থাকে। তিনি নারীদের প্রতি আহ্বান জানান তারা যেন পুরুষদের সঙ্গে কথা না বলেন। শেখ

আব্দুল্লাহ বলেন, সামাজিক সাইটে নারী-পুরুষ চ্যাটিং যদি নির্দেশনামূলক কিংবা উপদেশও হয়, তাহ'লেও তা ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ এবং গুনাহ।

সু-স্বাস্থ্যের জন্য দাড়ি

দাড়ি রাখা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ডের এক দল গবেষকের এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে 'রেডিয়েশন প্রোটেকশন ডোজিমেট্রি জার্নালে'। গবেষণার ফলাফলের মাধ্যমে জানা যায়, দাড়ি সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি ঠেকায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত এবং স্কিন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। যাদের অ্যাজমার সমস্যা আছে তারাও দাড়ির মাধ্যমে পেতে পারেন অনেক উপকার। দাড়ি বাতাস ঠেকিয়ে চামড়ার আদ্রতা বজায় রাখে। নিয়মিত শেভ করলে দাড়ির মূলে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটায় এবং ব্রনের সৃষ্টি করে। তবে অপরিচ্ছন্ন দাড়ি সকল পুরুষের জন্যই বিপদজনক। তাই নিয়মিতভাবে পরিস্কার করাও যরূরী।

[ধন্যবাদ গবেষকদের। কেবল দাড়ি রাখা নয়, সুন্নাতে নববীর প্রত্যেকটিই মানবকল্যাণে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ইসলামের ছালাত ও ছিয়াম বিধান এবং সকল ফরয-ওয়াজিবাত মানুষের জন্য এককেটি আশীর্বাদ। হতভাগা মানুষ যত দ্রুত ইসলামী বিধানের প্রতি এগিয়ে আসবে, তত দ্রুত তার মঙ্গল হবে। উল্লেখ্য যে, দাড়ি বলতে সুন্নাতী দাড়ি। হাফ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চির দাড়ি নয় (স.স.)]

ফিলিস্তীনে জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের শপথ : রামী হামদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী

ফিলিস্তীনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাস' ও 'ফাতাহ' আন্দোলনকে নিয়ে গঠিত জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গত ২রা জুন সোমবার শপথ গ্রহণ করেছে। এর ফলে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে যে বিরোধ চলে আসছিল তার অবসান হ'তে যাচ্ছে।

ফিলিস্তীন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস এদিন নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শিক্ষাবিদ রামী হামদাল্লাহকে নিয়োগ দেন। পরে রামীর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। রামাল্লায় নিজের কার্যালয়ে মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান মাহমূদ আব্বাস। পরে তিনি বক্তব্যে বলেন, 'ইতিহাসের একটি কালো পৃষ্ঠা চিরদিনের মতো উল্টেছে। আজ জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তীনীদের বিরোধের অবসান হ'ল। এই বিভেদের কারণে ইতিমধ্যে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে।'

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে ফিলিস্তীনে সাধারণ নির্বাচনে হামাস বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈলের চাপে ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস ২০০৭ সালে প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল হানিয়ার নেতৃত্বাধীন হামাস সরকারকে বরখাস্ত করেন। এরপর হামাস গাজা উপত্যকার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে ফাতাহকে বের করে দেয়। তখন থেকে পশ্চিম তীরে ফাতাহ এবং গাজায় হামাসের সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর গত ২৩ এপ্রিল হামাস ও ফাতাহ জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের ব্যাপারে একটি সমঝোতা চূড়ান্ত করে। ঐ সমঝোতায় সরকার গঠনের পাশাপাশি এ সরকারের অধীনে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

তবে হামাসের উপস্থিতির কারণে ফিলিস্তীনের জাতীয় সরকারকে স্বীকৃতি না দিতে আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইসরাঈল।

[সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, তিনি ফিলিস্তীনী নেতাদের এক প্লাটফরমে আসার তাওফীক দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর অবনতির অধিকাংশের মূলে রয়েছে ইহূদী-নাছারা চক্রান্ত। তারা কখনোই মুসলমানদের বন্ধু নয়। একথা কুরআনেই বলা হয়েছে (বাক্বারাহ ১২০)। অতএব সাবধান যেন পুনরায় শয়তান বিজয়ী না হয় (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বাজারে আসছে মাইক্রোসফটের স্মার্ট ঘড়ি

ট্যাব, স্মার্টফোনও এবার পুরনো হ'তে চলেছে। কারণ খুব তাড়াতাড়িই 'মাইক্রোসফট' বাজারে আনতে যাচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী তাদের নতুন স্মার্ট ওয়াচ। এই স্মার্ট ঘড়িতে বেশ কিছু ফিটনেস ফিচারসও থাকবে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল হৃদস্পন্দনের গতিবিধির হিসাব রাখা। এমনকি এই ঘড়িটি অন্যান্য স্মার্ট ফোনের সঙ্গেও সিংক্রোনাইজ করা যাবে। মার্কেট ট্রাকার আইডিসি-র মতে ২০১৮ সালের মধ্যে পরিধানযোগ্য টেক আইটেমের চাহিদা বেড়ে যাবে বেশ কয়েকগুণ। চলতি অর্থ বছরেই সারা পৃথিবী জুড়ে তা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১৯ লাখ ইউটিনে। এমনও শোনা যাচ্ছে, মাইক্রো সফটের দেখাদেখি অ্যাপেলও আই ওয়াচ আনতে পারে বাজারে।

স্কাইপে আপনার বাংলা কথা বিদেশী বন্ধু শুনতে পাবেন ইংরেজিতে

ওয়েব ক্যামের সামনে বসে আপনি কথা বলে চলেছেন নিজের ভাষায়। যার সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি শুনছেন তার ভাষায়। এইভাবেই এখন কথা বলা যাবে স্কাইপে। মঙ্গলবার কোড টেকনোলজি কনফারেন্সে মাইক্রোসফটের এই ট্রান্সলেটরের কথা ঘোষণা করেছেন স্কাইপের ভাইস প্রেসিডেন্ট গুরদীপ প্যাল। ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় এই পরীক্ষা চালানো হয়। একটা বাক্য ইংরেজিতে বলার পর তা স্কাইপ নিজে থেকেই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে নেয়। মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাডেলা বলেন, যেদিন থেকে মানুষ কথা বলতে শিখেছে ভাষার প্রাচীর ভাঙতে চেয়েছে। যদিও এই সুবিধা বিনামূল্যে মিলছে না। অন্যদিকে গুরদীপ জানান, প্রথমে উইন্ডোজ এইটের বিটা অ্যাপ হিসাবে আসবে এই ট্রান্সলেটর।

চাঁদেও পাওয়া যাবে ইন্টারনেট!

চাঁদেও পাওয়া যাবে ইন্টারনেটের ব্রডব্যান্ড সংযোগ। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সম্প্রতি একদল মার্কিন বিজ্ঞানী এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তারা এমন একটি মডেম আবিষ্কার করেছেন, যা চাঁদে ব্রডব্যান্ড সংযোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)-এর একদল গবেষক এ কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা জানান, আকাশপথে চাঁদে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে যেতে কোন বাধা নেই। কেবল তাই-ই নয়, বৃহদাকার ডাটা পারাপারের পাশাপাশি হাই-ডেফিনেশন ভিডিও সম্প্রচারও করা যাবে সেখানে।

পৃথিবীর চেয়ে বড় পাথুরে গ্রহ আবিষ্কার

সৌরজগতের বাইরে নতুন একটি পাথুরে গ্রহের খোঁজ মিলেছে। এটি আকারে পৃথিবীর দ্বিগুণেরও বেশি। ওজন পৃথিবীর তুলনায় অন্তত ১৭ গুণ। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সভায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ তথ্য জানিয়েছে। 'বিশালকায় গ্রহটি'র নাম কেপলার-টেন সি। এটির অবস্থান পৃথিবী থেকে প্রায় ৫৬০ আলোকবর্ষ দূরে। সেখানে ড্রাকো নক্ষত্রমণ্ডলে একটি অতি পুরোনো নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে কেপলার-টেন সি। গ্রহটি ২৯ হাযার কিলোমিটার চওড়া। গ্রহটির উৎপত্তির ধরন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো জানতে পারেননি। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (নাসা) মহাকাশ পর্যবেক্ষণকারী কেপলার দূরবীক্ষণযন্ত্রে বিশালকায় ঐ গ্রহের উপস্থিতি ধরা পড়ে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ঢাকা সফরে আমীরে জামা'আত

গত ১লা মে বৃহস্পতিবার হ'তে ৩রা মে শনিবার পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। ৩০শে এপ্রিল দিবাগত রাত ১১-টা ২০ মিনিটে সফরসঙ্গী কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাথে নিয়ে রাজশাহী থেকে ট্রেন যোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১লা মে সকাল ৭-টায় কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছেন। সেখানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তার বাসায় গোসল ও নাশতা সেরে সকলে সাভারের উদ্দেশ্য রওয়ানা হন।

সাভার, ঢাকা ১লা মে বৃহস্পতিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাভার উপযেলার উদ্যোগে সাভার বাসস্ট্যাণ্ড সংলগ্ন শাহিবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ১০-টায় অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে তিনি প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সাভারে পৌঁছে তিনি শাহিবাগে জনাব আনোয়ার হোসাইনের বাসায় নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের সাথে এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন। এখানে বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ভাইদের সাথে তিনি যোহর পর্যন্ত একটানা মত বিনিময় করেন। অতঃপর স্থানীয় অধরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন ক্যান্টিনে সুধীবৃন্দের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন। সেখান থেকে সোজা এসে প্রশিক্ষণে যোগ দেন। টিনশেড মসজিদে প্রচণ্ড গরমে ভিতরে ও বাইরে ঠাসা কর্মী ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশিক্ষণমূলক ভাষণ দেন। সাভার উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. আব্দুল জব্বার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদ মিঞা, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ূন কবীর, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাতেম বিন পারভেয, ডা. মাশারিকুল আনওয়ার বাবুল, আব্দুল কুদ্দূস, ডা. কামরুল ইসলাম ও শিহাবুদ্দীন প্রমুখ। বিকাল সাড়ে ৪-টায় প্রশিক্ষণ শেষ হয়।

উল্লেখ্য যে, গত বছর একই দিনে তিনি নয়তলা গার্মেন্টস ভবন রাণা প্লাজা ধসে নিহত ও আহত শ্রমিকদের সেবা ও ত্রাণ তৎপরতায় সাভারে এসেছিলেন এবং সাথীদের নিয়ে নিজ হাতে ত্রাণ বিতরণ করেছিলেন। সেদিন তিনি প্রকাশ্য ভাষণে সরকারের নিকট দাবী জানান যে, এখানে নিহত ও আহত শ্রমিকদের মালিকানায় একটি ১০ তলা গার্মেন্টস ভবন গড়ে তোলা হৌক। যার আয় থেকে নিহত ও আহতদের পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা হবে। তিনি বলেছিলেন, সরকার একা না পারলে বেসরকারী উদ্যোগে সেটা করুন। আমরা একটি ফ্লোর করার দায়িত্ব নেব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আজ এসে দেখেন যে, সেখানে সরকারী উদ্যোগে মীলাদ হচ্ছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এটা কখনো জনগণের সরকারের জন্য শোভনীয় নয়।

অতঃপর ফেরার পথে তিনি ঢাকা লালমাটিয়া কলেজের শিক্ষক জনাব আশরাফুল ইসলামের আমন্ত্রণে তাঁর বাসভবনে বাদ মাগরিব এক বিশেষ তাবলীগী বৈঠকে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি গভীর রাতে নয়াপল্টনস্থ মিডওয়ে আবাসিক হোটেলে পৌঁছেন ও সেখানে রাত্রি যাপন করেন।

মাদারটেক, ঢাকা ২রা মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে রাত ৮-টা পর্যন্ত মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ঢাকা যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব আলহাজ্জ তমীযুদ্দীন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মোশাররফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদ মিঞা, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ূন কবীর ও সহ-সভাপতি আনীসুর রহমান প্রমুখ। উক্ত প্রশিক্ষণে ঢাকা যেলার বিভিন্ন এলাকা ও শাখা হ'তে দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন। মাদারটেকে তিনি জনাব জালাল দেওয়ান, ফরীদ মিঞা ও কাযী হারূণের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেন।

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা, জুম'আর খুৎবা : ৪৬ শাহজাহান রোডে অবস্থিত আল-আমীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব নযরুল ইসলামের আমন্ত্রণক্রমে তিনি এখানে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় তিনি মুসলিম উম্মাহ্র অনৈক্যের কারণ সমূহ এবং তা থেকে উত্তরণের পথ বিষয়ে আলোচনা করেন।

দোলেশ্বর, ঢাকা ৩রা মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর দোলেশ্বর আহলেহাদীছ মাদরাসা মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান আতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, চেতনাহীন মানুষ প্রাণহীন লাশ সমতুল্য। এক সময় এই দোলেশ্বর ছিল বিদ'আত অধ্যুষিত এলাকা। দূর অতীতে মাওলানা আব্দুর রহমান ভারত থেকে এখানে আগমন করেন। তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে পার্শ্ববর্তী হানাফী মসজিদের ইমাম মুন্সী আলীমুদ্দীন ওরফে আলীম মিয়াঁ আহলেহাদীছ হন। বিদ'আতী মুছল্লীরা তাঁকে পরিত্যাগ করলে তিনি সাথীদের নিয়ে এখানে এসে এই আহলেহাদীছ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তার সাথে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর ১২ জন পুত্রের সবাই জিহাদ ফাণ্ডে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। ঘিয়ের ব্যবসায়ীর বেশ ধরে ভারত থেকে এসে টাকা নিয়ে যেত প্রতিনিধিরা। পরে এখান থেকে আব্দুল হামীদ গাযী, আব্দুল লতীফ গাযী ও ছাদেক গাযী বালাকোট যুদ্ধে গমন করেন। এদের মধ্যে আব্দুল লতীফ গাযী ফিরে আসেননি। তবে তার এক ছেলে নূর মুহাম্মাদ ফিরে এসেছিলেন। যিনি আনুমানিক ৭০ বছর বয়সে ৪/৫ বছর আগে মারা গেছেন। সোনা মিয়াঁর দেয়া তথ্যমতে তাঁর ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে এখন বেঁচে আছেন।

আমীরে জামা'আত বলেন, আমাদের থিসিস-এর ৪২১ পৃষ্ঠায় আপনাদের উক্ত তিন জন গাযীর নাম রয়েছে। সেই সাথে নাম রয়েছে আজকের সভাপতি প্রবীণ মুরব্বী আলহাজ্জ দ্বীন ইসলামের

নাম তথ্যদাতা হিসাবে। এভাবে আপনারা ইতিহাসে অমর হয়ে গেছেন। আপনাদের আপোষহীন চেতনার কারণে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। আজ আবার সেই হারানো চেতনা ফিরে আসুক, আমরা সেটাই কামনা করি।

অত্র মসজিদ ও মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য আলহাজ্জ দ্বীন ইসলাম (৯০)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মোশাররফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদ মিঞা, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ূন কবীর প্রমুখ। সমাবেশ শেষে মসজিদ ও মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দোলেশ্বর শাখার সাবেক সভাপতি জনাব ইসমাঈল হোসাইন সভাপতি ছাহেবের নির্দেশক্রমে মেহমানদের ধন্যবাদ জানান ও শুকরিয়া বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাদরাসা পরিদর্শন করেন ও স্থানীয় মুরব্বীদের এবং শিক্ষকদের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি ছাত্রদের কক্ষে কক্ষে গিয়ে তাদেরকে দ্বীনী ইলমে উৎসাহিত করেন। অতঃপর বাদ এশা দোলেশ্বরের জনাব কাবীরুদ্দীন সোনা মিঞা (৬৫), ইসমাঈল হোসায়েন (৫০) ও মুহাম্মাদ রাসেল (৩৫) সহ অন্যান্য সফরসঙ্গীদের নিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী শ্যামপুরে আমীরে জামা'আতের একমাত্র জামাতা ডা. আব্দুল মতীনের বাসভবনে গমন করেন ও সেখানে রাতের খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কল্যাণপুর গমন করেন এবং রাত্রি সাড়ে ১১-টার কোচে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ও বাদ ফজর মারকাযে পৌঁছেন। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও অডিট

গত এপ্রিল ও মে মাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মীপ্রশিক্ষণ ও বার্ষিক যেলা অডিট অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠিত এসব প্রশিক্ষণে কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে আমেলা ও শূরা সদস্যবৃন্দ এবং কেন্দ্র মনোনীত প্রতিনিধিগণ। নিম্নে প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হ'ল।-

রংপুর ১লা এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় শহরের মাহিগঞ্জ (পূর্ব খাসবাগ) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন।

সাতক্ষীরা ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম। প্রশিক্ষক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম।

কুড়িগ্রাম-উত্তর ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন ভোটেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী আনোয়ারুল হক।

কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ৫ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন পাঁচপীর মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী আনোয়ারুল হক।

টাঙ্গাইল ৫ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় শহরের কাগমারী ব্রিজ সংলগ্ন ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ আলী।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১৩ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতখালী বাজারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

কুষ্টিয়া-পূর্ব ১৪ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

বরিশাল ১৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে মাওলানা আব্দুল খালেককে সভাপতি ও শহীদুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে বরিশাল যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

Contents

পিরোজপুর ১৬ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন আদর্শবয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৫শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন জালিবাগান মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও রাজশাহী-উত্তর যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা ও কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী আনোয়ারুল হক।

সিরাজগঞ্জ ২৫শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার কাযীপুর থানাধীন বর্ষিভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম এবং শূরা সদস্য ও নাটোর যেলা সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী।

যশোর ২৫শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় শহরের ষষ্ঠীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম।

রাজবাড়ী ১লা মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা উত্তর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

খুলনা ১লা মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় মহানগরীর গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মুকতাদির-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

দিনাজপুর-পূর্ব ১লা মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

দিনাজপুর-পশ্চিম ২রা মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার বিরল থানা সদরের লুৎফর শপিং কমপ্লেক্সের ২য় তলায় কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিরল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

বাগেরহাট ২রা মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন কালদিয়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

জয়পুরহাট ২রা মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন পলিকাদোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও শূরা সদস্য অধ্যাপক দুর্রুল হুদা।

ফরিদপুর ৩রা মে শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদরপুর থানাধীন সাড়ে সাতরশি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

মেহেরপুর ৩রা মে শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম।

নওগাঁ ৭ই মে বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

রাজশাহী ৮ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব

Contents

পার্শ্বস্থ ভবনের তৃতীয় তলায় কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী -দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার, প্রশিক্ষণ ও দফতর সম্পাদকগণ।

বগুড়া ১৪ই মে বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সাবগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য অধ্যাপক দুর্রুল হুদা।

নাটোর ১৫ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার গুরুদাসপুর থানাধীন মালিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য অধ্যাপক দুর্রুল হুদা।

গাইবান্ধা-পূর্ব ১৫ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সাঘাটা থানাধীন জুমারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।

গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৫ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন টিএন্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশমূলক বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান।

লালমণিরহাট ১৬ই মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

নীলফামারী ১৭ই মে শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় শহরের মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

পঞ্চগড় ৩০শে মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন ফুলতলা বাজার সংলগ্ন এন.বি. বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম।

ময়মনসিংহ ৬ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল থানা শহরের ইসলামিক সেন্টার সংলগ্ন জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক।

বাছাইকৃত কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ ২০১৪

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ ও ১৩ই জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : নওদাপাড়াস্থ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ পূর্বপার্শ্বস্থ জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় ২দিন ব্যাপী বাছাইকৃত কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উক্ত যৌথ প্রশিক্ষণে প্রতি যেলা হ'তে বাছাইকৃত দু'জন করে সাংগঠনিক মানসম্পন্ন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে দেশের ৩৫টি যেলা থেকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র ১১৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ১২ই জুন সকাল ৯-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে পরদিন জুম'আ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে।

তাবলীগী সভা

ফরিদপুর ২রা মে শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৫-টায় যেলার সদর থানাধীন মোস্তফাডাঙ্গী জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব মিলন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নো'মান এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ।

গোলপুকুরপাড়, ময়মনসিংহ ৬ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শহরের গোলপুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ মুহাম্মাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-

Contents

এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক জনাব শামসুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আলী। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল এদিন এখানে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় তিনি জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব তুলে ধরেন। জুম'আ পরবর্তী আলোচনা সভায় তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়' সে বিষয়ে বিশদভাবে তুলে ধরেন।

সুধী সমাবেশ

ধানীখোলা, ময়মনসিংহ ৬ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল থানাধীন ধানীখোলা লটিয়ারপাড় মধ্যপাড়া বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদ ও ঈদগাহ ময়দানে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গোলপুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক জনাব শামসুল আলম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক, যেলা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক মাওলানা আবুল কালাম ও যেলা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আলহাজ্জ ক্বারী মুফীযুদ্দীন। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আলী।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

রাজবাড়ী ৬ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে পাংশা থানাধীন সত্যজিৎপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ বিন হারিছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মকবূল হোসাইন, পাংশা পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মুহাম্মাদ আলী সরকার প্রমুখ। যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ সহ বিপুলসংখ্যক কর্মী উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা সমাবেশ

নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ১৩ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ এশা যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশীমুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, সমাবেশে বিপুল সংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। যারা পর্দার আড়ালে প্রজেক্টরের মাধ্যমে আলোচনা শ্রবণ করেন।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উপদেষ্টা ও সাবেক অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ মুজীবর রহমান (৯০) গত ৬ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল ৫-টা ৪০ মিনিটে ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র, ৩ মেয়ে, বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। একইদিন বিকাল ৫-টায় যেলার কাযীপুর থানাধীন গান্ধাইল নয়াপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ীতে তার জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান আলী। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ছফীউল ইসলাম, 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর যেলার সাবেক সেক্রেটারী মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী (৭৭) গত ২০শে মে মঙ্গলবার রাত ১-টা ৩০ মিনিটে চিরিরবন্দর থানাধীন জগন্নাথপুর গ্রামে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন। পরদিন বিকাল ৫-টায় জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। ইতিপূর্বে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে তিনি দীর্ঘ তিন বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদরীস আলী, সহ-সভাপতি আফসার আলী ও অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ।

(৩) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার কর্মী ও কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স জামে মসজিদের দীর্ঘ ১২ বছরের নিয়মিত মুওয়াযযিন মুহাম্মাদ হাবীবুল ইসলাম (হাবিল) (৬০) গত ২৮শে মে বুধবার রাত ৩-টায় কালাই শহরে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন। পরদিন বেলা ২-টায় স্থানীয় ময়নুদ্দীন হাইস্কুল ময়দানে তার জানাযা শেষে স্থানীয় গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, সাবেক সহ-সভাপতি আনীসুর রহমান তালুকদার, কমপ্লেক্স জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সলীমুল্লাহ ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

(৪) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর ভূগরইল শাখার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব নাজিমুদ্দীন (৬২) গত ১৮ জুন বুধবার সকাল ৯-টায় ইন্তিকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ও ১ কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। একই দিন বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ মাঠে তার প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর বিকাল সাড়ে ৫-টায় তার নিজ বাড়ীতে দ্বিতীয় জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০১৪ ১৭তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) জনৈক আলেম বলেন, সকলে একত্রিত ইফতার করা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। এব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত কি?

-আশরাফ আলী
শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : ইফতারের জন্য একত্রিত হওয়া শরী'আতসম্মত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করালো, সে ব্যক্তি ঐ ছায়েম-এর ন্যায় ছওয়াব পেল। অথচ উক্ত ছায়েম-এর নিজের নেকী থেকে কিছুই কম করা হবে না' *(তিরমিযী হা/৮০৭, ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬)*। এতে বুঝা যায় ছায়েম একজনও হতে পারে দশজনও হতে পারে। পৃথকভাবেও হতে পারে, একত্রিতভাবেও হতে পারে। উপরন্তু রাসূল (ছাঃ) যে কোন খাদ্য একত্রে খাওয়াকে উৎসাহিত করে একে খাদ্যে বরকত লাভের কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন একদল ছাহাবী এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইনা। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা পৃথক পৃথক খাও। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা একত্রিতভাবে খাও এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর। এতেই তিনি তোমাদের মধ্যে বরকত প্রদান করবেন' *(আবুদাউদ হা/৩৭৬৪, ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৬; ছহীহাহ হা/৬৬৪; মিশকাত হা/৪২৫২)*। অতএব একত্রে ইফতার বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন (২/৩২২) রামাযান মাসে দিনের বেলা পুকুরে ডুব দিয়ে গোসল করা বা সাতার কাঁটা যাবে কি?

-ছাদেকুল ইসলাম
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : এরূপ করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। পিপাসা এবং গরমের কারণে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর একবার পানি ঢালা হয়েছিল *(আবুদাঊদ হা/২৩৬৫)*। তবে কোন অবস্থায় যেন পানি পেটের মধ্যে না যায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ১৯/২১১)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) ফরয ছালাত আদায়ের পর মাসনূন দো'আসমূহ দেখে পড়া যাবে কি? এতে নেকীর কোন কমবেশ হবে কি?

-প্রকৌশলী মোবারক হোসেন
টিএসসি, নওগাঁ।

উত্তর : মুখস্ত না থাকলে যে কোন দো'আ দেখে পড়তে বাধা নেই। এতে নেকীরও কোন ঘাটতি হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর সাধ্যমত' *(তাগাবুন ১৬)*। তবে মুখস্ত করার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করে যেতে হবে।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) কুনূতে বিতর হিসাবে 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা' দো'আটি পাঠ করা যাবে কি?

-হুমায়ূন কবীর
পরীবাগ, বাংলামটর, ঢাকা।

উত্তর : এ দো'আটি বিতর ছালাতের কুনূতে পাঠ করা মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'মুরসাল' বা যঈফ *(বায়হাক্বী ২/২১০; মিরক্বাত ৩/১৭৩-৭৪; মির'আত ৪/২৮৫)*। উপরন্তু এটি কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কুনূতে রাতেবাহ হিসাবে নয়। আলবানী বলেন যে, এ দো'আটি ওমর (রাঃ) ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে পড়তেন। এটাকে তিনি বিতরের কুনূতে পড়েছেন বলে আমি জানতে পারিনি *(ইরওয়া হা/৪২৮-এর আলোচনা দ্রঃ ২/১৭২ পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৬৯)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) 'বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম' বক্তব্যটির কোন ভিত্তি আছে কি?

-যহূরুল হক
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : হাদীছটি একাধিক দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যার কোনটি জাল, কোনটি যঈফ *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩২-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) সালাম প্রদানের পর বুকে হাত রাখার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-তারেক সাইফুল্লাহ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : মুছাফাহা করার পরে বুকে হাত দেয়া, হাতে চুমু দেয়া বা মাথা ঝুঁকানো কোনটিই ইসলামী রীতি নয়। বরং এগুলি বিদ'আতী আমল। ছহীহ হাদীছে পরস্পরের ডান হাত মিলানোর মাধ্যমে মুছাফাহা করার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এর অতিরিক্ত সবকিছুই পরিত্যাজ্য *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ২৭৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) ছিয়াম অবস্থায় ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন গ্রহণের বিধান কি? বিশেষতঃ যাদের দিনে কয়েকবার গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

-আব্দুল হাদী, চকউলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ইনসুলিন গ্রহণ করা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা এটা কোন খাদ্য নয়। তবে রাতে তা গ্রহণ করলে যদি কোন দৈহিক ক্ষতির আশংকা না থাকে, তবে সেটা করাই উত্তম *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৫২; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/২৫২-৫৪)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) আমাদের এলাকায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার গোসল দেওয়া স্থানটি পরবর্তী কয়েকদিন যাবৎ ঘিরে রাখা

হয় এবং সন্ধ্যার পর আগরবাতি জ্বালানো হয়। এগুলি কি শরী'আতসম্মত?

-আল-ছানী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এসব ধর্মের নামে কুসংস্কার মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমল প্রমাণিত নয়। অতএব এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) ছালাতে প্রথম তাশাহহুদ ছুটে গেলে কেবল সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : প্রথম তাশাহহুদ ছুটে গেলে সালামের পূর্বে সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে। আব্দুল্লাহ বিন বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের ছালাতে দু'রাক'আত পর না বসেই দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর সালামের পূর্বে দু'টি সহো সিজদা দিলেন *(বুখারী হা/১২২৫, ইবনু মাজাহ হা/১২০৬; মিশকাত হা/১০১৮ 'সহো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) ওযর বশতঃ ছালাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মসজিদে গিয়েই তা আদায় করতে হবে না বাড়িতে আদায় করলেও চলবে?

-বণী আমীন মণ্ডল
জেটে, পশ্চিমবঙ্গ, ইণ্ডিয়া।

উত্তর : ফরয ছালাত সর্বাবস্থায় মসজিদে আদায় করাই উত্তম। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যদি তোমরা তোমাদের বাড়ীতে ছালাত আদায় কর যেমন এই পিছনে পড়া ব্যক্তি তার বাড়ীতে আদায় করে থাকে, তাহ'লে তোমরা অবশ্যই তোমাদের নবীর সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ কর, তাহ'লে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে।' তিনি বলেন, 'যখন কোন মুছল্লী সুন্দরভাবে ওযূ করে ও স্রেফ ছালাতের উদ্দেশ্যে ঘর হ'তে বের হয়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র নিকটে একটি করে নেকী হয়, একটি করে মর্যাদার স্তর উন্নীত হয় ও একটি করে গোনাহ ঝরে পড়ে'। তিনি বলেন, আমি আমাদের সাথী ছাহাবীদের দেখেছি, তাঁরা কখনও জামা'আত থেকে পিছনে থাকতেন না। কেননা ছালাতের জামা'আত থেকে দূরে থাকে কেবল প্রকাশ্য মুনাফিক অথবা রোগী। আমি দেখেছি যে, এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তির মধ্যখানে (তাদের সাহায্যে) পথ চলছে। অবশেষে মসজিদে এসে তাকে কাতারে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে *(মুসলিম হা/৬৬৬, মিশকাত হা/১০৭২)*। তবে শারঈ ওযরবশতঃ বাড়ীতেও ফরয ছালাত আদায় করা যাবে *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; দারাকুৎনী, মিশকাত হা/১০৭৭ 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) জুম'আর ফরয ছালাতের আগে ও পরে সুন্নাত পড়ার বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে কি?

-আব্দুল্লাহ, কামদেবপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : অবশ্যই গুরুত্ব আছে। কেননা আগে-পরে সুন্নাত আদায়কারীর জন্য হাদীছে বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আ মসজিদে আসে, অতঃপর সাধ্যমত ছালাত আদায় করে। অতঃপর খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে এবং ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে, তার জন্য পরবর্তী জুম'আ সহ আরো তিনদিনের গোনাহ মাফ করা হবে *(মুসলিম হা/৮৫৭, মিশকাত হা/১৩৮২ 'জুম'আর ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

আর জুম'আ পরবর্তী সুন্নাত হিসাবে চার বা দুই কিংবা দুই ও চার মোট ছয় রাক'আত সুন্নাত ও নফল পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬ তিরমিযী হা/৫২৩)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) দাঁড়িয়ে পানি পান করলে শয়তানের পেশাব পান করা হয়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মীযান, বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর: উল্লেখিত বক্তব্যটি ভিত্তিহীন। যেকোন ধরনের পানাহার বসে করাই সুন্নাত *(মুসলিম হা/২০২৪, মিশকাত হা/৪২৬৬, ৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) একাধিক হাদীছে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/২০২৫-২৬, তিরমিযী হা/১৮৮০)* তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করাও জায়েয *(আহমাদ হা/৭৯৫, বুখারী হা/৫৬১৫, ইবনু মাজাহ হা/৩৩০১, মিশকাত হা/৪২৭৫)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) মসজিদের চারিদিকে ঘোড়ার ছবিযুক্ত টাইলস লাগানো হয়েছে। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি? এক্ষেত্রে করণীয় কি?

আব্দুস সাত্তার
চমুডাঙ্গা, লালপুর, নাটোর।

উত্তর : এরূপ মসজিদে ছালাত আদায় করা শরী'আতসম্মত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ঘরে কুকুর ও প্রাণীর ছবি (টাঙানো) থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী হা/৩২২৫, মুসলিম হা/২১০৬, মিশকাত হা/৪৪৮৯)*। এছাড়া মুছল্লীকে অমনোযোগী করতে পারে, এরূপ কোন বস্তুও মুছল্লীর সম্মুখে রাখা নিষেধ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭; আবুদাঊদ হা/২০৩০; ছহীহুল জামে' হা/২৫০৪)*। সুতরাং এরূপ মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকতে হবে। এমতাবস্থায় উক্ত টাইল্‌সগুলি ঢেকে দিতে হবে অথবা পরিবর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) আল্লাহ্‌র বাণী 'কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করেন'। এখানে আলেম দ্বারা উদ্দেশ্য কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

-আব্দুল আউয়াল
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করেন *(ফাতির ২৮)*। এর ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আলেম যিনি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করেন না। আল্লাহ্‌কৃত হালালকে হালাল মনে করেন এবং হারামকে হারাম মনে করেন। তার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেন। আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন এবং বিশ্বাস রাখেন যে তার আমলের হিসাব হবে' *(ইবনু কাছীর)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, বেশী হাদীছ জানার নাম ইলম নয়। বরং বেশী আল্লাহভীরুতাই হ'ল ইলম

(ইবনু কাছীর)। কা'ব বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইলম শিখে এজন্য যে, তার দ্বারা সে আলেমদের সাথে বিতর্ক করবে ও মূর্খদের সঙ্গে ঝগড়া করবে কিংবা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন *(তিরমিযী হা/৩১৩৮, মিশকাত হা/২২৫)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করেছে, যার দ্বারা আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করা যায়, অথচ সে কেবল দুনিয়া হাছিলের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে, সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৭)*। অতএব উপরোক্ত নষ্ট স্বভাবের ও কপট উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত প্রকৃত আল্লাহভীরু আলেমগণই কেবল উক্ত আয়াতে বর্ণিত আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, আলেম ও জাহিল প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহভীরু হ'তে পারেন। কিন্তু আলেমদের আল্লাহভীতি হয় জেনেশুনে। তারা আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী এবং তার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন। ফলে যিনি যত বেশী জ্ঞানী তাঁর তাক্বওয়ার গভীরতা তত বেশী হয়। এদিক দিয়ে আলেমগণের মর্যাদার স্তরে কম বেশী হয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) ছিয়ামরত অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে কি?

-হাফেয আব্দুল লতীফ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর: ছিয়ামরত অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহারে শরী'আতে কোন বাধা নেই। কেননা এটি খাওয়া বা পান করার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এতে খাদ্যের চাহিদাও পুরণ হয় না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ২৬৯১, ১০/২৭১)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) দুই ঈদের রাতে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত আছে কি? এছাড়া ঈদের রাতে ইবাদত করলে হৃদয় জীবিত থাকে কি?

-সোহেল, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এ ব্যাপারে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। ঈদের রাত্রি জাগরণকারীর অন্তর কখনো মারা যাবে না মর্মের বর্ণনাটি মওযূ' বা জাল *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২০)*। এ মর্মে আরো একটি জাল বর্ণনা এসেছে, যে ব্যক্তি চারটি রাত তথা- তারবিয়াহ, আরাফাহ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রি জাগরণ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২২)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেটের খাবার বেরিয়ে আসলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-আব্দুল কাইয়ুম, বানেশ্বর, রাজশাহী।

উত্তর: এমতাবস্থায় ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সাধারণভাবে বমি হ'লে ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে এবং তদস্থলে একটি ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে *(তিরমিযী হা/৭২০, মিশকাত হা/২০০৭)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) অবহেলাবশতঃ গত তিনবছর রামাযানের ছিয়াম পালন থেকে বিরত ছিলাম। এক্ষণে বোধোদয় হওয়ার পর আমার করণীয় কি?

-যাকিউল ইসলাম, রূপগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : রামাযানের ছিয়াম ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। যা অবহেলাবশতঃ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে ব্যক্তি কবীরা গোনাহে পতিত হয়। অতএব উক্ত তিন বছর ছিয়াম ত্যাগের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে তওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে কোন দিন তা পরিত্যাগ করব না বলে প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ *(যুমার ৫৩-৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রামাযান পেল অথচ নিজের পাপকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৯০৭, ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৯৭)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) বিদ'আতী ও অহংকারী ব্যক্তির পরিণতি কি?

-আফযাল
মাটিয়ানী, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: শিরকের পরে বিদ'আত শরী'আতের দৃষ্টিতে সর্বাধিক নিন্দনীয় আমল *(মুসলিম হা/৮৬৭, নাসাঈ হা/১৫৭৮)*। জেনেশুনে বিদ'আতকারীর কোন আমল গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না সে তওবা করে ফিরে আসে' *(বুখারী হা/৩১৭২; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৭২৮, ত্বাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৪)*। এছাড়া হাশরের দিন বিদ'আতীকে হাউয কাউছার থেকে 'দূর হও', 'দূর হও' বলে রাসূল (ছাঃ) তাড়িয়ে দিবেন' *(বুখারী হা/৬৫৮৪, মুসলিম হা/২২৯১, মিশকাত হা/৫৫৭১)*।

অহংকার করা মহাপাপ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। ...আর 'অহংকার' হ'ল 'সত্যকে দম্ভের সাথে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা' *(মুসলিম হা/৯১, মিশকাত হা/৫১০৮)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) তিনটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। তিনি বলেন, এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫১২২)*। অতএব বিদ'আতী ও অহংকারী উভয়েরই পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) 'আসসালামু 'আলা মানিত্তাবা'আল হুদা' বাক্যটি কেবল অন্যধর্মের লোকদের প্রতি সালাম প্রদানের সময় বলতে হবে কি?

-গোলাম সারওয়ার, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর: উক্ত বাক্যটি রাসূল (ছাঃ) কেবল অমুসলিম শাসক ও নেতাদের নিকট পত্র লেখার সময় ব্যবহার করতেন *(বুখারী হা/৭, মিশকাত হা/৩৯২৬)*।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) খতম তারাবীহ কি সুন্নাত? ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সারা দেশে একই নিয়মে খতম তারাবীহ করার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছে, এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি?

-আব্দুল আউয়াল, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : খতম তারাবীহ বলে কোন কিছু শরী'আতে নেই। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামতি করলে সে যেন ছালাত সংক্ষিপ্ত করে। কারণ জামা'আতে অনেক অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধ মানুষ থাকেন। তবে কোন ব্যক্তি একা ছালাত আদায় করলে ইচ্ছামত ছালাত দীর্ঘায়িত করতে পারে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩১ 'ইমামের কর্তব্য' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, ক্বিরাআত দীর্ঘ হৌক বা সংক্ষিপ্ত হৌক ছালাতে খুশূ-খুযূই হ'ল প্রধান বিষয়। আজকাল খতম তারাবীহ্র ভয়ে অনেকে তারাবীহ্র জামা'আতেই আসেন না। তাছাড়া ছালাত সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে হাফেযগণ ক্বিরাআত এমন দ্রুত পড়েন, যা কুরআনের অবমাননার শামিল। মুছল্লীরা যা বুঝতে সক্ষম হয় না। অথচ আল্লাহ বলেছেন, যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন ও চুপ থাক' *(আ'রাফ ২০৪)*।

ইবনুল 'আরাবী বলেন, আমি ২৮ জন ইমামকে দেখেছি যারা রামাযান মাসে তারাবীহতে স্রেফ সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ দিয়ে তারাবীহ শেষ করেছেন মুছল্লীদের উপর হালকা করার জন্য এবং সূরা ইখলাছের ফযীলতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য। কেননা রামাযানে তারাবীহতে কুরআন খতম করা সুন্নাত নয়' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা ইখলাছ)*।

অতএব মুছল্লীদের আগ্রহ বুঝে হাফেয ছাহেবগণ তারাবীহ্র কিরাআত দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত করবেন। কোন অবস্থাতেই খতম তারাবীহতে বাধ্য করা বা একে অধিক ছওয়াবের কাজ মনে করা যাবে না। কারণ এটি সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এর কোন প্রচলন ছিল না।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) যে ব্যক্তি 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' পড়ে তার আমলনামায় নাকি এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নেকী লেখা হয়। একথা কি সঠিক?

- আমানুল্লাহ, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় একশ'বার 'সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াবিহামদিহী' পড়বে ক্বিয়ামতের দিন এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে কেউ উপস্থিত হ'তে পারবে না। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তা অনুরূপ অথবা উক্ত ব্যক্তির চেয়ে অধিকবার পাঠ করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি একশ'বার উক্ত বাক্য পাঠ করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তার গোনাহ সমুদ্রের ফেণা সমতুল্য হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) সাহারী খেতে বসেছে, কিন্তু খাওয়া শুরু করেনি, এমতাবস্থায় আযান শুরু হ'লে সাহারী খেতে পারবে কি?

-শামীম আখতার
হরিহর পাড়া, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এমতাবস্থায় সে তার খাওয়া সম্পন্ন করবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবার পাত্র অথবা পানির পাত্র হাতে নেয়, আর এমতাবস্থায় আযান শুনে, তখন সে যেন তা রেখে না দেয়; বরং খাওয়া শেষ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮ 'ছওম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) মুসাফিরকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে হবে কি? না যোহরের ক্বছর করাই যথেষ্ট হবে?

-আশরাফ হোসাইন
বালিয়াপুকুর, রাজশাহী।

উত্তর : মুসাফিরের জন্য জুম'আর ছালাত আদায় করা যরূরী নয়। সে চাইলে জুম'আ পড়তে পারে, চাইলে যোহরের ক্বছর করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে হজ্জ-এর সফর করেন, কিন্তু তাদের কেউ জুম'আর ছালাত আদায় করেননি *(ইরওয়া হা/৫৯৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে গোলাম, রোগী, মুসাফির, শিশু ও মহিলাদের উপরে জুম'আ ফরয নয় *(আবুদাউদ, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/১৩৭৭, ১৩৮০; ইরওয়া হা/৫৯২)*। জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) ব্যাংকে চাকুরী করে উপার্জিত সকল অর্থই কি হারাম হবে?

-মাইদুল হোসাইন
চাঁদকুঠি আঠারদোন, রংপুর সদর।

উত্তর : সূদী ব্যাংকের বিষয়টি স্পষ্ট। ইসলামী ব্যাংকগুলিও সূদমুক্ত নয়। তাই উভয়টি থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা সূদকে হারাম করেছেন এবং সূদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সূদগ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের দলীল লেখক এবং সূদের সাক্ষী সকলের উপর আল্লাহ্র লা'নত। আর (পাপের দিক দিয়ে) তারা সকলে সমান *(মুসলিম হা/১৫৯৮, মিশকাত হা/২৮০৭)*। অতএব সূদী ব্যাংকে চাকুরীজীবি সূদ ভক্ষণকারীর ন্যায় পাপী হবে এবং তার যাবতীয় উপার্জন হারাম হবে। কিয়ামতের দিন পাপীদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, আর আমরা তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে অগ্রসর হব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) মসজিদ উদ্বোধনকালে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ নাম-পরিচয় সম্বলিত ফলক মসজিদে লাগিয়ে তা উন্মোচন করা কতটুকু শরী'আতসম্মত?

-হাবীবুল ইসলাম
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ আনুষ্ঠানিকভাবে নামফলক উন্মোচন করা থেকে বিরত থাকা যরূরী। কারণ এতে এটি রিয়া বা লোক দেখানো আমল হিসাবে গণ্য হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। রাসূল (ছাঃ) 'রিয়া'-কে 'ছোট শিরক' বলে সবচেয়ে বড় পাপ হিসাবে বেশী ভয় করেছেন *(আহমাদ হা/২৩৬৮০, মিশকাত হা/৫৩৩৪, ছহীহাহ হা/৯৫১)*। তবে মসজিদে যে কোন পরিচিতি মূলক নাম ব্যবহার করা শরী'আতসম্মত *(বুখারী হা/৪২০; মিশকাত হা/৩৮৭০ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) মাদরাসাগুলিতে বিপদাপদ বা মানত পূরণের জন্য যে ছাদাক্বা করা হয়, তার প্রকৃত হকদার কে? সকলেই কি তা খেতে পারবে?

-আমীরুল হক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : মানত মানুষের নিয়তের উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে সকল মানুষকে খাওয়ানোর নিয়ত করলে সকলেই তা খেতে পারবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১৬)*। আর ছাদাক্বা মূলত গরীব-মিসকীনদের জন্য। তবে এযুগে বেসরকারী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানাগুলি, যাদের পর্যাপ্ত আয়-রোজগার নেই, সেগুলি ছাদাক্বা বণ্টনের 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে কুরআন শিক্ষা বা বক্তব্য প্রদান করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহিল কাফী
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে কুরআন শিক্ষা দেওয়া যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৭ পৃঃ 'ই'তেকাফকারীর জন্য যা করা পসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে অর্থোপার্জনের স্বার্থে ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে ছাত্র পড়ানো বা প্রাইভেট টিউশনী হিসাবে কুরআন-হাদীছ পড়ানো যাবে না। কারণ তাতে ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) কোন অমুসলিম যদি তার বৈধ উপার্জন থেকে রামাযান মাসে কোন মুসলমানের ইফতারের ব্যবস্থা করে, তবে তা খাওয়া জায়েয হবে কি?

-রেজওয়ানুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : অমুসলিমদের বৈধ উপার্জন থেকে মুসলমানগণ খেতে পারে। সে হিসাবে তাদের বৈধ উপার্জন দ্বারা রামাযানের ইফতারীর ব্যবস্থাও করা যায়। তবে গায়রুল্লাহ্র নামে তাদের যবেহকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে হবে *(মায়েদাহ ৩)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যেসব মুশরিক তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয় না, তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ কর এবং তাদের ব্যাপারে ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনছাফকারীকে ভালবাসেন' *(মুমতাহানা ৮)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) অপবিত্র অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-আয়েশা সিদ্দীকা, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ঘুম ভাঙলে গোসল করে ছালাত (ফজর) আদায় করে মনে মনে ছিয়ামের নিয়ত করবে। কোন কিছু খাবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় সকাল করতেন এবং ছিয়াম রাখতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০১ 'ছিয়াম' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে শুধু সাহারী খাওয়ার সময় অবশিষ্ট থাকলে বিনা গোসলেই সাহারী খাবে। অতঃপর গোসল করে ফজরের ছালাত আদায় করবে *(হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীমের ইমামতি করতে পারেন কি?

-আব্দুল্লাহ নাছের, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীমের ইমামতি করতে পারেন। হযরত ওমর (রাঃ) মক্কায় আসলে তাদেরকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করাতেন এবং বলতেন, 'হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের ছালাত পূর্ণ কর, আমরা মুসাফির' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫০৪, ১৫০৬, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৮৪, নায়ল ৩/১৭৭ পৃঃ হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৩১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) সিজদার সময় মহিলারা স্বীয় পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে মর্মের বর্ণনাগুলির সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-সুরাইয়া আখতার, মাগুরা।

উত্তর : এ মর্মে তিনটি জাল ও যঈফ হাদীছ পাওয়া যায় *(বায়হাক্বী হা/৩৩২৪, ৩৩২৫, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৫২, ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৭৮৭৯, যঈফাহ হা/৫৫০০)*। অতএব এভাবে সিজদা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) টিভিতে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা দেখা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-ছাদেকুল ইসলাম
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তর : নিম্নোক্ত কারণে এগুলি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। (১) সময় ও অর্থের অপচয়। বিনোদনের নামে এসব খেলা মানুষের সময় নষ্ট করে। তাছাড়া এগুলি মানুষের পকেট ছাফ করে পুঁজিপতিদের পকেট ভর্তি করার একটা ফাঁদ মাত্র। আল্লাহ বলেন, '(সেই মুমিনগণ সফলকাম) যারা অনর্থক কাজ হ'তে বিরত থাকে' *(সূরা মুমিনূন ৩)*। তিনি বলেন, তোমরা অপচয় করো না'। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান ছিল তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ' *(বনু ইস্রাঈল ২৬-২৭)*। (২) এসব খেলা মূলতঃ অমুসলিমদের আবিস্কৃত। সুতরাং অমুসলিম ও কাফেরদের খেলা দেখার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যা থেকে বিরত থাকা মুসলমানের জন্য আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৩) এসব খেলা একদিকে যেমন মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়, অপরদিকে সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটায়। (৪) এর মধ্যে জুয়ার সম্পৃক্ততা রয়েছে, যা এটিকে আরো কঠিন হারামে পরিণত করেছে *(মায়েদাহ ৯০)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) স্ত্রী থাকা অবস্থায় তার বোনের মেয়েকে বিবাহ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

মীযানুর রহমান, কুমিল্লা।

উত্তর : হবে না। কেননা স্ত্রী উক্ত মেয়েটির খালা হচ্ছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন নারীকে তার ফুফুর সথে (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাবে না। আর না কোন নারীকে তার খালার সাথে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৬০; বাংলা মিশকাত হা/৩০২৫ 'যাদেরকে বিবাহ করা হারাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) পড়াশুনার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাবৃত্তি অথবা শিক্ষাঋণ গ্রহণ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-শামীম, তারাবাড়িয়া আলিম মাদ্রাসা, পাবনা।

উত্তর : এরূপ বৃত্তি বা ঋণ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এটা ব্যাংক সূদ গ্রহণের মাধ্যমেই উপার্জন করে। এরূপ বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে উক্ত ব্যাংকগুলি মূলতঃ মানুষকে তাদের সূদী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করে। অতএব এসব ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি বা ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) ফিৎরা আদায় করা কি ধনী-গরীব সকলের উপরেই ফরয? এজন্য কি ছাহেবে নিছাব হওয়া আবশ্যক?

-আব্দুল হামীদ
রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : ফিৎরা আদায় করা ধনী-গরীব সকল মুসলমানের উপর ফরয। এজন্য ছাহেবে নিছাব হওয়া শর্ত নয়। কারণ এটা মালের ছাদাক্বা নয়, বরং জানের ছাদাক্বা। সেকারণ ঈদের দিন সকালেও যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তার জন্য ফিৎরা আদায় করা ফরয নয়। আবার ঈদের দিন সকালে কোন বাচ্চা জন্ম নিলে তার পক্ষে ফিৎরা আদায় করতে হবে *(দ্রঃ মির'আত ৬/১৮৫)*। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন মাথা প্রতি এক ছা' করে খেজুর, যব, অন্য বর্ণনায় খাদ্যবস্তু প্রত্যেক মুসলিম ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর। আর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন (ঈদের) ছালাতে বের হবার আগেই সেটা আদায় করা হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫)*। অতএব ফিৎরা আদায়ের জন্য পূর্ব থেকেই চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) মসজিদে দাওয়াতী কাজ, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড শরী'আতসম্মত হবে কি?

*-গাউছুল আযম**
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তর : এসব কাজ মসজিদে করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে শরী'আতের বিভিন্ন কাজ মসজিদে করা হ'ত। যেমন মসজিদে কোন কিছু বণ্টন করা *(বুখারী হা/৪২১)*। মসজিদে খাওয়া *(বুখারী হা/৪২২)*। মসজিদে বিচার করা *(বুখারী হা/৪২৩)*। মসজিদে ঘুমানো *(বুখারী হা/৪৩৯)*। মসজিদে কবিতা পাঠ করা *(বুখারী হা/৪৫৩)*। মসজিদে দ্বীনী প্রশিক্ষণ দেয়া *(বুখারী হা/৪৫৪)* ইত্যাদি।

** [নাম পরিবর্তন করুন। কারণ 'গাউছুল আযম' আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে না (স.স.)।*

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সূরা তওবার প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না। এর কোন দলীল আছে কি?

-ওমর ফারূক, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সূরা তওবার প্রথমে বিসমিল্লাহ রাখার জন্য জিবরীল (আঃ) কোন বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হননি। ঐ অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়ে যায়। ফলে সূরা আনফাল ও তওবাহ্‌র বিষয়বস্তু কাছাকাছি হওয়ায় হযরত ওছমান (রাঃ) উভয়ের মাঝে বিসমিল্লাহ লেখেননি *(ইবনু কাছীর; তিরমিযী, মিশকাত হা/২২২২)*। সকল ছাহাবী সেটা মেনে নিয়েছিলেন। অতএব এটি ইজমায়ে ছাহাবা হিসাবে গৃহীত।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরে জীবিত থাকার প্রমাণ হল, তিনি সেখানে সকল সালামের জবাব দেন এবং সালাম তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্য একদল ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

-মঞ্জুরুল হক,
নার্সিং হোম, বগুড়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ তা আমার রূহের উপর ফিরিয়ে দেন। অতঃপর আমি উক্ত সালামের উত্তর দেই *(আবুদাউদ হা/২০৪১; মিশকাত হা/৯২৫)*। এজন্য একদল ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে *(নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৯২৪)*। অর্থাৎ ফেরেশতা মারফত তাঁর নিকট সালাম পৌঁছানো হয়। একথার অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়ার মত তিনি কবরে জীবিত আছেন। বরং এর অর্থ হল, তাঁর রূহ 'আলামে বারযাখে জীবিত রয়েছে। যা দুনিয়ার জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং যা কখনো দুনিয়ায় ফিরে আসবে না। আল্লাহ বলেন, 'আর তাদের (মৃতদের) সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*।

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুবরণের বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল' *(যুমার ৩৯/৩০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'আমরা তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?' *(আম্বিয়া ২১/৩৪)*। তিনি আরো বলেন, 'মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? *(আলে-ইমরান ৩/১৪৪)*।

রাসূল (ছাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেছিলেন তখন তাঁর এই মৃত্যু সংবাদ ওমর (রাঃ) কোন মতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে তিনি অশান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'যারা মুহাম্মাদ-এর ইবাদত করে তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করে তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মরেন না' *(বুখারী হা/৩৬৬৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুকালীন আযাব সম্পর্কে বলেন যে, তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তিনি তাতে

Contents

হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন। আর মুখমণ্ডল ধৌত করছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু যন্ত্রণা খুবই কঠিন। এরপর দু'হাত তুলে বলতে লাগলেন, আমাকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর সাথে মিলিত কর। এ অবস্থাতেই তাঁর জান কবয হয়ে গেল এবং তাঁর হাত এলিয়ে পড়ল' *(বুখারী হা/৬৫১০; মিশকাত হা/৫৯৫৯)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) ইলহাম, ইলক্বা, কাশফ বলতে কি বুঝায়? শরী'আতে এসবের গুরুত্ব কতটুকু?

-মাহবূবুর রহমান, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : ইলহাম অর্থ প্রেরণা সৃষ্টি করা। এটি হ'ল এক ধরনের অনুপ্রেরণা, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন প্রকার বাহ্যিক উৎসের যোগসূত্রতা ছাড়াই অন্তরে অনুভব করেন।

আর ইলক্বা অর্থ নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে কোন কিছু এমনভাবে প্রতীয়মান হওয়া যাতে তার সব সন্দেহ দূরীভূত হয়ে তিনি নিশ্চিন্ততা অনুভব করেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, বিগত সকল উম্মতের মাঝে কিছু 'মুহাদ্দাছ' বা ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিল, যদি আমার উম্মতে এরূপ কোন ব্যক্তি থেকে থাকে. তবে সে হ'ল ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) *(বুখারী হা/৩৪৬৯, মিশকাত হা/৬০২৬)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'ইলহাম' সত্য এবং এটা গোপন অহী *(ফাৎহুলবারী হা/৬৯৯৩-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ১২/৩৮৮)*।

'কাশ্ফ' অর্থ প্রকাশিত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক তার কোন বান্দার নিকট অহী মারফত এমন কিছুর জ্ঞান প্রকাশ করা যা অন্যের নিকট অপ্রকাশিত। আর এটি কেবলমাত্র নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারু নিকট প্রকাশ করেন না'। 'তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তিনি তার (অহীর) সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন' *(জিন ৭২/২৬-২৭)*। এখানে 'রাসূল' বলতে জিবরীল ও নবী-রাসূলগণকে বুঝানো হয়েছে। তবে কখনও কখনও রীতি বহির্ভূতভাবে অন্য কারু নিকট থেকে অলৌকিক কিছু ঘটতে পারে বা প্রকাশিত হতে পারে। যেমন ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে হয়েছে। অতএব এরূপ যদি কোন মুমিন থেকে হয়, তবে সেটা হবে 'কারামত'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে এর দ্বারা সম্মানিত করেন। আর যদি কাফির থেকে ঘটে, তবে সেটা হবে ফিৎনা। অর্থাৎ আল্লাহ এর দ্বারা তার পরীক্ষা নিচ্ছেন যে, সে এর মাধ্যমে তার কুফরী বৃদ্ধি করবে, না তওবা করে ফিরে আসবে।

কাশফ-কারামাত, ইলহাম-ইলক্বা শরী'আতের কোন দলীল নয় এবং এগুলি আল্লাহর অলী হওয়ারও কোন নিদর্শন নয়। বস্তুতঃ মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় দলীল হ'ল কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬)*।

নরওয়েতে ২২ ঘণ্টা ছিয়াম

ইউরোপের নিশীথ সূর্যের দেশ নরওয়ের রনডেম শহরে এবার রামাযানের ছিয়াম ২১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট হবে। শহরটিতে সাহারী শেষ হবে স্থানীয় সময় রাত ১টা ৩৯ মিনিটে। ইফতার সন্ধ্যা ১১টা ৩৪ মিনিটে। ইফতার ও সাহারীর সময়ের ব্যবধান মাত্র দুই ঘণ্টার। বাকি সময়টা ছিয়াম রাখার। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা রাজ্যের একোর‍্যাগ শহরে ছিয়াম হবে ২০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। রাশিয়ার সেন্ট পিটারসবার্গে ছিয়াম হবে ২০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট।

Contents

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ!

মাহে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। রহমত, বরকত, মাগফিরাতের সুসংবাদ নিয়ে রামাযানের রাত্রিগুলিতে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকেন হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। হে অকল্যাণের অভিসারী! থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে অগণিত মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*। আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সকল সাথী ভাই-বোনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

প্রিয় সাথী!

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে গেলে নিম্নের উপদেশগুলি মেনে চলুন, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে উৎসারিত।-

১. সর্বদা ফিরকা নাজিয়াহ্‌র সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকুন। কেননা জামা'আতের উপর আল্লাহ্‌র হাত থাকে। আর শয়তান তার সঙ্গে থাকে, যে জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যায় *(নাসাঈ)*। আর যে মুমিন একাকী থাকে, শয়তান তার সাথী হয় *(তিরমিযী)*।

২. যাবতীয় সৎকর্ম স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য করুন। যেসব কথায় ও কাজে নেকী নেই, তা বর্জন করুন। সত্যিকারের আল্লাহভীরু ভাই-বোনকে সংগঠনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করবেন।

৩. অন্তরজগতকে রিয়া, হিংসা ও অহংকার থেকে পরিশুদ্ধ করুন। কেননা কলুষিত অন্তরে আল্লাহ্‌র নূর প্রবেশ করে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র গায়েবী মদদও পায় না। নিজের গৃহকে ছবি-মূর্তি ও যাবতীয় শয়তানী ক্রিয়া-কর্ম হ'তে মুক্ত রাখুন। যাতে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা আপনার বাড়ীটিকে ঘিরে রাখে।

৪. সর্বদা মৃত্যুকে সামনে রেখে আখেরাতের চেতনায় দাওয়াতের কাজ করুন। যেন এই অবস্থায় মৃত্যু হ'লে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন।

৫. সংগঠনকে একটি পরিবার হিসাবে গণ্য করুন। পরস্পরকে ক্ষমা করুন। ভাই-ভাইয়ে মহব্বত দৃঢ় করুন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত রাখুন। আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে ভালবাসবেন *(ছফ ৪)*।

৬. আল্লাহ যে কওমকে ভালবাসেন, তাদের পরীক্ষা নেন। যার পরীক্ষা যত বেশী হবে, তার পুরস্কার তত বেশী হবে। পরীক্ষা ব্যতীত জান্নাতের আশা করা যায় না। তাই বিপদে ধৈর্য হারাবেন না। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করে দিন।

৭. আল্লাহ আমাদের সংগঠনের পরীক্ষা নিয়েছেন। এতে আমরা সন্তুষ্ট। শুধুমাত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য আমাদের উপর পরীক্ষা নাযিল হয়েছিল। এজন্য আমরা আনন্দিত।

৮. আমরা জেনে-বুঝে কখনো বাতিলের সঙ্গে আপোষ করিনি, বরং বাতিলের মুকাবিলা করেই হক প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছি। সে জন্যেই পরীক্ষা এসেছে এবং আসবে বারবার। কিন্তু কোনরূপ ধোঁকায় পড়ে বা কোন কিছুর মোহে আদর্শচ্যুত হবেন না। তাতে পার্থিব স্বার্থ হাছিল হলেও আখেরাত হারাতে হবে।

৯. আল্লাহভীরুতা হ'ল মূল পুঁজি। এই পুঁজি হারালে ইলম ও আমল সবকিছুই নিস্ফল হবে। একথা মনে রেখে ইলম বৃদ্ধির জন্য রামাযানে নিম্নোক্ত কোর্স শেষ করুন।-

(ক) তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা (২য় মুদ্রণ) ১-২৯৬ পৃঃ (খ) আহলেহাদীছ আন্দোলন (থিসিস) ১-৮২ পৃঃ (গ) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৭১-২১২ পৃঃ এবং (ঘ) ফিরক্বা নাজিয়াহ (২য় সংস্করণ) পুরাটা (ঙ) 'ইহতিসাব' বইটি নিয়মিত অনুশীলন করুন।

১০. প্রত্যেকে মাসিক আত-তাহরীকের নতুন বা পুরাতন কমপক্ষে ৩ কপি এবং সংগঠনের ছোট বইগুলি অধিকহারে ক্রয় করে বিতরণ করুন।

১১. দানের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হিসাবে সংগঠনকে বেছে নিন এবং এর বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন। ইয়াতীম প্রকল্পে দাতাসদস্য হউন।

আল্লাহ আমাদেরকে রামাযান মাসে অধিকহারে ইবাদত করার তাওফীক দিন এবং আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন।- আমীন!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ